সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী ও অভিবাসন আবেদন প্রক্রিয়া পুনরায় চালু

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা (ইউএসসিসআইএস) *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

প্রবাসীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না

ঢাকা : স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখছে না নির্বাচন *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

II Weekly Bangladesh II New York, Vol. 29 ● Issue 01 ● Thursday, 18 June 2026 ● ০৪ আষাঢ় ১৪৩৩, ০৩ মহররম ১৪৪৭

যুদ্ধাবসানে পাকিস্তানের দক্ষ কূটনীতি : বিশ্বজুড়ে স্বস্তি

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি

বাংলাদেশ ডেস্ক : দীর্ঘ ১০৬ দিনের রক্তক্ষয়ী ও বিধ্বংসী সঙ্ঘাতের পর অবশেষে যুদ্ধাবসানের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। ২০২৬ সালের ১৫ জুন প্রকাশিত আলজাজিরার এক লাইভ আপডেট প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দুই দেশই একটি সমঝোতা *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

দিল্লি বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডা. জাহেদকে হেনস্তার ঘটনায় সম্পর্কে অস্বস্তি

ঢাকা : পুশইন নিয়ে ঢাকা-দিল্লির অস্বস্তির মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর পলিসি ও স্ট্র্যাটেজিবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানকে হেনস্তার ঘটনা ঘটল দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

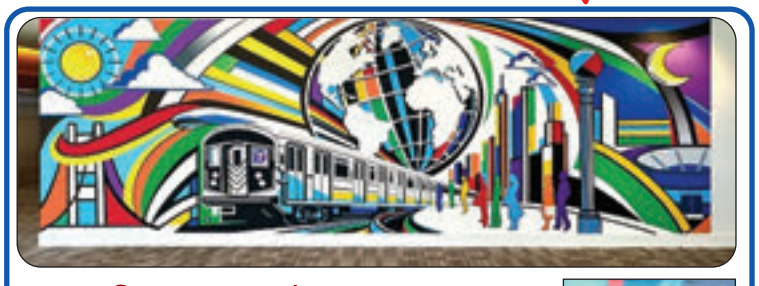

বিশ্বকাপ ফাইনাল ভেন্যু
মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশি শিল্পী জিহানের চিত্রকর্ম

বাংলাদেশ রিপোর্ট : বিশ্বকাপ ফাইনাল এবার অনুষ্ঠিত হবে নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১৯ জুলাই। নতুন চ্যাম্পিয়নের হাতে তুলে দেয়া হবে স্বপ্নের কাপ। আর এই মেটলাইফ ওয়ার্ল্ডকাপ স্টেডিয়ামের *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

অস্থির সময় পার করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা

ঢাকা : একসময় বিদেশে পাড়ি জমানো মানেই ছিল স্বপ্নের নতুন দিগন্ত। পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো, সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়া কিংবা আর্থিক নিরাপত্তা অর্জনের আশায় লাখো *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

বিপুল অংকের বাজেটে কি উন্নয়ন চুইয়ে পড়ে?

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু : বিএনপি সরকার জাতীয় সংসদে তাদের প্রথম প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেছে। বাজেটের ওপর এখন আলোচনা চলছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

বিশ্বকাপ ফুটবলে ১৩ মুসলিম দেশের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে। ৪৮টি দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই আসরটি *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
OUR GROUP OF COMPANIES
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা

- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তিচুক্তিকে স্বাগত

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে যুদ্ধ বন্ধ করতে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান। চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে উভয় দেশ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছে এবং আগামীকাল ১৯ জুন বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডে স্বাক্ষরিত হবে চুক্তি ঐতিহাসিক চুক্তি। সব ফ্রন্টে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ অবসান এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি চুক্তির ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। মাসের পর মাস ধরে চলা প্রাণঘাতী সহিংসতা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার পর গত ১৫ জুন সোমবার এই ঘোষণা বিশ্বজুড়ে স্বস্তি বয়ে এনেছে। শান্তিচুক্তির শর্তের মধ্যে তেল রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পারমাণবিক ইস্যুতে চূড়ান্ত সমঝোতায় উপনীত হওয়া এবং ৬০ দিনের আলোচনা চলাকালীন ইরানের জব্দকৃত ২৪ বিলিয়ন ডলার সম্পদ অবমুক্ত করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার ঐতিহাসিক চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশ্বনেতারা। বহুল প্রতীক্ষিত এ চুক্তিকে বিশ্ব অর্থনীতি ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য একটি 'বড় পদক্ষেপ' হিসেবে দেখছেন তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ নিজ নিজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এই শান্তি আলোচনায় পাকিস্তান অন্যতম প্রধান মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। গত রোববার ট্রাম্প তার 'ট্রুথ সোশ্যাল' প্ল্যাটফর্মে লেখেন, 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে চুক্তিটি এখন সম্পূর্ণ।' মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ এই চুক্তির কথা প্রথম প্রকাশ করেন। ওয়াশিংটন ও তেহরানের এ অগ্রগতিকে বজায় রাখতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে এক যৌথ বিবৃতিতে ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপের শীর্ষ চার শক্তি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি। কাতার, তুরস্ক, জাপান, নিউজিল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ এ সমঝোতাকে ভূরাজনৈতিক স্থিতিশীলতার এক নতুন দিগন্ত বলে অভিহিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার এ চুক্তির পেছনে অন্যতম মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে কাতার ও পাকিস্তান। চুক্তির মূল শর্ত হলো, লেবাননসহ সকল ফ্রন্টে অবিলম্বে এবং স্থায়ীভাবে সব ধরণের সামরিক অভিযান বন্ধ করা। অপরদিকে ট্রাম্প তার পোস্টে জানিয়েছেন, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম প্রধান রুট 'হরমুজ প্রণালি', যা ইরান গত কয়েক মাস ধরে কার্যত বন্ধ করে রেখেছিল, তা এখন থেকে সম্পূর্ণ 'টোল-মুক্ত' করে দেওয়া হবে। বিনিময়ে ইরানি বন্দরগুলোর ওপর মার্কিন নৌবাহিনীর জারি করা দীর্ঘ অবরোধের অবসান ঘটবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান ও লেবাননে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বাহিনীর প্রথম হামলার পর থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, যার বড় অংশই ইরান ও লেবাননের বেসামরিক নাগরিক। পাল্টা জবাবে ইরানও ইসরায়েল এবং মার্কিন ঘাঁটি থাকা উপসাগরীয় দেশগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় এবং হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করে। এর ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন (মিডটার্ম ইলেকশন) অনুষ্ঠিত হবে, যা দেশটির কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করবে। নির্বাচনের আগে তেলের দাম বৃদ্ধি এবং এই ব্যয়বহুল যুদ্ধের কারণে সাধারণ মার্কিনিদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় এই যুদ্ধ ট্রাম্প ও তার রিপাবলিকান দলের জন্য একটি বড় রাজনৈতিক ঝুঁকি ও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, রোববার বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরতলীতে ইসরায়েলের ভয়াবহ বিমান হামলার পরও এই চুক্তিটি আলোর মুখ দেখেছে। ইসরায়েলের এই হামলার তীব্র সমালোচনা করেছেন ইরান এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয়ই। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শুরু থেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করে আসছিলেন এবং লেবাননে সামরিক তৎপরতা কমাতে ট্রাম্পের অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, ইসরায়েলের এই সাম্প্রতিক হামলা মূলত যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি চুক্তিকে নস্যাৎ বা সাবোটাজ করার অপচেষ্টা। তাদেরকে সংযত হতে হবে। ইসরায়েলকে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা বিশ্বশান্তি চায়। মধ্যপ্রাচ্যকে সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থার মধ্যে রেখে ইসরায়েলের কোনো লাভ হবে না।

১১-১৭ জুন ২০২৬ নামাজের সময়সূচি ০৩-১০ মহররম ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১১ জুন	৩.৪৫	৫.২৪	১২.৫৪	৫.৫৬	৮.২৭	১০.০৬
১২ জুন	৩.৪৫	৫.২৪	১২.৫৪	৫.৫৬	৮.২৮	১০.০৭
১৩ জুন	৩.৪৫	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৬	৮.২৮	১০.০৮
১৪ জুন	৩.৪৪	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৯	১০.০৮
১৫ জুন	৩.৪৬	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৭	৮.২৯	১০.০৯
১৬ জুন	৩.৪৪	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৭	৮.২৯	১০.০৯
১৭ জুন	৩.৪৪	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৭	৮.৩০	১০.১০

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

উপসম্পাদকীয়

চূড়ান্ত পরিবর্তনটা দরকার সংস্কৃতিতে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

অঙ্গীকারবদ্ধ সংস্কৃতিসেবীর সংখ্যা ব্যাপক না হলেও একসময় নিতান্ত কম ছিল না। আর এই অঙ্গীকারের কারণেই বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হতো না। অন্যকে সঙ্গে নিতে হয়; সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বিশ্বাস থাকতে হয়; সম্মিলিত উদ্যোগে এবং অনড় অবস্থানে। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এই অঙ্গীকারটা এখন অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। কিন্তু এমনও হয় অঙ্গীকার নিয়ে শুরু করেন ঠিকই, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠেন। হয়তোবা আপসই করে ফেলেন; রণে ভঙ্গ দেন। মতাদর্শিক অঙ্গীকারবদ্ধদের বেলায় সেটা ঘটবে, এমন সম্ভাবনা কখনোই ছিল না এবং সেটা ঘটেওনি। অঙ্গীকার না থাকলে সংস্কৃতিচর্চা বিনোদনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সংস্কৃতিচর্চা অবশ্যই আনন্দের বিষয়, যেখানে বিনোদন না থাকলে উদ্যমের অভ্যন্তরে লক্ষণ দেখা দিতে পারে যান্ত্রিকতার। কিন্তু সংস্কৃতির অন্তরে যদি আদর্শবাদ না থাকে, তবে তা তো বিনোদনই হয়ে উঠবে একবারে সত্য, এবং সমস্ত কিছুই পর্যবসিত হয় স্থূল ভোগবাদিতায়; অঙ্গীকারবদ্ধ সাংস্কৃতিক জগতে ভোগবাদিতা প্রধান হবে, এটা অকল্পনীয়। সংস্কৃতির নামে যারা বিনোদন বিক্রি করে আসলে তারা সংস্কৃতিসেবী নয়; সংস্কৃতি ব্যবসায়ী। সংস্কৃতির অঙ্গীকারটা কী? সেটা হলো গণসংস্কৃতির বিকাশের। আমরা লোকসংস্কৃতির কথা খুব শুনি। লোকসংস্কৃতি ও গণসংস্কৃতি কিন্তু এক ব্যাপার নয়; দুয়ের ভেতর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লোকসংস্কৃতি হচ্ছে যেমন আছে তেমন থাকার সংস্কৃতি, আর গণসংস্কৃতি হচ্ছে সব বিকাশের। লোকসংস্কৃতি বিশেষ জনগোষ্ঠীর; গণসংস্কৃতি সকল মানুষের। এক কথায়, গণসংস্কৃতি হচ্ছে অগ্রগামিতার সর্বজনীনতার এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিকতার।

গণতান্ত্রিকতাই গণসংস্কৃতির মূল বিষয়। সব কাজই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পক্ষে। এটি সেই সংস্কৃতি, যা মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর সংরক্ষণ ও বিকাশ চায়। সমাজকে নিয়ে যেতে চায় রূপান্তরের অভিমুখে। আমাদের দেশে নানা রকম বিপ্লব ঘটেছে বলে প্রচার আছে। সরকারের বদল হয়েছে; রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন চোখের সামনেই ঘটেছে; অতি দ্রুতগতিতে ধনবান হয়েছে কেউ কেউ; নেমে গেছে অনেকে। কিন্তু সমাজ বদলায়নি; রয়েছে সেই আগের মতোই অস্বাস্থ্যকর ও নিপীড়নমূলক। সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে শুরু হয়েছিল যে ধরনের সামাজিক সম্পর্ক; ভোল ও লেবাস পাল্টে সেটাই রয়ে গেছে এখনও। মানুষ সমাজেই বসবাস করে; শূন্যে নয়। সমাজে রয়েছে বেকারত্ব, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র সকলেই পীড়ন করছে ব্যক্তিকে। দুর্বল প্রতিনিয়ত পীড়িত হচ্ছে সন্ত্রাসীদের হাতে। নির্লজ্জতা সকল সীমা অতিক্রম করেছে। এখন বর্বরতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল বর্বরতাই। মাদকাসক্তি ক্রমাগত বাড়ছে। উন্নতির হই-হুল্লোড় চাপা দিতে চাচ্ছে মানুষের কান্নাকে। কিন্তু মানুষের অশ্রু মোছে না; সে কেবল বাড়েই। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন যে দরকার, সেটা অনেকেই বোঝেন। কিন্তু ওই লক্ষ্যে কাজ করেন না। প্রকৃত সংস্কৃতিবানরা নিশ্চয় তা করেন। আর সে জন্যই তারা ভিন্ন রকমের মানুষ। সমাজ পরিবর্তনের মূল সংগ্রাম অবশ্যই রাজনৈতিক। রাষ্ট্রের চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক, যেটা ঘটেনি। রাষ্ট্র বদলেছে, কিন্তু তার স্বভাব বদলায়নি। বর্তমানে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে শীর্ষ সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠান। বিশ্বসন্ত্রাসী সাম্রাজ্যবাদের সে স্থানীয় প্রতিনিধিও বটে। যার নির্লজ্জ নমুনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গোপন বাণিজ্য চুক্তি। দেশবিরোধী এই চুক্তি পক্ষান্তরে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যে বিকিয়ে দিয়েছে আমরা তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এর দায় ঘৃণিতরা দেবে না। দেবে দেশের সমষ্টিগত মানুষ। দেশের দক্ষিণপন্থি রাজনৈতিক দল যে কাজ করছে, সেটা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সন্ত্রাসী লড়াই ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তারা রাষ্ট্রের স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আনবার ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়। তাদের লক্ষ্য বিদ্যমান ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রেখে যতটা পারা যায় দু-হাতে দখল করা। সামাজিক পরিবর্তন এই রাজনীতি দিয়ে হবে না। তার জন্য ভিন্ন রাজনীতির দরকার হবে। চূড়ান্ত পরিবর্তনটা কিন্তু সংস্কৃতিতেই দরকার। রাষ্ট্র বদলায়, সমাজ বদলায় না এ অভিজ্ঞতা তো আমাদের অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু এমনকি সমাজ বদলালেও যে সংস্কৃতি বদলাবে এমনটা বলা যাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই খোলা রয়েছে। সেখানে রাষ্ট্র বদল হয়েছিল, সমাজ বদলেছিল এবং সংস্কৃতিতেও ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল রূপান্তরের। কিন্তু শেষের ওই কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তার আগেই গোটা আয়োজন ভেঙে পড়েছে। ভাঙবার একটি প্রধান কারণ কিন্তু আবার ওই সাংস্কৃতিক দুর্বলতাই। পরিবর্তনের কাজটি সোজা নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলন দরকার হবে; আবশ্যক হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সব মিলিয়ে আন্দোলন হবে একটিই নতুন সমাজ গড়বার। তাতে অঙ্গীকারবদ্ধ সংস্কৃতিকর্মীরা থাকবেন। তাদের লক্ষ্য হবে অধিকতর অগ্রসর-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা। আজকের পৃথিবীতে সংস্কৃতির মূল শত্রু পুঁজিবাদ, যার তৎপরতা বিভিন্নমুখী। যেমন সে বস্তুগত তেমনি আদর্শিক। বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, লগ্নিপুঁজির কারবার, অস্ত্র, মাদক ও পর্নোগ্রাফির ব্যবসা কোথায় সে নেই! দখল করে রেখেছে গণমাধ্যমকে। আদর্শিকভাবে মানুষকে করে তুলছে মুনাফালোভী ও ভোগবাদী। পুঁজিবাদের সমস্ত তৎপরতাই সংস্কৃতিবিরোধী, যদিও সে ভান করে সংস্কৃতিমনস্কতার। তার চেহারা সর্বত্রই উন্মোচিত। সাম্প্রতিককালে একটু বিশেষভাবেই উন্মোচিত হয়েছে ইরানবাসীর ওপর জায়নবাদী ইসরায়েল ও মার্কিনি বাহিনীর আগ্রাসনে। পুঁজিবাদকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত না করলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে বিকশিত করার আন্দোলন অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়তে বাধ্য। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রকৃত প্রাণ আসে লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, তবেই। নইলে নয়। সেই লক্ষ্য অর্জনের অংশ থাকবে; অংশ থাকবে প্রত্যাখ্যানের। আমরা হইজাগতিক ও সর্বজনীন যে সংস্কৃতি গড়তে চাই, সেটা ইতিবাচক দিকনির্দেশ, কিন্তু তার সঙ্গে থাকতে হবে পুঁজিবাদ-বিরোধিতা। দুয়ে মিলেই এক আসলে।

ব্রিটিশ আমলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদ-বিরোধিতার একটা বড় ধারা ছিল। ১৯৪৭-এর পর ওই ধারা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তার চেতনা একেবারে একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রে জেগে উঠেছিল পাকিস্তানি নব্য ঔপনিবেশিক দুর্গে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে পুঁজিবাদবিরোধী ধারা দুর্বল হয়ে গেছে। দুই কারণে। প্রথম কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে গেছে পুঁজিপন্থিদের হাতে। দ্বিতীয় কারণ সোভিয়েত শিবিরে একটা ধস নেমেছে। পুঁজিপন্থিদের ক্ষমতা-দখল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

গোড়ায় গলদ

সলিমুল্লাহ খান

আমাদের এই বিচিত্র দেশে মাঝেমধ্যেই একটা সংস্কার সংস্কার আওয়াজ শোনা যায়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও এই আওয়াজ হইতে অব্যাহতি পায় না। কিছুদিন হইল একই ধ্বনি আবারও কানে পশিতেছে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে।সংস্কার করিবেন, ভালো কথা। কিন্তু কীসের সংস্কার করিবেন তাহা তো আগে জানিতে হইবে। না জানিয়া সংস্কার করিবেন তো শুদ্ধ সংকটের গভীরতাই বাড়াইবেন। কাজের কাজ কিছুই হইবে না।

এই মুহূর্তে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার সমস্যাটা কী? সরকারি হিসাব অনুসারে এদেশে শতকরা ৭৪ জন নরনারী নিজ নিজ নাম দস্তখত করিতে পারে। মানে শতে ২৬ জন পারে না। নাম দস্তখত করিতে পারাটাই শিক্ষার মাপকাঠি নহে। তবে এই হিসাব প্রচার করা হয় বলিয়া আমরাও তাহা সত্য মনে করি। তাহাতে অনেকটা একপ্রকার গণভোটের ফলাফল পাওয়া যায়। হইতে পারে বিখ্যাত মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন সাহেবের মৃত্যুসংবাদের মতন সংবাদটা হয়তো একটু অতিরঞ্জিত, তারপরও আনুষঙ্গিক মানুষ বিশ্বাসী জীব। অধিকন্তু বিশ্ববাসী।

এই ধরনের পরিসংখ্যান পুরাণে যাহাদের আস্থা অসামান্য নহে কিংবা যাহারা সন্দেহবাতিকের রোগী, তাহারা শিক্ষার আরেকটা মাপকাঠি বিবেচনা করিলে মন্দ করিবেন না।

এই বছর (২০২৬ সালে) দেশের সব কয়টি শিক্ষা বোর্ড মিলাইয়া কতজন ছাত্রছাত্রী এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার টেবিলে বসিয়াছে? পত্রিকাপাঠ জানিলাম সংখ্যাটি ১৮ লাখ বা তাহার কিছু বেশি হইবে। আর এক্ষণে দেশের জনসংখ্যা কত? ১৮ কোটি বা তাহার কিছু কমবেশি হইবে। আজ হইতে পনেরো-ষোলো বছর আগে জনসংখ্যা কিছু কম ছিল। সেই সময়ের জাতকেরা এ বছর এসএসসি দিতে বসিয়াছে। আপাতত ইতরবিশেষ হিসাব না করিবেন তো দেখিবেন আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রতি কোটিতে এক লাখ (মানে শতে একজন) এসএসসি পরীক্ষায় বসে। কতজন উতরাইতে পারে সে হিসাব স্বতন্ত্র।

পনেরো-ষোলো বছর আগেকার জন্মহার যদি কম করিয়াও ধরেন তো এক শতে চারিজন জন্ম লইত ধরিতে পারেন। যদি জন্মগ্রহণকারী সকলেই এসএসসি তক উঠিতে পারিত তো মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা কত দাঁড়াইত? হয়তো সর্বমোট ৭২ লাখের কাছাকাছি। এই বছর সাকুল্যে ১৮ লাখের মতো এই স্তরে উঠিলে যাহারা উঠিতে পারিল না তাহাদের সংখ্যা অগণিত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৫৪ লাখ) তর্কের বিষয় নহে।

এক্ষণে না বুঝিবার কারণ নাই এদেশে এখন পর্যন্ত প্রতি চারি শিশুর মধ্যে গোটা তিনজনই এসএসসি বা সমমানের পড়াশোনা শেষ করিতে পারে না। কতজন পাশ করিয়া থাকে সে কথা আজ না হয় নাই বা তুলিলাম!

এই বঞ্চনা বা বহিষ্কারই আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আসল সংকট বা গোড়ায় গলদ। ইহাই আমাদের একমাত্র বা এক নম্বর শিক্ষাসমস্যা, ইংরেজিতে বলিলে 'দি এডুকেশন কোশ্চেন'। আর আর সমস্যা সকলই ইহার সঙ্গে যুক্ত উপসংহার বা ইহার উপজাতবিশেষ। শুদ্ধ আমাদের নহে, সকল সাবেক পরাধীন কিংবা হালফিল স্বাধীন দেশের সমস্যাও এইটাই।

পাশের দেশ ভারতে এই সমস্যা আরও প্রকট রূপ ধরিয়াছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পণ্ডিতা শ্রীমতি মায়া জন লিখিয়াছেন, 'আজিকার ভারতবর্ষে শতকরা ৮২ জনের মতো ১৭-২৩ বছর বয়সী যুবক-যুবতী উচ্চশিক্ষার কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছায় না। ইহার অর্থ যাহারা এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার সংকট (১২ বছর ধরিয়া পড়াশুনা) পার হয়, তাহাদের সামান্য একটা অংশই মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ দেখে।' ইহা ২০১৩ সালের কথা। এখনো পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়াছে এমন কথা বলা যাইতেছে না। বঞ্চনাই ভাগ্য যাহাদের, তাহাদের নাম 'গণ'।

সকলেই জানেন স্কুল পর্যায়ের দুই দলীয় ব্যবস্থা পরাধীনতার যুগেই চালু হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ রাজের মতো হয়তো এই ব্যবস্থাও ঘুমঘোরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজিকালি ইহার পরিপূরক দ্বিদলীয় উচ্চশিক্ষার আয়োজনও সম্পূর্ণ হইতেছে। শুদ্ধ গণ (বা পাবলিক) ও পুঁজিঘন (বা প্রাইভেট) বিশ্ববিদ্যালয় বিভাজন নহে, দুই ধরণির মধ্যেও আছে নানাবিধ গ্রেড, ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, বাজে বিশ্ববিদ্যালয় আর ভাইবেরাদারের এজমালি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।

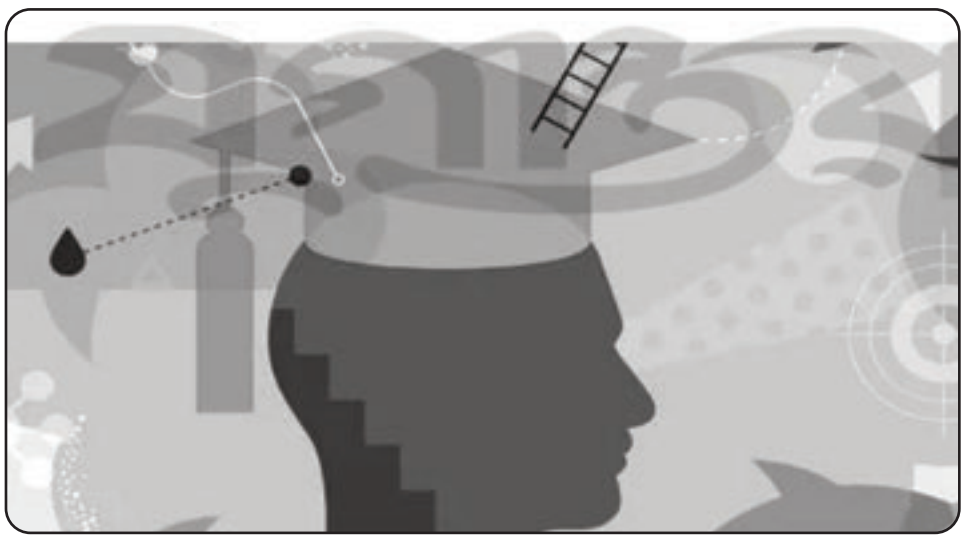

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্য যাঁহারা নিত্য দুশ্চিন্তার আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাঁহারা বিশ্বব্যাংকের উপদেশ পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে সংকোচ করেন না। বিশ্বব্যাংক উচ্চশিক্ষার উন্নতি ও রূপান্তরের জন্য অনেক টাকাপয়সা দিতেছেন তাঁহাদের। তাঁহারাও চাহিতেছেন আমরা যেন শিল্পকারখানার চাহিদামাফিক শিক্ষিত বা প্রশিক্ষিত ছেলেমেয়ে তৈরি করি। দাবি একটাই। সেই চাহিদা অনুসারেই শিক্ষার বিষয়বস্তু বা কারিকুলাম পরিবর্তন করিতে হইবে। আমাদের কাজকর্ম করিতে সক্ষম এমন ছেলেমেয়েদের নিয়োগ করিতে পারে তেমন শিল্পকারখানা তৈরি করার কথা তাঁহারা আদৌ তুলিবেন না। অন্য কেহ তুলিলেও গায়ে মাখিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম বদলাইতে হইবে, অথচ নতুন নতুন শিল্পকারখানার গোড়াপত্তন করা হইবে না। তখন এই ছেলেমেয়েদের গতি কী হইবে? যে দেশের পুঁজি গতিশীল সেই দেশে যাতায়াত শুদ্ধ নহে, হিজরত করিতে হইবে। তাহাই তো আকছার হইতেছে।

বিশ্বব্যাংক যাহা বলিতেছেন তাহার সারকথা ইউরোপ মহাদেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পরপরই তোলা হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন বেনিতো মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিতন্ত্রী দল। জোবানি জেন্তিলে (১৮৭৫-১৯৪৪) নামক একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ফ্যাসিতন্ত্রের পক্ষে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাহার ঝাড়াসদৃশ একটা বইয়ের নাম : 'শিক্ষার সংস্কার' ইংরেজি অনুবাদে 'দি রিফর্ম অব এডুকেশন'। সেকালের সেরা দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২) তাঁহার এই কেতাবের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। মুসোলিনি সরকারে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পর জেন্তিলে সাহেব ১৯২৩ সালের ৬ই মে তারিখে যে শিক্ষা সংস্কারের প্রবর্তন করেন, তাহার অনেক বৈশিষ্ট্যের এক বৈশিষ্ট্য ছিল 'ক্লাসিকাল' বা মানবিক শিক্ষা হইতে আলাদা করিয়া 'টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল' বা কারিগরি ও বৃত্তিগত শিক্ষা। এই সংস্কার ইতালির পুরানা শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়াছিল। এখানে বলিলে বোধকরি অধিক ইহবে না, পুরাতন ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিয়াছিল ১৮৫৯ সালে, ইতালির একদেশ নীতি প্রবর্তনের বা একত্রীকরণের যুগে। জেন্তিলে সংস্কারের ফলে নানান ধরনের পরীক্ষা-টরীক্ষা লইয়া 'মানবিক' শিক্ষাগ্রহণ করিবার খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার মতো ছাত্র অতি অল্পসংখ্যায় নির্বাচন করা হইত।

আমি এখানে 'ছাত্রছাত্রী' লিখিতে পারিলাম না, কারণ ফ্যাসিতান্ত্রিক সরকার সজোরে ঘোষণা করিত, নারীজাতির প্রধান দায় সন্তানধারণ ও সন্তানপালন। এই ফ্যাসিতান্ত্রিক সংস্কার শুদ্ধমাত্র নারীজাতির বিরুদ্ধেই দাঁড়ায় নাই, সাধারণ হিসাবে যাহাদের কৃষক ও শ্রমিক বলা হয়, সকলের বিরুদ্ধেও অবস্থান গ্রহণ করে।

ফ্যাসিতন্ত্রের হইতে নির্যাতিত মনীষী ও মজুরনেতা অ্যান্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) সেই সময় কারাগারে বসিয়া আপন আশঙ্কার কথা লিখিয়াছিলেন। নতুন সংস্কার শুদ্ধ বৈষম্যমূলক নহে; এই সংস্কার অতি অল্প বয়সে 'কারিগরি ও বৃত্তিগত' খাতে চালান দিয়া কৃষক ও মজুর শ্রেণির সন্তানসন্ততিকে সমাজদেহে প্রভাব বিস্তারকারী উচ্চস্তর হইতে আলাদা করার ব্যবস্থাকে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করিবে। আমাদের দেশে বিশ্বব্যাংকের উপদেশ অনুযায়ী আমদানি করা সংস্কারও এই মুহূর্তে সেই ফ্যাসিতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করিতেছে।

আমাদের দেশে এসএসসি পরীক্ষায় বসিবার মতন শিক্ষার সুযোগ *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা
জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আওয়ামী শাসনে গণমাধ্যম ও জুলাইয়ের চেতনা

আবদুল লতিফ মাসুম

বাংলাদেশে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয়; বরং এটি ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির একটি দীর্ঘ ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যের অংশ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রথম লক্ষ্যগুলোর একটি হলো স্বাধীন তথ্যপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা, কারণ সত্য ও অবাধ তথ্যই স্বৈরশাসনের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৬ জুন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও বেদনাবিধুর দিন। ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশালব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র বন্ধ করে মাত্র চারটি সরকার অনুমোদিত পত্রিকাকে প্রকাশনার সুযোগ দেয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ইতিহাসে দিনটি আজও 'কালো দিবস' হিসেবে স্মরণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে ভিন্নমত ও মুক্ত সাংবাদিকতার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের একটি বিপজ্জনক নজির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সময়ের প্রবাহে শাসক পরিবর্তিত হলেও গণমাধ্যমের প্রতি ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলেও একই প্রবণতা নতুন রূপে ফিরে আসে। শুধু ভিন্নমত ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় দৈনিক আমার দেশ; নানা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপে কার্যত স্তব্ধ করে দেওয়া হয় দিনকালসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার নিরাপত্তা আইন, মামলা-হামলা, বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্সের চাপের মাধ্যমে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর এমন এক ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করা হয়, যেখানে সত্য প্রকাশ ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে গণমাধ্যমের একটি বড় অংশ জনগণের কণ্ঠস্বর না হয়ে ক্ষমতার প্রতিধ্বনিতে পরিণত হয়।

জুলাই ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান তাই কেবল একটি রাজনৈতিক সরকারের পতনের ঘটনা নয়; এটি তথ্যের ওপর দীর্ঘদিনের নিয়ন্ত্রণ, সত্যকে আড়াল করার সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যমকে ক্ষমতার হাতিয়ারে পরিণত করার রাজনীতিরও একটি ঐতিহাসিক প্রত্যাখ্যান। ১৬ জুনের কালো দিবস থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং সত্যকে দমনের প্রতিটি প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠীকেই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর যখন শাসক বাস্তবতা দেখতে পায় না, তখন ইতিহাস তার নিজস্ব উপায়ে সেই বিচ্ছিন্নতার মূল্য আদায় করে নেয়।

ইতিহাসের একটি নির্মম বৈশিষ্ট্য হলোক্ষমতা যখন বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন তার পতনের সূচনা হয় নীরবে; কিন্তু সেই পতনের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় বহু দূর পর্যন্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, কোনো শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব কেবল প্রশাসনিক শক্তি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা নির্বাচনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে জনগণের সম্মতি, সামাজিক বৈধতা এবং তথ্যপ্রবাহের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। ইতালীয় রাজনৈতিক দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসি তার 'হেজিমনি' বা সাংস্কৃতিকাধিপত্য তত্ত্বে দেখিয়েছেন, একটি শাসকগোষ্ঠী কেবল বুলেটের জোরে ক্ষমতায় টিকে থাকে না, তাদের প্রয়োজন হয় মতাদর্শিক রাষ্ট্রযন্ত্রের, যার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার গণমাধ্যম। যখন এই রাষ্ট্রীয় বয়ান এবং জনগণের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মধ্যে গভীর ও অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তখন রাজনৈতিক সংকট অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই চিরন্তন সত্যকেই নতুনভাবে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ ২০২৬ সালের জুন মাসে দাঁড়িয়ে, যখন আমরা জুলাইয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকীর দ্বারপ্রান্তে, তখন আন্দোলনের নানা মাত্রাড়শহীদদের স্মৃতি, রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা, রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস কিংবা 'নতুন বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এর সমান্তরালে একটি মৌলিক প্রশ্ন এখনো তাত্ত্বিক ও

কাঠামোগত গভীরতা পায়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ দেড় দশকের শাসনামলে মূলধারার গণমাধ্যমের ভূমিকা কী ছিল এবং জুলাই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরিতে সেই ভূমিকা কতটা দায়ী?

গণমাধ্যমকে ঐতিহ্যগতভাবেই গণতন্ত্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' বলা হয়। এডমন্ড বার্ক ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সাংবাদিকদের গ্যালারির দিকে আঙুল দিয়ে এই শব্দবন্ধের সূচনা করেছিলেন। তাত্ত্বিকভাবে, গণমাধ্যমের প্রধান দায়িত্ব তিনটি : রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর নজরদারি করা, সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং জনমত গঠনের জন্য একটি মুক্ত আলোচনা কেন্দ্র বা 'পাবলিক স্ফিয়ার' তৈরি করা, যা ইয়ুর্গেন হাবেরমাস তার তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন গণমাধ্যম এই ওয়াচডগ বা পাহারাদারের ভূমিকা ছেড়ে ক্ষমতার অংশীদারে পরিণত হয়, তখন তা সমাজকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। গত দেড় দশকে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের একটি বিশাল অংশ ধীরে ধীরে ক্ষমতাকেন্দ্রিক বয়ানের প্রধান বাহক হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সব গণমাধ্যম একই রকম ছিল না। কিছু ব্যতিক্রমী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, হাতেগোনা কয়েকটি সংবাদপত্র এবং বেশকিছু সাহসী সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক করপোরেট কাঠামো ও নীতি ছিল ভীতি এবং চাটুকারিতার মিশ্রণ। ফলস্বরূপ সংবাদ পরিবেশনের জায়গায় স্থান করে নেয় 'প্রোপাগান্ডা' বা প্রচারণা, গঠনমূলক সমালোচনার জায়গায় আসে অন্ধ প্রশংসা এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জায়গা দখল করে নেয় নিরঙ্কুশ আনুগত্য।

আমেরিকান সাংবাদিক ও চিন্তাবিদ ওয়াল্টার লিপম্যান তার ১৯২২ সালের বিখ্যাত 'পাবলিক ওপিনিয়ন' গ্রন্থে লিখেছিলেন, জনগণ বাস্তবতাকে সরাসরি দেখে না; তারা বাস্তবতার একটি কৃত্রিম চিত্র দেখে, যা গণমাধ্যম তাদের সামনে নির্মাণ করে। লিপম্যান একে বলেছিলেন 'ছায়া বাস্তবতা'। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্র বা 'মেগা ন্যারেটিভ' নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে দৃশ্যমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছিল সর্বত্র, যেকোনো রাজনৈতিক বিরোধিতা ছিল ষড়যন্ত্র, সমালোচনা ছিল রাষ্ট্রবিরোধিতা এবং ভিন্নমত ছিল অগ্রগতির শত্রু। এই কৃত্রিম বয়ান একসময় এতটাই শক্তিশালী ও একচেটিয়া হয়ে ওঠে যে, স্বয়ং ক্ষমতাসীন মহলের নীতিনির্ধারকরাও হয়তো বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেনড়জনগণ তাদের ওপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। নোয়াম চমস্কি ও এডওয়ার্ড হারম্যান তাদের 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট' মডেলে দেখিয়েছেন কীভাবে ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে গণমাধ্যমকে বাধ্য করা হয় সরকারের অনুগত হতে। বাংলাদেশে এই ফিল্টারিং করা হতো লাইসেন্স বা ফ্রিকোয়েন্সি বাতিলের ভয়, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' বা 'সাইবার নিরাপত্তা আইন'-এর জুজু এবং সরকারি বিজ্ঞাপনের অন্যায় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

অথচ মাটির ভেতরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্রব্যমূল্যের অনিয়ন্ত্রিত ঊর্ধ্বগতি, শিক্ষিত যুবসমাজের কর্মসংস্থানের ভয়াবহ সংকট, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, ব্যাংকিং খাতের নজিরবিহীন লুটপাট ও অর্থপাচার, আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের চরম দলীয়করণ এবং সর্বোপরি মানুষের ভোটাধিকার হরণের ক্ষোভ ভেতরে ভেতরে জমা হচ্ছিল। সরকারি প্রচারণার রেশমি পর্দার আড়ালে এই বারুদ জমে উঠলেও মূলধারার গণমাধ্যম তা দেখতে বা দেখাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, তখন গণমাধ্যমের এই কাঠামোগত বিচ্ছিন্নতার প্রকৃত ও কুৎসিত চেহারা উন্মোচিত হয়। আন্দোলনের প্রথম দুই সপ্তাহে বহু টেলিভিশন চ্যানেল ও প্রধান সারির সংবাদপত্র শিক্ষার্থীদের দাবির যৌক্তিকতা ও গভীরতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। আন্দোলনকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে 'কোটাপন্থি বনাম কোটাবিরোধী'র কৃত্রিম দ্বন্দ্বে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সরকারি দল যখন আন্দোলনকারীদের ওপর 'ট্যাগিং'-এর নোংরা রাজনীতি শুরু করে, গণমাধ্যমের একটি বড় অংশ তখন সেই একই সুর প্রতিধ্বনিত করে শিক্ষার্থীদের চরিত্রহননে লিপ্ত হয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি যখন আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ শত শত শিক্ষার্থীর রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছিল, তখনো মূলধারার টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে 'উন্নয়নের গান' কিংবা সাজানো টক শো প্রচারিত হচ্ছিল। দেশের ভেতরে নিউজ সেন্সরশিপ এমন এক বীভৎস পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সরাসরি গুলির দৃশ্য আড়াল করে কেবল 'সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের' খণ্ডচিত্র প্রচার করা হচ্ছিল। এটি ছিল রবার্ট হ্যাকেটের 'রেজিম-সাপোর্টিং মিডিয়া' মডেলের এক নিকৃষ্ট বাস্তব রূপায়ণ। ঠিক যে সময় দেশের ভেতরের গণমাধ্যমগুলো নীরব বা নিয়ন্ত্রিত ছিল, সে সময় বিবিসি, আলজাজিরা, রয়টার্স এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো উপগ্রহ চিত্র এবং মাঠপর্যায়ের ভিডিও বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের ভয়াবহতা বিশ্বের সামনে তুলে ধরছিল। দেশের মানুষ তখন বাধ্য হয়ে ভেতরের সঠিক খবরের জন্য বাইরের আন্তর্জাতিক উৎসের দিকে তাকিয়ে ছিল।

যখন মূলধারার গণমাধ্যম জনগণের ভাষা হারিয়ে ফেলে, তখন সমাজ হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। জুলাই অভ্যুত্থানে মূলধারার গণমাধ্যমের ব্যর্থতার সমান্তরালে জন্ম নেয় 'সিটিজেন জার্নালিজম' বা নাগরিক সাংবাদিকতা। ফেসবুক, এক্স, ইউটিউব, টিকটক এবং টেলিগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো একটি শক্তিশালী 'বিকল্প পাবলিক স্ফিয়ার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্মার্টফোনের ক্যামেরায় ধারণ করা প্রতিটি ফ্রেম একেকটি অকাট্য বুলেটে পরিণত হয়েছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাড়াবাড়ি, সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ এবং কিশোর-তরুণদের বীরত্বের ভিডিওগুলো সেন্সরশিপের দেয়াল ভেঙে কোটি মানুষের স্ক্রিনে পৌঁছে যায়। এর ফলে প্রচলিত গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট চূড়ান্ত রূপ নেয়। গণমাধ্যম তত্ত্বের অন্যতম মূল কথা হলোড় সংবাদমাধ্যমের প্রকৃত পুঁজি মূলধন বা আধুনিক প্রযুক্তি নয়; এর আসল পুঁজি 'জনআস্থা' বা ট্রাস্ট। জুলাই মাসে বাংলাদেশের মূলধারা এই পুঁজি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল।

আজ ২০২৬ সালের জুনে দাঁড়িয়ে, নতুন বাংলাদেশের বিনির্মাণকালীন প্রক্রিয়ার মধ্যে গণমাধ্যমের গভীর আত্মসমালোচনার সময় এসেছে। সাংবাদিক সমাজকে আজ নিজেদের কাঠামোগত আয়নায় তাকাতে হবে এবং কিছু অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। আমরা কি সাংবাদিকতার পেশাদারিত্ব ধরে রাখতে পেরেছিলাম, নাকি করপোরেট মালিকানার দাসত্ব করেছি? সংবাদ কি তথ্যের ভিত্তিতে ও জনস্বার্থে নির্মিত হয়েছিল, নাকি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য? কেন একজন সাংবাদিককে সত্য লেখার জন্য নয়, বরং চাটুকারিতার জন্য পুরস্কৃত হতে হলো? ইতিহাসের আদালতে দায় শুধু রাজনীতিবিদদের নয়; তথ্য বিকৃতিকারী ও সত্য গোপনকারী তথ্য নির্মাতাদেরও।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য আমূল সংস্কারের উদ্দেশ্যে আমাদের তিনটি বিষয়ে নজর দিতে হবে। প্রথমত, কেবল রাজনৈতিক পরিচয়ে বা ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষায় গণমাধ্যমের লাইসেন্স প্রদান বন্ধ করে মালিকানার রাজনীতি দূর করতে হবে। দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যমপরিপন্থী সব কালো আইন স্থায়ীভাবে বাতিল করে সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষা দিতে হবে। তৃতীয়ত, করপোরেট মালিকদের *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামুল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্জ ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE available for all patients

Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি জরুরী

ড. মাহরুফ চৌধুরী

একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার অস্ত্রভাণ্ডার, সুউচ্চ অবকাঠামো কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে নিহিত নয়; বরং তার নাগরিকদের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও দায়িত্ববোধের মধ্যে নিহিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র হয়েও দুনিয়ার বহু দেশ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্যদিকে বিপুল সম্পদের অধিকারী অনেক রাষ্ট্রও শিক্ষার অবহেলা, দুর্বল মানবসম্পদ এবং সুশাসনের সংকটে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম স্বীকৃত সত্য হলোরাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার মানুষ, আর সেই মানুষকে সম্পদে রূপান্তরিত করার প্রধান হাতিয়ার হলো শিক্ষা। যে রাষ্ট্র শিক্ষায় বিনিয়োগকে ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করে, সে মূলত নিজের নাগরিকদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেই সংকুচিত করে। পক্ষান্তরে যে রাষ্ট্র শিক্ষাকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখে, সে রাষ্ট্র কেবল নিজের প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মশক্তিই গড়ে তোলে না; বরং সামাজিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, আইনের শাসন এবং সুশাসনের একটি টেকসই ভিত্তিও নির্মাণ করে। মার্কিন অর্থনীতিবিদ গ্যারি বেকারের (১৯৩০-২০১৪) 'হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি' অনুযায়ী, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে জাতীয় আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। একইভাবে মার্কিন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) শিক্ষা সম্পর্কে বলেছিলেন, শিক্ষা কেবল জীবনের প্রস্তুতি নয়; বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায়, বিশেষত জুলাই-পরবর্তী রাষ্ট্রসংস্কারের গণ-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে, রাষ্ট্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি আর কেবল কোনো খাতভিত্তিক দাবি নয়; এটি একটি কৌশলগত জাতীয় প্রয়োজন। কারণ রাষ্ট্রসংস্কার কেবল আইন, প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এর জন্য প্রয়োজন এমন এক সচেতন, যুক্তিবাদী, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক-সমাজ, যারা রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ ও সাংবিধানিক চেতনাকে ধারণ করবে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা করবে। একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যমটিও কিন্তু শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে শুধু কর্মসংস্থানের উপযোগী করে না; বরং তাকে স্বাধীনচেতা, মানবিক, সহনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, যা একটি আধুনিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য।অতএবশিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি কোনো বিলাসিতা নয়, বরং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে রাষ্ট্র তার শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, সে মূলত তার ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করে।আর যে রাষ্ট্র শিক্ষায় যথার্থ বিনিয়োগ করতে অবহেলা করে, সে অনিবার্যভাবে তার আগামী প্রজন্মের সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে এবং জাতীয় উন্নয়নের পথকে দীর্ঘ ও অনিশ্চিত করে তোলে।

শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে ইউনেস্কোসহঅন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাএবং নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রগুলোকে শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে আসছে। তাদের সুস্পষ্ট সুপারিশ হলো, প্রতিটি রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের কল্যাণে শিক্ষাখাতে মোট দেশজ উৎপাদনের (তথা জিডিপি-র) অন্তত ৪ থেকে ৬ শতাংশ এবং মোট সরকারি ব্যয়ের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। এই সুপারিশ কোনো আদর্শবাদী আকাঙ্ক্ষা নয়; বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা, অর্থনৈতিক গবেষণা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রণীত একটি বাস্তবসম্মত নীতিমালা। কারণ শিক্ষা এমন একটি খাত, যার সুফল *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ফ্যাসিবাদ মোকাবেলায় মিডিয়ার ব্যর্থতা

মারুফ কামাল খান

আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী ও কিংবদন্তিতুল্য ব্রডকাস্ট সাংবাদিক এডওয়ার্ড আর মারোর একটি উক্তি দিয়েই শুরু করা যাক। আধুনিক সাংবাদিকতার অন্যতম এই পথিকৃৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লন্ডনে বসে সরাসরি বোমাবর্ষণের মুখে যে রেডিও লাইভ রিপোর্টিং করেছিলেন, সেই 'দিস ইজ লন্ডন' তাকে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি এনে দেয়।পরবর্তীকালে, পঞ্চাশের দশকে যখন মার্কিন সিনেটর জোসেফ ম্যাককার্থি ক্ষমতার অপব্যবহার করে কমিউনিস্ট সন্দেহে বহু নির্দোষ মানুষের ক্যারিয়ার ধ্বংস করছিলেন, তখন মারো তার টেলিভিশন শো 'সি ইট নাও'-এ তথ্য-প্রমাণসহ ম্যাককার্থির ভয়ঙ্কর রূপ জনসমক্ষে উন্মোচন করেন। মার্কিন রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এটি অন্যতম এক সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য। এডওয়ার্ড আর মারোর দু'টি কালজয়ী উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

প্রথমটি : 'আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি লালন করি, তবে এমন একটি অসভ্য যুগে প্রবেশ করব যেখানে সততা কোনো কাজে আসবে না।'কথাটা চিরন্তন সত্য। আমাদের এই জনপদে ইতিহাসের নানা কালপর্বে স্বৈরশাসন ও ফ্যাসিবাদের ক্রুর অভিজ্ঞতা আমরা অতিক্রম করেছি। কিন্তু সেই অসভ্য ও বর্বর শাসনকে কেবল ব্যক্তিগত বা পেশাগত সততা দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি; এর জন্য সম্মিলিত যে সাহসের প্রয়োজন ছিল, তা আমরা দেখাতে পারিনি। এই ভয়ের সংস্কৃতির সমান্তরালে লোভ, স্বার্থপরতা আর তোষামোদের সংস্কৃতিও ফ্যাসিবাদকে জেঁকে বসতে মদদ জুগিয়েছে।

আমাদের এই নতজানু অবস্থানের সূত্রপাত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনালগ্নেই। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যখন পাকিস্তান থেকে লন্ডন হয়ে দেশে ফেরেন, সে দিন ঢাকা বিমানবন্দরে এক গর্হিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক। তিনি মাথা নুইয়ে শেখ সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করেন। সাংবাদিক সমাজে তিনি 'কদমবুসি সম্পাদক' হিসেবে পরিচিতি পান। তার সেই চরণছোঁয়া প্রণতি অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার পাশাপাশি নতুন শাসকদের মানসপটে যে গরিমা ও অহঙ্কারের জন্ম দেয়, তার পরিণতিতে রাষ্ট্র অনিবার্যভাবেই স্বৈরশাসনের দিকে ধাবিত হয়। পরবর্তীকালেও আমরা দেখেছি, আত্মমর্যাদাহীন এই বশংবদ সংস্কৃতি কিভাবে ফ্যাসিবাদের লালন ও বিকাশে ভূমিকা রেখেছে; ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগের উৎকট বাসনায় সমপেশার একদল মানুষ কিভাবে শয়তানের কাছে নিজেদের আত্মা বন্ধক রেখেছেন।

এডওয়ার্ড আর মারোর দ্বিতীয় উক্তিটি ছিল : 'আমরা অনেকেই হয়তো মনে করি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া আমরা নিজেরা মুক্ত থাকতে পারব না। আর তাই আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যাকুল হয়ে চাই।'

এই উক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সোজাসাপটা কথা হলো, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে হলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা 'ফ্রিডম অব প্রেস' অপরিহার্য।

গণতন্ত্র, মুক্তবুদ্ধি এবং মানবিক মর্যাদার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলেই সামনে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের সেই বিখ্যাত মন্তব্য। সংবাদপত্রের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : 'যদি আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয় যে, আমাদের কি সংবাদপত্রহীন সরকার থাকা উচিত, নাকি সরকারহীন সংবাদপত্র থাকা উচিত; তবে আমি দ্বিতীয়টি বেছে নিতে দ্বিধা করব না।'

জেফারসনের এই দর্শনের অন্তর্নিহিত সত্য হলো, সরকার বা রাষ্ট্রব্যবস্থা ভুল করতে পারে, স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু একটি জাগ্রত, মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যম সমাজ ও রাষ্ট্রকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারের চেয়েও ক্ষমতার যে ভারসাম্য এবং জবাবদিহি বেশি জরুরি, সংবাদপত্র হলো সেই জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কোনো ভূখণ্ডে ফ্যাসিবাদ জেঁকে বসেছে, তারা সবার আগে জেফারসনের এই দর্শনের ওপরই আঘাত হেনেছে।

ফ্যাসিবাদ ও মিডিয়া : একটি মিথস্ক্রিয়া : ফ্যাসিবাদ হলো এমন এক চরম কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক আদর্শ, যা রাষ্ট্রক্ষমতাকে একক ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত করে। এটি নির্মমভাবে ভিন্নমত দমন করে, আইনের শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় এবং একটি কাল্পনিক 'শত্রু' বা 'জাতীয় সঙ্কট' তৈরি করে জনগণের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

তাত্ত্বিকভাবে, মিডিয়া হলো ফ্যাসিবাদের চিরশত্রু। কারণ মিডিয়ার কাজ সত্য উন্মোচন করা, আর ফ্যাসিবাদের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকে মিথ্যার ওপর।

তাহলে মিডিয়া কি ফ্যাসিবাদ রুখতে পারে? উত্তর হলো, হ্যাঁ, পারে। যদি মিডিয়া সাহসিকতার সাথে 'ফোর্থ এস্টেট' বা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে নিজের প্রকৃত ভূমিকা পালন করে। কিন্তু যখন মিডিয়া ভয়, প্রলোভন কিংবা আদর্শিক দেউলিয়াত্বের কারণে আপস করে, তখন সে ফ্যাসিবাদ রুখতে তো পারেই না, উল্টো ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় প্রচারযন্ত্র বা প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়।

সমাজতন্ত্রের আড়ালে ফ্যাসিবাদ : বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপট : বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত বিশ্ব-রাজনীতিতে একটি কুৎসিত প্রবণতা দেখা গেছে। পৃথিবীর বহু স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট শাসক নিজেদের ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে পপুলিস্ট 'সমাজতন্ত্রের' মুখোশ পরতেন। বেনিটো মুসোলিনি থেকে শুরু করে পূর্ব ইউরোপের বহু শাসকই এই মডেল ব্যবহার করেছেন, যেখানে জনকল্যাণের রোমান্টিক স্লোগান দিয়ে আসলে সব নাগরিক অধিকার হরণ করা হতো।

১৯৭২-৭৫ সালের বাংলাদেশের ইতিহাসও এই বৈশ্বিক প্রবণতার বাইরে ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যর্থতা, দুর্ভিক্ষ, চরম অব্যবস্থাপনা এবং লুণ্ঠনের ফলে যখন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার চরম অজনপ্রিয় হয়ে পড়ে, তখন শেখ মুজিবুর রহমানও সেই চেনা 'স্বদেশী মডেলের সমাজতন্ত্রের' রূপ ধারণ করেন। তিনি নিজের নামে 'মুজিববাদ' থিওরি চালু করেন, যার পোশাকি নাম দেয়া হয়, 'শোষিতের গণতন্ত্র'। এই 'শোষিতের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামক একক দল গঠন করা হয়।

১৬ জুন : সাংবাদিকতার অপমৃত্যু ও সংবাদপত্রের কালো দিবস : বাকশালী ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও নির্মম আঘাতটি আসে গণমাধ্যমের ওপর। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন তৎকালীন সরকার দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ অবজারভার এবং বাংলাদেশ টাইমসড় মাত্র এই চারটি পত্রিকা সরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু রেখে দেশের বাকি সব সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বা নিবন্ধন বাতিল করে দেয়। ১৬ জুনের এই কালো দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে 'সংবাদপত্রের কালো দিবস' হিসেবে চিহ্নিত। এই একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্ত সাংবাদিকতা পেশার অপমৃত্যু ঘটানো হয়। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে সাংবাদিকদের অধঃপতিত করা হয় স্রেফ সরকারি প্রেসনোট বা তথ্যবিবরণী লেখকের স্তরে।

এর ফলে রাতারাতি শত শত সাংবাদিক বেকার হয়ে পড়েন। জীবিকার তাগিদে সাংবাদিকদের ফুটপাথে ফলের দোকান পর্যন্ত খুলতে হয়েছিল, যা সে সময়ের নির্মমতার এক ঐতিহাসিক প্রতীক। অনেক সাংবাদিক বাধ্য হয়ে বাকশালে যোগ দিলেও তারা আর স্বাধীন সাংবাদিক থাকতে পারেননি; তাদের অনেককে অন্য সরকারি চাকরিতে পুনর্বাসন করা হয় কিংবা নামমাত্র 'বেকারভাতা' দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এর আগেও দৈনিক গণকণ্ঠ, হক কথা, হলিডে, গণশক্তি, লাল পতাকা, মুখপত্র, বাংলার মুখ-সহ অনেক পত্রিকা বন্ধ করা হয়। কবি আল মাহমুদ, এ জেড এম এনায়েতুল্লাহ খান, সৈয়দ ইরফানুল বারীসহ অনেক সম্পাদক ও সাংবাদিককে কারারুদ্ধ করা হয়।

এই দমবন্ধ পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর তিনি বাকশালী ব্যবস্থার অবসান ঘটান, বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাতিল হওয়া পত্রিকাগুলোর ডিক্লারেশন ফিরিয়ে দিয়ে মুক্ত গণমাধ্যমের দুয়ার পুনরায় উন্মোচন করেন।

জিয়াউর রহমান নিজে সাংবাদিকতা পেশার সাথে একাত্মবোধ করতেন। ছোটবেলায় মাতৃহারা জিয়াউর রহমানকে মাতৃস্নেহে তার এক ফুফু (চাচী) লালন করেছিলেন। সেই ফুফুর সন্তান, সাংবাদিকদের কাছে 'তারা ভাই' বলে খ্যাত ফওজুল করিম ছিলেন দৈনিক বাংলার বার্তা সম্পাদক। জিয়াউর রহমান তাকে সহোদর বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতেন। তার টানেই জিয়াউর রহমান সময়-সুযোগ পেলেই দৈনিক বাংলা-টাইমস ভবনে আড্ডা দিতে ছুটে আসতেন। এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের সাথে তার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তিনি যখন বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে যেতেন, তখন একদল কৃতী সাংবাদিক হতেন তার সফরসঙ্গী। প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত হেলিকপ্টারে স্থান সঙ্কুলান না হলেও রাষ্ট্রপতি জিয়া বেশির ভাগ সময়ে উঠে বসতেন মিডিয়ার হেলিকপ্টারে। সেই হেলিকপ্টারে বসেই তিনি অনেক সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিতেন।

তার আমল ছিল সাংবাদিকতার স্বাধীনতার এক স্বর্ণযুগ। সাংবাদিকদের আবাসনের ব্যবস্থা, জাতীয় প্রেস ক্লাব ভবন নির্মাণ, প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) প্রতিষ্ঠা, প্রেস কাউন্সিল গঠন এবং সংবাদপত্রসেবীদের জন্য প্রথম ওয়েজ বোর্ড (বেতন বোর্ড) রোয়েদাদ ঘোষণা, সবই করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। তবে তার শাহাদতের পর বাংলাদেশে এরশাদের সামরিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে সাংবাদিকতা ফের শেকলবন্দী হয়।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সাংবাদিক সমাজ রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই গৌরবময় ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিক সমাজ শেখ মুজিব এবং পরবর্তী সময়ে তার কন্যা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে শেখ হাসিনার বিগত ১৫ বছরেরও বেশি সময়ের শাসনামলে ফ্যাসিবাদ এক নতুন ও নিষ্ঠুরতম রূপ ধারণ করে। এই সময়ে গণমাধ্যমের ওপর যে নিপীড়ন চলেছে, তা এককথায় নজিরবিহীন।

মিডিয়া বন্ধের উৎসব ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন : দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক দিনকাল, চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভিসহ ভিন্নমতের বহু সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল গায়ের জোরে বন্ধ করে দেয়া হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো কালো আইনের বেড়াজালে বন্দী করে সত্য প্রকাশের অপরাধে সাংবাদিকদের জেলে পোরা হয়। যায়যায়দিন সম্পাদক শফিক রেহমান, আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রুহুল আমিন গাজী, সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান, কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরসহ অনেককে মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ করা হয়। কিশোরের সহবন্দী লেখক মুশতাক আহমেদ কারাগারেই রহস্যজনকভাবে মারা যান। আটক অবস্থায় মাহমুদুর রহমানের ওপর বর্বর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়; এমনকি আদালতে হাজিরা দিতে গেলে সরকার সমর্থক গুণ্ডারা হামলা চালিয়ে তাকে রক্তাক্ত করে।

শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী রেজিমের সমর্থকরা দৈনিক সংগ্রাম অফিসে ঢুকে বয়োবৃদ্ধ সম্পাদক আবুল আসাদকে দৈহিকভাবে নিগৃহীত করে এবং তাকে পুলিশে সোপর্দ করে। বিনা দোষে তাকে দীর্ঘকাল জেল খাটতে হয়। সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনির পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিচার এক যুগেও না করে বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলকে গুম করে রেখে নির্যাতন করা হয়। ৫৩ দিন পর তিনি উদ্ধার হন। বিজ্ঞাপন বন্ধ ও সারা দেশে শত শত মামলা দায়েরের মাধ্যমে সাংবাদিকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা হয়েছিল। মিডিয়ায় গোয়েন্দা সংস্থার খবরদারি ও ভীতি প্রদর্শন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

হাসিনার ফ্যাসিস্ট রেজিম নির্যাতন, প্রলোভন ও সুবিধা বিলিয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করেছিল। অনেক সাংবাদিক নির্যাতন এড়াতে বিদেশে পালালে দেশে তাদের স্বজনরা ফ্যাসিবাদী নিগ্রহের শিকার হন। সোস্যাল মিডিয়ার ভিন্নমতও দমন করা হতো নিষ্ঠুর পন্থায়। 'স্টিক অ্যান্ড ক্যারট' (মুগুর ও মুলা) কৌশলে হাসিনা সরকার গণমাধ্যমকে পঙ্গু ও ক্লিবে পরিণত করে। সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হলো, একদল সাংবাদিকও তখন নির্লজ্জভাবে ফ্যাসিবাদের জুলুম ও অপকর্মের বৈধতা উৎপাদনে লিপ্ত হয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের পতনের পর তাদের আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন বিপুল সম্পদের সন্ধান থেকেই প্রমাণিত হয় যে, অবৈধ শাসকের সাথে যোগসাজশ করেই তারা এই প্রশ্নবিদ্ধ সম্পদ অর্জন করেছিলেন।

স্তাবক গোষ্ঠীর উত্থান : হাসিনার ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল মিডিয়াকে স্রেফ দমন করার চেয়েও 'কিনে নেয়ায়'। করপোরেট সুবিধা এবং ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে গণমাধ্যমের ভেতরেই এক বিশাল 'স্তাবক ও চাটুকার গোষ্ঠী' গড়ে তোলা হয়। টকশো, সম্পাদকীয় এবং সংবাদে ফ্যাসিবাদের পক্ষে সাফাই গাওয়া সাংবাদিকতার মূল স্রোতে পরিণত হয়েছিল। ফলে সাংবাদিক সমাজ সম্মিলিতভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পুনর্গঠনের আহ্বান : বিপুল ত্যাগ ও আত্মদানের রক্তসিক্ত পথ বেয়ে, ছাত্র-তরুণদের ক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্ট গণ-অভ্যুত্থানের দাবানলে দেশ আজ ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। দেশে এখন একটি গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। শুরু হয়েছে আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পুনর্গঠন পর্ব। ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া সব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে ফের নতুন করে গড়তে হবে।

অতীতে বাকশালী ফ্যাসিবাদের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে জিয়াউর রহমানকে এই গঠন পর্বে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। এরশাদের স্বৈরচারী শাসনাবসানে বেগম খালেদা জিয়াকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন পর্বে। এখন তাদের উত্তরসূরি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ওপর ফের রাষ্ট্র ও সমাজ পুনর্গঠনের নেতৃত্ব দেয়ার ঐতিহাসিক কর্তব্য ন্যস্ত করেছে সময়। এই কর্তব্য ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের, রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানকে সুসংহত করার এবং লুণ্ঠিত অর্থনীতি পুনর্নির্মাণের। পুলিশ, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা শক্তি সক্রিয় করা ও জাতীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সেই কর্তব্যেরই অংশ।

আমরা এই গঠনপর্বে গণমাধ্যম পুনর্গঠনের কাজে গণতান্ত্রিক সরকারের সারথি ও সহযোগী হতে চাই। সেই প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়েই 'ন্যাশনাল এডিটরস কাউন্সিল'-এর অভ্যুদয়। ফোর্থ এস্টেট বা গণমাধ্যম সুগঠিত না হলে গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়বে, মানুষ স্বাধীনতা হারাবে এবং ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার ঝুঁকি বাড়বে। ফ্যাসিবাদ সাংবাদিকতা পেশার অপব্যবহার করেছে, পেশাগত সংগঠনগুলোকে ক্রীড়নক বানিয়েছে, সম্পাদকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন ও বিভক্ত করেছে। এই ক্লেদাক্ত অতীত মুছে দিয়ে আজ সাংবাদিকতা পেশা এবং এই পেশাজীবীদের শুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

আমরা সব পেশাজীবী সম্পাদককে এক পাটাতনে দাঁড় করাতে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে যাত্রা শুরু করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই; তারা যেন বিভাজনের রাজনীতিকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় না দেন। আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, ফ্যাসিবাদ-উত্তর বাংলাদেশে মিডিয়া ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন, যেন আর কোনো দিন কোনো ফ্যাসিবাদের জন্ম হতে না পারে।

মিডিয়া পুনর্গঠনে করণীয় ও প্রস্তাবনা : ১. স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠন : মিডিয়া পুনর্গঠনে একটি স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠন অপরিহার্য এবং এ ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ করা অনুচিত। এই কমিশন মিডিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রের বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বাতলাবে। তারা নীতি, আইন ও কাঠামো প্রণয়ন করবে; মিডিয়ার বিপথগামিতা ও অপসাংবাদিকতার পথ বন্ধ করবে। পেশাগত ও বাণিজ্যিক, উভয় দিক দিয়ে মিডিয়ার বিকাশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি এথিক্যাল জার্নালিজমকে এগিয়ে নেবে।

অতীতে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রেস কমিশন গঠন করলেও সেই রিপোর্ট কখনো আলোর মুখ দেখেনি। তবে সেই উদাহরণ মাথায় রেখেই, আমি বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন বিজ্ঞ সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গণমাধ্যম কমিশন গঠনের আহ্বান জানাচ্ছি। এই কমিশনে তথ্য ও আইন মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল এডিটরস কাউন্সিল, সংবাদপত্রসেবীদের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেন।

২. সাংবাদিকদের মামলা পর্যালোচনায় কমিটি : ফ্যাসিবাদী আমলে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের দায়ে যেসব সাংবাদিক অভিযুক্ত ও আটক হয়েছেন, তাদের মামলাগুলো পর্যালোচনা করে করণীয় সুপারিশ করতে তথ্য, আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সম্পাদক, সাংবাদিক ও সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির উপযুক্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা দরকার। অন্যথায় সরকার দ্রুতই আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়তে পারে।

৩. প্রেস ট্রাস্টের পুনরুজ্জীবন : শেখ হাসিনা প্রেস ট্রাস্ট বিলুপ্ত করে ট্রাস্ট পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সাংবাদিকতা পেশার স্বার্থে প্রেস ট্রাস্ট পুনরুজ্জীবন ও *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

হাসিনার ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল মিডিয়াকে স্রেফ দমন করার চেয়েও 'কিনে নেয়ায়'। করপোরেট সুবিধা এবং ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে গণমাধ্যমের ভেতরেই এক বিশাল 'স্তাবক ও চাটুকার গোষ্ঠী' গড়ে তোলা হয়। টকশো, সম্পাদকীয় এবং সংবাদে ফ্যাসিবাদের পক্ষে সাফাই গাওয়া সাংবাদিকতার মূল স্রোতে পরিণত হয়েছিল।

বিশাল বাজেট, রাজস্ব ঘাটতি ও লক্ষ্য অর্জনের পরীক্ষা

ফাহমিদা খাতুন

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৬২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেছেন। এই বাজেট এমন এক সময়ে প্রণীত হয়েছে, যখন অর্থনীতি শুধু প্রবৃদ্ধিই নয় বরং স্থিতিশীলতা, আস্থা এবং সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা খুঁজছে। এই বাজেটের মূল দর্শন হচ্ছে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং বিনিয়োগনির্ভর পুনরুদ্ধার।

অনেক দিক থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয়গুলোর প্রতিফলন, যেখানে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বেসরকারি খাতনির্ভর প্রবৃদ্ধি এবং সুশাসনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে যথার্থভাবেই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, জ্বালানি নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই হওয়া উচিত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কারণ, এটি পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে এবং অর্থনীতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে।

টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য, আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ প্রয়োজন। একই সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতির কারণে দারিদ্র্য ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা জরুরি।

বাজেটে ২০২৬২৭ অর্থবছরের জন্য ৬ দশমিক ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ৭ দশমিক ৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ, শিল্প উৎপাদন এবং রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য গতি আনতে হবে। বর্তমান বিনিয়োগ প্রবণতা, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা এবং জ্বালানিসংকটের প্রেক্ষাপটে এই লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে না।

অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি অর্থবহভাবে কমাতে হলে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন খাদ্য সরবরাহব্যবস্থা উন্নত করা, পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, বিচক্ষণ মুদ্রানীতি অনুসরণ করা, রাজস্ব ব্যয়ের উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য অনুকূলে থাকা। বাস্তবে বৈশ্বিক জ্বালানির দাম বৃদ্ধির মতো কোনো বহিরাগত ধাক্কা এ লক্ষ্যকে বিপন্ন করতে পারে।

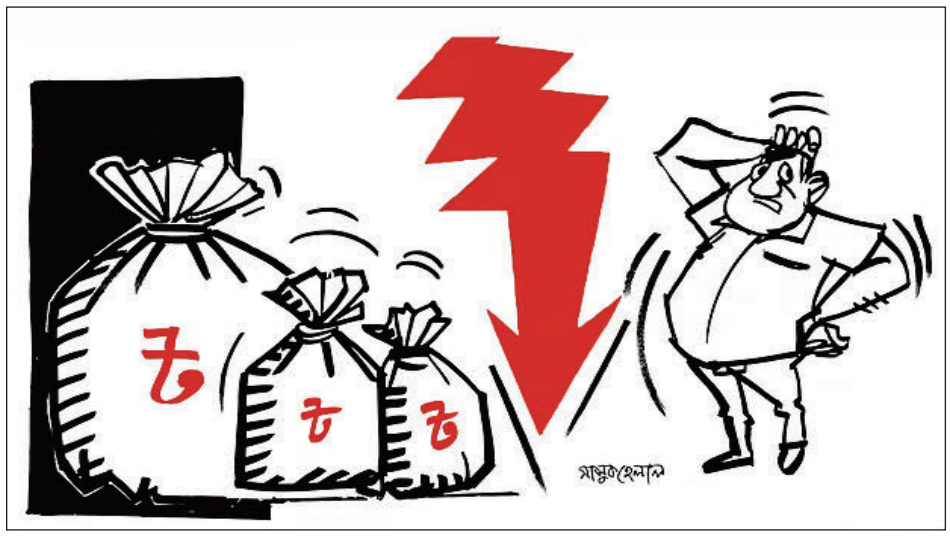

বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংগ্রহ করবে ৬ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা। বর্তমান রাজস্ব সংগ্রহের তুলনায় এটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। ঐতিহাসিকভাবে রাজস্ব আহরণ বাংলাদেশের অন্যতম দুর্বল ক্ষেত্র। জিডিপির অনুপাতে কর-রাজস্বের হার ২০২৫২৬ অর্থবছরে ৬ দশমিক ৮ ছিল, যা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম। ফলে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা কাঙ্ক্ষিত হলেও কর প্রশাসন, কর পরিপালন এবং বাস্তবায়নে বড় ধরনের উন্নতি ছাড়া তা অর্জন করা কঠিন হবে।

৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট বিগত সংশোধিত অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বড়। বৃহৎ জনসংখ্যা ও ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির প্রয়োজন মেটাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন। তবে মূল প্রশ্ন হলো বরাদ্দের কতটা বাস্তবায়িত হবে এবং সেই ব্যয়ের গুণগত মান কেমন হবে।

এরপর আসে বাজেটঘাটতির কথা। জিডিপির প্রায় ৩ দশমিক ৬ শতাংশ সমপরিমাণ বাজেটঘাটতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এখনো মোটামুটি সহনীয়। তবে এ ঘাটতির অর্থায়ন ২০২৭ অর্থবছরে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। প্রায় ১ দশমিক ১২ লাখ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। অন্যদিকে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগও বাড়াতে চায়। এ অবস্থায় অতিরিক্ত ব্যাংকঋণ বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ সংকুচিত করতে পারে, ঋণের ব্যয় বাড়াতে পারে এবং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ব্যাংকের ওপর নির্ভরতা কমাতে সরকারের উচিত কর সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি, করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর অব্যাহতি হ্রাস, প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা বাড়িয়ে অপচয় কমানো এবং আরও বেশি স্বল্প সুদের বৈদেশিক অর্থায়ন নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে একটি পরিণত বন্ড বাজার গড়ে তোলা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যান্য উৎস অনুসন্ধান করা টেকসই ঘাটতি ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি।

রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে ব্যবসার ব্যয় কমানো এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার একাধিক কর ও শুল্ক সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে। রপ্তানি সহায়তা, শুল্ক প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং কর-অনুগত্যের ব্যয় কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াগত জটিলতা হ্রাস, ভ্যাট পরিপালন সহজ করা এবং ডিজিটাল কর প্রশাসন শক্তিশালী করার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। এসব পদক্ষেপ সামগ্রিকভাবে যৌক্তিক। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা বর্তমানে প্রতিযোগী দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে রয়েছে।

পরিপালন ব্যয় কমানো এবং বাণিজ্য সহায়ক ব্যবস্থা উন্নত করা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে পারে, অথচ এতে সরকারের রাজস্ব খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নাও হতে পারে। বরং দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব আদায়ের ভিত্তি আরও বিস্তৃত হতে পারে। তবে রাজস্ব আহরণ জোরদার এবং আর্থিক চাপ কমানোর লক্ষ্যে কিছু কর বৃদ্ধির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। সরকারের উচ্চ ব্যয় প্রতিশ্রুতি এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে এসব পদক্ষেপের যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে এসব উদ্যোগ জীবনযাত্রার ব্যয় কমাবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। অধিকাংশ সংস্কার সরাসরি ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যহ্রাসের চেয়ে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নের দিকে বেশি মনোযোগী। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে এর পরোক্ষ সুফল সময়ের সঙ্গে আসতে পারে, তবে সাধারণ পরিবারের জন্য তাৎক্ষণিক স্বস্তি সীমিত হতে পারে।

এই বাজেটের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধি। সরকার মোট বিনিয়োগ বাড়িয়ে ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে তা জিডিপির ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। বাজেটে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, শিল্প সম্প্রসারণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো, বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা কতটা কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগামী দশকে শ্রমবাজারে প্রবেশকারী নতুন কর্মীদের জন্য বাংলাদেশকে কয়েক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে না; বিনিয়োগের ধরন ও গুণগত মানও গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

কুরআন দ্বারা লাভবান হওয়ার শর্তসমূহ

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত সেই 'মুত্তাকী'দের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে,সালাত কায়েম করে, এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করেছি(অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সেসবগুলোর প্রতি ঈমান আনে আর আখিরাতের ওপর একীন রাখে।"(সুরা বাকারা:২-৪) আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্ব মনবতার প্রতি একটি বিশেষ নিয়ামত। আল কুরআন মাজীদ এমন একটি কিতাব বা গ্রন্থ যা আগাগোড়া নির্ভুল সত্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ। এটি এমন এক মহান সত্তার দ্বারা রচনাকৃত যিনি সমস্ত তত্ব ও সত্যের জ্ঞান রাখেন। কাজেই এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। মানুষ অজ্ঞতার কারণে এর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করলে সেটা অবশ্য সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র কথা এবং সে জন্য এ কিতাব দায়ী নয়। আল কুরআন একেবারে একটি হিদায়াত ও পথনির্দেশনার গ্রন্থ। কিন্তু এর থেকে লাভবান হতে চাইলে মানুষের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক গুণ থাকতে হবে। গুণগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটির প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, তাকে "মুত্তাকী" হতে হবে। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকতে হবে। তার মধ্যে মন্দ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার ও ভালোকে গ্রহণ করার আকাংখা এবং এ আকাংখা বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তবে যারা দুনিয়ায় পশুর মতো জীবন যাপন করে, নিজেদের কৃতকর্ম সঠিক কি ন সে ব্যাপারে কখনো চিন্তা করে না, যেদিকে সবাই চলছে বা যেদিকে প্রবৃত্তি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে অথবা যে মন চায় সেদিকে চলতে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য কুরআন মজীদ কোন পথনির্দেশনা প্রদান করে না।

২. "যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে" কুরআন থেকে লাভবান হবার জন্য এটি হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত। গায়েব বা অদৃশ্যে বলতে এমন গভীর সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত এবং কখনো সরাসরি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা,অহী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ গভীর সত্যগুলোকে না দেখে মেনে নেয়া এবং নবী এগুলোর খবর দিয়েছেন বলে তাঁর খবরের সত্যতার প্রতি আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি মেনে নেয়ারজন্য দেখার,ঘ্রাণ নেয়ার ও আস্বাদন করার শর্ত আরোপ করে এবং যে ব্যক্তি বলে, আমি এমন কোন জিনিস মেনে নিতে পারি না যা পরিমাণ করা ও ওজন করা যায় না-সে এ কিতাব থেকে হিদায়াত ও পথ নির্দেশনা লাভ করতে পারবে না।

৩."যারা সালাত কায়েম করে" এটি হচ্ছে তৃতীয় শর্ত। এর অর্থ হচ্ছে, যারা কেবল মেনে নিয়ে নিরবে বসে থাকবে তারা কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারবে না। বরং মেনে নেয়ার পর সংগে সংগেই তার আনুগত্য করা ও তাকে কার্যকর করাই হচ্ছে এ থেকে উকৃত হবার জন্য একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। আর বাস্তব আনুগত্যের প্রধান ও স্থায়ী আলামত হচ্ছে সালাত। ঈমান আনার পর কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই মুয়াযযিন সালাতের জন্য আহবান জানায় আর ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি বাস্তবে আনুগত্য করতে প্রস্তুত কি না তার ফায়সালা তখনই হয়ে যায়। এ মুয়াযযিন আবার প্রতিদিন পাঁচবার আহবান জানাতে থাকে। যখনই এ ব্যক্তি তার আহবানে সাড়া না দেয় তখনই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি এবার আনুগত্য থেকে বের হয়ে এসেছে। কাজেই সালাত ত্যাগ করা আসলে আনুগত্য ত্যাগ করারই নামান্তর। বলা বাহুল্য কোন ব্যক্তি যখন কারোর নির্দেশ মেনে চলতে প্রস্তুত থাকে না তখন তাকে নির্দেশ দেয়া আর না দেয়া সমান।

আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ সা: ও তাঁর পুর্ববর্তি নবীগণের ওপর বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে যেসব কিতাব নাযিল করেছিলেন সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এ শর্তটির কারণে যারা আল্লাহর পক্ষ মানুষের জন্যবিধান অবতরনের প্রয়োজনীয়তাকে আদতে স্বীকারই করে না অথবা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও এ জন্য অহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না

ইকামাতে সালাত বা সালাত কায়েম করা একটি ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থবোধক পরিভাষা একথাটি অবশ্যি জেনে রাখা প্রয়োজন। এর অর্থ কেবল নিয়মিত সালাত পড়া নয় বরং সমষ্টিগতভাবে সালাতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাও এর অর্থেও অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন লোকালয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সালাত পড়ে থাকে কিন্তু জামায়াতের সাথে এ ফরযটি আদায় করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেখানে সালাত কায়েম আছে এ কথা বলা যাবে না।

৪. "এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।" কুরআনের হিদায়াত লাভ করার জন্য এটি হচ্ছে চতুর্থ শর্ত। সংকীর্ণমনা ও অর্থলোলুপ না হয়ে মানুষকে হতে হবে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়কারী। তার সম্পদে আল্লাহ ও বান্দার যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তাকে তা আদায় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে বিষয়ের ওপর সে ঈমান এনেছে তার জন্য অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করার ব্যাপারে সে কোন রকম ইতস্তত করতে পারবে না।

৫. "আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন এবং তোমার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে।"এটি পঞ্চম শর্ত। অর্থাৎ আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ সা: ও তাঁর পুর্ববর্তি নবীগণের ওপর বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে যেসব কিতাব নাযিল করেছিলেন সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এ শর্তটির কারণে যারা আল্লাহর পক্ষ মানুষের জন্যবিধান অবতরনের প্রয়োজনীয়তাকে আদতে স্বীকারই করে না অথবা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও এ জন্য অহী ও নবুওয়াতের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না এবং এর পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর বিধান বলে ঘোষনা করে অথবা আল্লাহর কিতাবের স্বীকৃতি দিলেও কেবলমাত্র সেই কিতাবটি বা কিতাবগুলোকে অস্বীকার করে- তাদের সবার জন্য কুরআনের হিদায়াতের দুয়ার রুদ্ধ। এ ধরনের সমস্ত লোককে আলাদা করে দিয়ে কুরআন তার অনুগ্রহ একমাত্র তাদের ওপর বর্ষণ করে যারা নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের মুখাপেক্ষী মনে করে এবং আল্লাহর এ বিধান আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে না এসে বরং নবীদের ও আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমেই মানুষের কাছে আসে বলে স্বীকার করে আর এই সংগে বংশ, গোত্র বা জাতি প্রীতিতে লিপ্ত হয় না বরং নির্ভেজাল সত্যের পূজারী হয়, সত্য যেখানে যে আকৃতিতে আবির্ভূত হোক না কেন তারা তার সামনে মস্তক অবনত করে দেয়।

৬. "আর আখিরাতের ওপর একীন রাখে।" এটি ষষ্ঠ ও সর্বশেষ শর্ত। আখেরাত একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ অর্থবোধক শব্দ। আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টির ভিত্তিতে এ আখেরাতের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের নিম্নোক্ত উপাদানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

এক: এ দুনিয়ায় মানুষ কোন দায়িত্বহীন জীব নয়। বরং নিজের সমস্ত কাজের জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

হিজরি সন : মুসলিম জাতিসত্তার গৌরবময় পরিচয়

মুফতি উবায়দুল হক খান

প্রতিটি জাতির নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম বাহক হলো বর্ষপঞ্জি। এটি একটি জাতির চেতনা, বিশ্বাস ও সভ্যতার পরিচায়ক। মুসলিম উম্মাহর জন্য হিজরি সন এমনই একটি গৌরবময় বর্ষপঞ্জি, যা ইসলামের ইতিহাস, ত্যাগ, সংগ্রাম ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে যুগ যুগ ধরে মুসলিম জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে আসছে। হিজরি সন মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন, সামাজিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই হিজরি সনের সংরক্ষণ ও প্রচলন মুসলিম পরিচয় রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হিজরি সনের সূচনা : হিজরি সনের সূচনা হয় মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কোনো নির্দিষ্ট বর্ষপঞ্জি ছিল না। খেলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে একটি স্বতন্ত্র বর্ষপঞ্জির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।তখন সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতকে ইসলামি সনের সূচনাবিন্দু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। কারণ হিজরত ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি শুধু স্থান পরিবর্তন ছিল না, বরং এটি ছিল সত্যের জন্য ত্যাগ, ইমানের জন্য সংগ্রাম এবং একটি নতুন ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা। হিজরি সনের বৈশিষ্ট্য : হিজরি সন একটি চন্দ্রভিত্তিক বর্ষপঞ্জি। এতে বারোটি মাস রয়েছে এবং চাঁদের আবর্তনের ওপর ভিত্তি করে মাস নির্ধারিত হয়। হিজরি মাসগুলো হলো মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল উলা, জমাদিউস সানি, রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ।পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বারোটি, যা আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন।' (সুরা তওবা ৩৬) এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামে চন্দ্র মাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং ইসলামি বিধিবিধানের অনেকগুলোই এই চন্দ্রবর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ইবাদতের সঙ্গে হিজরি সনের সম্পর্ক : হিজরি সনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানদের প্রধান ইবাদতসমূহ এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রমজান মাসে রোজা পালন, শাওয়ালে ঈদুল ফিতর, জিলহজ মাসে হজ ও ঈদুল আজহা– সবই হিজরি সনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

রমজান মাসের আগমন কিংবা ঈদের চাঁদ দেখা মুসলমানদের হৃদয়ে এক বিশেষ আবেগ ও আনন্দ সৃষ্টি করে। হিজরি সন তাই মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদি মুসলমানরা নিজেদের বর্ষপঞ্জিকে অবহেলা করে, তবে ধীরে ধীরে তারা তাদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক পরিচয় থেকেও দূরে সরে যেতে পারে। তাই হিজরি সনের প্রচলন ও চর্চা মুসলিম পরিচয় রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম জাতিসত্তার প্রতীক : হিজরি সন মুসলিম জাতিসত্তার এক উজ্জ্বল প্রতীক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষা, সংস্কৃতি ও বর্ণের ভিন্নতা থাকলেও হিজরি সন মুসলমানদের এক অভিন্ন পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে।একজন মুসলমান যখন বলে আজ ১ মহররম, ১২ রবিউল আউয়াল বা ১ রমজান, তখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মুসলমানও একই তারিখ ও অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। এই ঐক্যবোধ মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তাকে আরও সুদৃঢ় করে।আজকের বিশ্বায়নের যুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রেগরিয়ান সনের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভুলে যাব। বরং আধুনিক জীবনের প্রয়োজনের পাশাপাশি হিজরি সনের চর্চা ও ব্যবহার বাড়ানো মুসলিম আত্মপরিচয়ের অংশ হওয়া উচিত।ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক : হিজরি সন মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ইসলামের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিজরি তারিখের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নবীজি (সা.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি, হিজরত, বদর, ওহুদ, খন্দকসহ অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হিজরি মাস ও তারিখের মাধ্যমেই স্মরণ করা হয়। এ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ, ফতোয়া, দলিল ও সাহিত্যকর্ম হিজরি সনের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। যদি হিজরি সনের ব্যবহার কমে যায়, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ হারানোর আশঙ্কা তৈরি হবে। তাই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যও হিজরি সনের চর্চা অপরিহার্য।বর্তমান প্রেক্ষাপটে করণীয় : বর্তমান সময়ে আমাদের উচিত ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে হিজরি সনের ব্যবহার বৃদ্ধি করা। বাড়িতে ক্যালেন্ডার টাঙানোর সময় হিজরি তারিখ সংবলিত ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন ইসলামি অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনার, বইপত্র ও লেখালেখিতে হিজরি তারিখ উল্লেখের অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।মুসলিম জাতিসত্তার গৌরবময় পরিচয় : হিজরি সন মুসলিম জাতিসত্তার এক অনন্য পরিচয়চিহ্ন। এটি ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ইবাদত ও উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক। মহানবী (সা.)-এর হিজরতের স্মৃতিবিজড়িত এই বর্ষপঞ্জি মুসলমানদের ত্যাগ, সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদার শিক্ষা দেয়।

লেখক : মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব, জামিয়া দারুল হিকমাহ, কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

বৈকল্য

আশরাফ আহমেদ

বয়স চার কুড়ি পেরিয়ে অর্ধদশক হল
বৃদ্ধমনে হৃষ্ট চিত্তে তরতাজা কোলাহল
সচল মগজে মিথ্যরে বেসাতি চলছে পুরোদম
বৃদ্ধ মনে হৃষ্ট চিত্তে কলুষতা গিবত হরদম।
স্বভাবে মিথ্যেবাদী ডিগ্রির বিশালতা শ্লথ করেনি
বিনয়ের কপটতা সাময়িক সাফল্য এনেছে
ম্লান হতে সময় তেমন লাগেনি
মানসিক দৈন্য, প্রতিহিংসার মনোভাব হানিছে।
নিত্য স্বভাবে হামবড়াভাবে তাই ঠেকে গেছে
জীবনের বড়ো আশ, স্বপ্ন, বাসনা
লালসার দীর্ঘ স্তম্ভে আটকে গেছে বিনয় রসনা
বড্ড আফসোস মনে মিথ্যাচার, যতোসব কুৎসা
ব্যর্থ জীবনে ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই বিষাক্ত রিগাংসা।

অন্তর্ভেদী

জাকির আবু জাফর

তুচ্ছতাচ্ছিল্য কিংবা বাঁকিয়ে বুঁকিয়ে,
অহংকার অথবা দুঃশব্দে নয়,
সুমিষ্ট বচনে মুচকি-আনন্দে বলো সব।
কথার বহর হোক বহতা লতার মতো ছায়াদার,
মায়াদার! হোক মহব্বতের মমত্বে মাখামাখি।
শোনো না কীভাবে কথা বলে বৃষ্টিরা! কী ছান্দিক,
নিরল নির্ঝর, কী প্রাণোত্তাল প্রেরণার ছটায় ঝরে,
টিনের চাল পাতার পিঠ অথবা জানালার শার্শিতে ঝরলেও
মনে হয় ঝরে বুকের ভেতর!
দেখো না পাখিরা কী সুমধুর স্বরে ঢালে হৃদয়ের ঘ্রাণ!
তুমি কি চাঁদের মুখ থেকে জোছনার শব্দ শোনোনি!
ঝড়ের তীব্রতা থেকে প্রতিবাদের ভাষা!
কল্লোলিত ঢেউয়ের উত্তাপ থেকে সাহসের ধ্বনি
কিংবা রাজনীতি থেকে রাজন্যের উৎকর্ষ কথন!
যখন রাতের সাথে কথা বলে রাত, নক্ষত্রের সাথে নক্ষত্র,
শিশিরের সাথে শিশির এবং যখন নৈশব্দের সাথে কথা বলে
নৈশব্দ,
কীযে বিমুগ্ধ, অন্তর্ভেদী, প্রাণের সাথে প্রাণের প্রাচুর্যগাথা
যেভাবে ছায়ার সাথে ছায়া, রোদের সাথে রোদ
কিংবা নদীর সাথে নদীর সংলাপ
তখন ভাবো কী মধুময় ভাষার আগুন
কী উদাত্ত ভাষার উজান!
এমন করে কেনো শুনি না তোমার হৃদয়!

জলের কাগজে লেখা

সোহেল মাহমুদ

জীবন ফুলের মত লোহিত রঙিন,
বহমান স্বরলিপি তিতাসের জল।
অনন্তের অসম্পর্ক যাপনের দিন,
নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া সাপের ছোবল।
প্রজননে প্রক্ষালনে ব্যয় করা ভোর,
সময়ের সহবাসে অঙ্কুরিত ক্ষোভ।
নক্ষত্রের ছায়াতলে রাতের অসুর,
মাটির ভূগোল ভরা মৃত্তিকার লোভ।
পান করে নিখিলের নান্দনিক পাপ,
স্বনির্মিত শ্মশানের অতিথি মানুষ।
সত্য এক উজাগর রাতের প্রলাপ,
মহাশুন্যে প্রবাহিত বাতাসের দোষ।
স্বপ্নের গন্তব্য আজও চোখের মোকাম,
জলের কাগজে লেখা মানুষের নাম।

কতদিন পর

মান্নান নূর

কতদিন পর তোমার হাতের ছোঁয়া,
নকশি পিঠায় পেলাম খাওয়ার ধুমে।
মন যে হলো পানান বিলের হাওয়া,
শান্ত নদী আছে যেন এক ঘুমে।
কতদিন পর পেলাম তোমার ঘ্রাণ,
মন-নদীতে ছুটল খুশির বান।
ফিরাই, বলো, কী করে এই মন,
তোমার প্রেমের বড়ই মধুর টান।
মানে না মন, উতলা পূবের হাওয়া,
বৃষ্টি এসে বাজায় সুরের গান।
খোদার কাছে আমার কেবল চাওয়া,
তুমিই আমার জীবন-মরণ-প্রাণ।

মরণ-শোক

রেণু রোজা

কতটুকুই বা বলা যায় বা লেখা যায় কবিতায়!
গল্প বলতে বসতে হয় সামনা-সামনি;
হাতের পরে হাত;
এমন মোহন সময়ের তরে–
কেটেছে কতো না জোছনা ও আঁধার রাত!
তুমি কি শুনতে পাও?
শুনতে পাও কি পাও না, জানি না;
তবুও আমি তোমার সাথেই কথা বলে যাই
তুমি আমায় পাগলী ডাকো;
ভালো যে বেসেছি; ভালোবাসাই তো পাগলামি!
খাদের কিনারে যেখানে স্পিড লিমিট–
এককুড়ি মাইল;
সেখানে শতমাইলে গাড়ি চালানোর মজাই আলাদা!
অন্যমনস্ক বা অসাবধানে মৃত্যু অনিবার্য ;
অমন ভাবলে কি আর গতির সুখ পাওয়া যায়?
কেউ কেউ মনে করেড়
ঠাণ্ডা কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে;
ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়ার নামই ভালোবাসা!
গতিহীন প্রেম– সময় কি থেমে থাকবে?
যেখানে কাল থাকবো না এমনই নিশ্চিত;
আজ কেনো পাশে থেকেও সুদূর সাইপ্রাস?
একটা কিছু তো হোকড়
আলিঙ্গনে ধরে রাখো সুগভীর প্রেমসুখ;
অযথা নয় আর মৃত্যুর আগেই মরণ-শোক।

ধিক্কার

মামুন সরকার

শিশুর চোখে ছিল আকাশ,
ছিলো রঙিন ঘুড়ির স্বপ্ন,
ছিলো মায়ের কোলের ঘ্রাণ
তোমরা সেখানে বিষ ঢেলেছো।
তোমরা মানুষ নও,
মানুষের মুখোশ পরা অন্ধকার।
তোমাদের চোখে কামনা নয়
জ্বলছে নরকের আগুন।
একটা শিশু যখন কাঁদে,
আকাশও থেমে যায় কিছুক্ষণ।
পৃথিবীর সব নদী যেন
লজ্জায় মুখ ঢাকে তখন।
ধিক্কার তোমাদের
যারা নিষ্পাপ শরীরে থাবা বসাও।
ধিক্কার সেই সমাজকে,
যারা চুপ থেকে অপরাধ লুকাও।
মনে রেখো
একটি শিশুর অভিশাপ
পাহাড় ভাঙতে পারে,
একটি নারীর অশ্রু
সভ্যতাকে ডুবিয়ে দিতে পারে।
আজ সময় এসেছে
রাস্তায় রাস্তায় উচ্চারিত হোক প্রতিবাদ,
আইনের দরজায় বজ্র নেমে আসুক,
প্রতিটি ধর্ষকের নাম হোক ঘৃণার প্রতীক।
কারণ,
শিশু মানে ফুল
শিশু মানে ভবিষ্যৎ
আর যে ভবিষ্যৎকে হত্যা করে,
তার জন্য পৃথিবীতে
কোনো ক্ষমা নেই।

মৃত্তিকার শেষ অনুবাদ

আব্দুর রাজ্জাক রঞ্জু

কবরের নিঃশব্দ ব্যাকরণ
যেখানে মাটি হলো শরীরের
শ্রেষ্ঠ ও শেষ অনুবাদক।
মাটির গভীরে ঘুম-ঘুম
জেগে থাকে, অসমাপ্ত জীবন ;
আবারও বাঁচার অদম্য ইচ্ছা!
সেখানে স্তব্ধতায় চাপা পড়ে কোলাহল,
ভেঙে পড়ে অহংকারের সব রাজমহল।
রক্ত-মাংসের যত চেনা অভিধানড়-
মৃত্তিকার শরীরে খোঁজে নতুন আখ্যান,
অশরীরী প্রাণ শোনে অনন্তের গান।

অ্যাকুরিয়াম

রাহেলা আক্তার

আঁধারের ভাঁজে নিশুতির ডাক,
কাঁচের জারে বিবর্ণ হয়ে ওঠে সবুজ বৃক্ষ।
ভাঁজপড়া মেঘের অনাহূত বসনে
ঢেকে যায় পূর্ণিমার চাঁদ; আর সেখানে পোড়া
মাটির কাঁচের ফলকে তৈরি হয় স্মৃতিসৌধ।
লতাপাতায় জড়ানো সবুজ বৃক্ষ, দ্রৌপদীর
বস্ত্রহরণে নির্মল নীল দিগন্তের অন্তরীক্ষের
পানে মুখ তুলে শিশির ঝরায় ঘূর্ণিপাকে।
সময়ের আবর্তনে চেনা বৃক্ষ,
পাখির কোলাহল অচেনা হয়ে যায়।
দুর্গম গিরি পাড়ি দিয়ে সাইবেরিয়ায় অবিরাম
পথ চলে শকুনি মামা।
পোড়া মাটির কাঁচের ফলকে-
একদিন সভ্যতার মসনদে সবুজ অ্যাকুরিয়ামে
প্রতিটি বৃক্ষ শিকড় গজিয়ে একেকটি নতুন
পাতা অঙ্কুরিত হবে।

বৈপরীত্য

ফারহানা খান

থাকাই যখন স্থির-
তখন ভোরের সূর্যের এক চিলতে রোদ
উঠোন বয়ে আসা যুগল পাখির ডাক
টিনের চালের আছড়ে পড়া বৃষ্টি
টবের গাছের আলতা রাঙা জবা
অথবা
বইয়ের তাক-
সবই অনাসৃষ্টি,
সবই কালো
একঘেয়ে বিচ্ছিরি....
বন্দি কারাগার।
যেতে যখন হয়-
শ্যাওলা পড়া উঠোন
চায়ের কাপের দাগ
চল্টা উঠা ইট বেরোনো দেয়াল
অথবা
হাতল ভাঙা মগ-
সবই কেমন আষ্টেপৃষ্টে
জড়িয়ে রাখে
ধরে
বাঁধে.....
মায়া বারংবার।

এক ট্রিলিয়ন জোৎস্না

জাকির সেতু

ক্রমশ অপপ্রচার ধেয়ে আসে টাইফুনের মতো
নির্লজ্জের রাস্তায় ফুলের সুবাস থাকে না
থাকে না আরব্য রজনীর বিলুপ্ত রাত।
কৃত্রিম সংস্করণে উচ্ছ্বাসিত তোমার মন
জ্যামিতিক নির্ণয়ের হিসাব এক ট্রিলিয়ন।
অজস্র সংজ্ঞায়িত চোখ কামনায় ডাকে
দুর্ভেদ্য ভাষার সংস্করণ মুঠোয় মুঠোয় বিলি হয়।
অভিনয়ের ক্যামিও এখনো বাকি
প্রত্যাশার নৌকায় নতুন খদ্দের
হাতের ইশারায় হয় কলঙ্কিত জোৎস্নায়।
পৌঁছে যাবে সঠিক ঠিকানায়
গাজী আবু হানিফ
ছোটো মানুষেরাও একদিন বড়ো মানুষ হয়,
হয় মহৎ প্রাণ
কেবল ভালোবাসায় স্বীকৃতিতে।
কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ আর সমাজের মন্দ লোকের চক্ষুশূল-
অনেককে করে অমানুষ।
চোর ডাকাত সন্ত্রাস আর দুর্নীতিবাজরাতো
এ সমাজের ই-
আমাদের কারো না কারো সন্তান।
ভোগী না হয়ে ত্যাগের শিক্ষা আর বাস্তবতায়
হতে হবে বলীয়ান
তবেই হতে পারবে খাঁটি মানুষ।
চিরকাল সত্য আর ন্যায়ের ঝান্ডাধারী হও হে মানুষ
পৌঁছে যাবে সঠিক ঠিকানায়।

ভালবাসার গতিধারা

আশা মনি

আমি ভালবাসলাম এক প্রাণকে,
পেলাম করুণতা , কাটালাম বিরহে।
অতঃপর-
আমি ভালবাসলাম রূপকে,
পেলাম লালসা, আর ক্ষুধা দুচোখ ভরে।
অতঃপর-
আমি ভালবাসলাম অর্থকে,
পেলাম চাহিদা , হারালাম মনুষ্যত্বকে।
অতঃপর-
আমি ভালবাসলাম মানুষকে,
পেলাম ঘৃণা, নিকৃষ্ট দৃশ্যপটে।
অতঃপর-
আমি ভালবাসলাম সৃষ্টিকে,
পেলাম ভগ্নদশা, আর ব্যর্থতাকে।
অতঃপর-
আমি ভালবাসলাম সৃষ্টিকর্তাকে,
পেলাম পূর্ণতা, রহিলাম শান্তিতে।

অপাঙক্তেয়

মাসুম মোরশেদ

বহুমুখী দুর্দশার মধ্যে বেড়ে উঠছি
মাথার মধ্যে মগজ নেই
বুকের পাটা নেই
পা নিতে পারে না শরীরের ভার
নপুংসক সমাজে
একটা খোলস জীবন পার করছি প্রতিনিয়ত।
ঘুমের মধ্যে আছি
নাকি মরা লাশ চলছি?
কেউ বলেন, ঘোর।
আমি জানি, এসব বেঘোর জীবন।
বিষাদের সুর জন্ম-জন্মান্তর আমার চারপাশ
এখানে কপাল আর হৃদয়ের বিস্তর ব্যবধান
এখানে স্বপ্নের রঙ পানির মতো
চোরাগলিতে ঠেস দিয়ে করুণ এক বসবাস।
এখানে অনায়াসে মৃত্যু আসে ধেয়ে
সুফলা গাছও মরে অবেলায়
অবলা শিশুও পাশবিকতায় মরে যায়
এখানে গরু-ছাগল-ভেড়া, হাস-মুরগীর বাচ্চাও
মানুষের আদল পায়
খোদার লীলা বলে হইরই শোরগোল পড়ে।
আরো কোটি অজানা কাণ্ড গাছের ভেতরে
লোকচক্ষুর অন্তরালে অপ্রকাশিত থেকে যায়।
শুধু ভুক্তভোগী জীব জানে আর খোদা জানে সব।

তিন মাসে দেশে বেড়েছে ২৪৪১ কোটিপতি আমানতকারী

ঢাকা : দেশে কয়েক বছর ধরে চলছে অর্থনৈতিক মন্দা। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংকুচিত হয়েছে, জিডিপির প্রবৃদ্ধি কমেছে। ব্যাংক থেকে ঋণপ্রবাহ যেমন কমেছে, তেমনই আমানত বাড়ার প্রবৃদ্ধির হারও কমেছে। তবে সার্বিকভাবে আমানত প্রবাহ বেড়েছে। অর্থনীতির এমন পরিস্থিতিতেও ব্যাংক খাতে গত বছরের ডিসেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের মার্চে কোটিপতি আমানতকারীর হিসাব সংখ্যাও বেড়েছে ২ হাজার ৪৪১টি। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতে কোটিপতি আমানতকারী ছিল ১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪ জন। গত মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৪৮৫ জনে। সোমবার প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়। কোটিপতি আমানতকারীর হিসাবের মধ্যে যেমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তেমনই বিভিন্ন ব্যক্তিও রয়েছেন। আবার একই ব্যক্তির একাধিক কোটি টাকার বেশি হিসাবও রয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিটি হিসাবকেই আলাদাভাবে শনাক্ত করে।

প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ-তিন মাসে ব্যাংক খাতে আমানত প্রবাহ বেড়েছে ২ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এর আগের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে বেড়েছিল ৩ দশমিক ৪২ শতাংশ। অর্থাৎ ডিসেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় মার্চ প্রান্তিকে ব্যাংক খাতে আমানত প্রবাহ তুলনামূলকভাবে কম বেড়েছে। তবে এক বছর আগে অর্থাৎ গত বছরের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকের তুলনায় কিছুটা বেশি বেড়েছে। ওই প্রান্তিকে আমানত বেড়েছিল ২ দশমিক ১১ শতাংশ। ডিসেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় মার্চ প্রান্তিকে গ্রামে যেমন আমানত প্রবাহ কমেছে, তেমনই কমেছে শহরেও। যে কারণে সার্বিকভাবে আমানতের প্রবৃদ্ধির হার কমেছে। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, আমানতের প্রবৃদ্ধির হার কমার পরও দেশে কোটিপতি আমানতকারীর হিসাবসংখ্যা বেড়েছে। সার্বিকভাবে কোটিপতি আমানতকারী বাড়লেও কিছু উপখাতে কোটিপতির সংখ্যা কমেছে। ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত স্থিতির কোটিপতি আমানতকারী হিসাব গত ডিসেম্বরে ছিল ১ লাখ ৬ হাজার ৪৯৪টি। মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৫০টি। ৫ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকা জমার স্থিতি রয়েছে এমন আমানতকারীর হিসাব গত ডিসেম্বরে ছিল ১৪ হাজার ৮৫২টি। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৩১৫টিতে। ১০ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকা জমা পর্যন্ত আমানতকারীর হিসাব গত ডিসেম্বরে ছিল ৪ হাজার ৭৯৮টি। মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৮৩৪টিতে। ১৫ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত জমা আমানতকারীর হিসাব সংখ্যা গত বছরের ডিসেম্বরে ছিল ২ হাজার ১৯৪টি। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৯টিতে। ২০ কোটি থেকে ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত জমা আমানতকারীর হিসাব গত ডিসেম্বরে ছিল ১ হাজার ৩৮০টি। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৭০টিতে। ২৫ কোটি থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত জমা আমানতকারীর হিসাব ডিসেম্বরে ছিল ৯৪৭টি। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৯১৪টি। ৩০ কোটি থেকে ৩৫ কোটি টাকা পর্যন্ত জমা হিসাবে একই সময়ে আমানতকারীর সংখ্যা ৬৩৬টি থেকে বেড়ে ৬৫১টিতে দাঁড়িয়েছে। ৩৫ কোটি থেকে ৪০ কোটি টাকা পর্যন্ত জমা আমানতকারীর হিসাব ডিসেম্বরে ছিল ৪৫৬টি। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৩০টি। ৪০ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকা আমানত জমা রয়েছে এমন হিসাবসংখ্যা গত বছরের ডিসেম্বরে ছিল ৭৯০টি। মার্চে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৫৩টিতে। ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন হিসাব সংখ্যা গত বছরের ডিসেম্বরে ছিল ১ হাজার ৯৯৭টি। মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৪টিতে। ৫০ কোটি টাকার বেশি জমা-এমন কোটিপতিদের আমানত ব্যাংক খাতে মোট আমানতের মধ্যে ১২ দশমিক ২২ শতাংশ, যা একক উপখাত হিসাবে সর্বোচ্চ। এর পরেই রয়েছে ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জমা আমানতকারীদের অবস্থান। তাদের আমানত মোট আমানতের ১২ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

২৩শে জুন বা তার আগে ভোট দিন।

২৩শে জুন বা তার আগে কংগ্রেসে গ্রেস মেং-কে ভোট দিন!

"আমি দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটি সেন্টারগুলোর জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছি, পরিবারগুলোর হালাল খাবার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে লড়াই করেছি এবং ঈদ ও দীপাবলিকে ফেডারেল ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে আইন উত্থাপন করেছি। অভিবাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ঘৃণা ও হামলার মুখে আমি 'হেট ক্রাইমস অ্যাক্ট' (ঘৃণামূলক অপরাধ বিষয়ক আইন) পাস করিয়েছি, মসজিদ ও মন্দিরগুলোকে নিরাপদ রাখার জন্য কাজ করেছি এবং আইসিই (ICE)-কে জবাবদিহিতার আওতায় এনেছি। আমার এই কাজের ধারার জন্য আমি গর্বিত এবং নিউ ইয়র্ক থেকে প্রথম ও একমাত্র এশীয়-আমেরিকান প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের জন্য কাজ চালিয়ে যেতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কর্তৃক অনুমোদিত

অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশা জেমস

কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণান

32BJ SEIU · 1199 SEIU · HTC · DC 37 AFSCME AFL-CIO

PAID FOR BY GRACE FOR NEW YORK

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন
অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার
স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

IN PARTNERSHIP WITH

COMMUNITY PARTNERS

Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc.

Elhaam Academy

Thikana Newspaper

Bengalis of New York

INTERESTED IN BEING A VENDOR OR A VOLUNTEER?

BHALO
BRIDGING THE GAP

2026
BHALO MELA

Friday, June 19th | Starting 3:00 PM
Hillside Avenue / 173rd St. to 175th St.
Follow @bhaloinc for updates

milksore 2026

FRIDAY, JUNE 19

HILLSIDE AVENUE / 173rd St, Jamaica, NY 11432

(718) 218-5169
info@bhalo.org
bhalo.org
@bhaloinc

Special thanks to NYPD Community Affairs.

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ইতিহাস বদলে দিলো আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক : অবশেষে বদলে গেল ইতিহাস। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের 'প্রথম ম্যাচের অভিশাপ' ভাঙল মেসির হ্যাটট্রিকে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরের বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে হোঁচট খাওয়ার যে তিক্ত স্মৃতি যুগের পর যুগ তাড়া করে ফিরেছে আর্জেন্টিনাকে, সেটি এবার অতীত করে দিল লিওনেল স্কালোনির দল। কানসাস সিটিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। বিশ্বকাপের মঞ্চে আর্জেন্টিনার একটি অস্বস্তিকর পরিসংখ্যান ছিল। শিরোপা জয়ের পরের আসরে প্রথম ম্যাচে কখনোই জয় দিয়ে শুরু করতে পারেনি তারা। ফলে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে ছিল বাড়তি উদ্বেগ। ইতিহাস বলছে, ১৯৭৮ সালে নিজেদের মাটিতে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের পর ১৯৮২ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে বেলজিয়ামের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় আর্জেন্টিনা। এরপর ১৯৮৬ সালে ডিয়েগো ম্যারাডোনার নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা হওয়ার চার বছর পর, ১৯৯০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ক্যামেরুনের কাছে একই ব্যবধানে পরাজিত হয়ে চমকে দিয়েছিল ফুটবল বিশ্বকে।

সাম্প্রতিক অতীতও ছিল হতাশার। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে শিরোপা জয়ের অভিযানে নামার আগে সৌদি আরবের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ২-১ গোলে হেরে বড় ধাক্কা খেয়েছিল আর্জেন্টিনা। যদিও পরে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপে আলজেরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের আগে সেই পুরোনো স্মৃতি আবারও ফিরে এসেছিল সমর্থকদের মনে। কিন্তু মাঠের খেলায় কোনো ধরনের সংশয়ের সুযোগ রাখেনি আর্জেন্টিনা। অধিনায়ক লিওনেল মেসি ছিলেন দুর্দান্ত। তার রেকর্ডগড়া হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি আলজেরিয়া। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকা আর্জেন্টিনা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখে একের পর এক সুযোগ তৈরি করে। আর সেই আধিপত্যেরই প্রতিফলন ঘটে স্কোরলাইনে। এই জয়ের মাধ্যমে আর্জেন্টিনা ভেঙে দিয়েছে বহু বছরের এক মানসিক বাধা। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে নতুন আসরের প্রথম ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে তারা জানান দিয়েছে অতীতের অভিশাপ নয়, এখন তাদের লক্ষ্য নতুন ইতিহাস লেখা।

বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করে মেসি যা বললেন

স্পোর্টস ডেস্ক : অসাধারণ! অবিশ্বাস্য! বিশ্বকাপে হয়তো একটা হ্যাটট্রিকই শুধু বাকি ছিল! বিশ্বকাপ জিতেছেন, গোল্ডেন বল জিতেছেন দুবার। এবার ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরুই করলেন বাকি থাকা অপূর্ণতা ঘুচিয়ে। আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয়ে ৩টি গোলই করেছেন লিওনেল মেসি। এই হ্যাটট্রিক মেসিকে নিয়ে গেছে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে। ছুঁয়েছেন জার্মানির কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। বিশ্বকাপে দুজনের গোলই এখন ১৬টি করে। এমন মাইলফলকের ম্যাচের পর মেসির অনুভূতিটা ছিল বেশ সাধারণই, 'আমার পরিবার, সতীর্থ, যারা সব সময় আমার পাশে থাকে, তাদের সঙ্গে মুহূর্তটি উপভোগ করতে পারা সত্যিই দারুণ এক অভিজ্ঞতা। আমি খুব বেশি।' ৩৬ বছরের অপেক্ষা শেষে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছিল ২০২২ সালে কাতারে। এবার টানা দ্বিতীয় শিরোপার লক্ষ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেছে মেসির দল। আর প্রথম ম্যাচেই মেসির এমন হ্যাটট্রিক আর্জেন্টিনার সেই স্বপ্নকে করে তুলেছে আরও উজ্জ্বল। অধিনায়ক হিসেবে দল নিয়ে মেসি বলেছেন, 'আমাদের দলটি গোছানো ও শক্তিশালী। আমার নিজেরও বেশ ভালো লাগছে। কঠিন।

সৌভাগ্যবশত ম্যাচটা আমরা জিততে পেরেছি। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করাটা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ।' গ্যালারি মাতানো আর্জেন্টাইন সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতেও ভোলেননি মেসি, 'আমি ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ, তাঁরা আবারও প্রমাণ করেছেন যে আর্জেন্টিনা ফুটবলকে কতটা ভালোবাসেন।' এদিকে ম্যাচ শেষে বরাবরের মতোই মেসির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। খেলা শেষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আর্জেন্টিনা কোচের মুখে ঝরল মেসির প্রতি মুগ্ধতা, 'মেসিকে নিয়ে কী বলব, ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।' আলজেরিয়াকে হারিয়ে শুভসূচনার পর স্কালোনির লক্ষ্য এখন আগামী সোমবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হওয়া। ম্যাচটি জিতলেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত হয়ে যাবে লাতিন আমেরিকার পরাশক্তিদের।

এক দিনে চারটি ড্র ৬৮ বছর পর দেখলো ফুটবল বিশ্ব

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপ ২০২৬-এ একটি ঐতিহাসিক দিন পার হলো। লস অ্যাঞ্জেলেসে স্টেডিয়ামে ইরান ও নিউজিল্যান্ড ২-২ গোলে ড্র করেছে। এই ম্যাচ একটি বিরল রেকর্ড গড়ে ফেলেছে। ৬৮ বছরের পুরনো রেকর্ডের দেখা মিলল আবারও। এই রেকর্ডে অবশ্য শুধু একারই ভাগ নেই ইরান-নিউজিল্যান্ডের। গত ১৫ জুন বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচ হয়েছে। চারটিই ড্র হয়েছে। স্পেন ও কেপ ভার্দে গোলশূন্য ড্র করেছে। বেলজিয়াম ও মিসর ১-১ গোলে ড্র করেছে। সৌদি আরব ও উরুগুয়ে ১-১ গোলে ড্র করেছে। আর ইরান ও নিউজিল্যান্ড ২-২ গোলে ড্র করে দিনটি শেষ করেছে। একই দিনে সব ম্যাচ ড্র হওয়ার ঘটনা সর্বশেষ ঘটেছিল ৬৮ বছর আগে। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে সুইডেনে এমনটা হয়েছিল। সেই রেকর্ড এবার ভাঙল। ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। মাত্র ৭ মিনিটে গোল করেন এলিজাহ জাস্ট।

অধিনায়ক ক্রিস উডের দারুণ পাস থেকে বল পেয়ে তিনি জালে পাঠান। ইরান তবু দমে যায়নি। ৩২ মিনিটে রামিন রেজাইয়ান কাছ থেকে শট নিয়ে সমতা ফেরান। লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে ইরানি সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। বিরতির পর ৫৪ মিনিটে আবার এগিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ক্রিস উডের আরেকটি সহায়তায় জাস্ট তার দ্বিতীয় গোল করেন। ইরান গোলরক্ষক আলিরেজা বেইরানভান্দকে ফাঁকি দিয়ে শান্তভাবে বল জালে পাঠান তিনি। কিন্তু ইরান আবারও হাল ছাড়েনি। ৬৪ মিনিটে মোহাম্মদ মুহিবি দারুণ এক হেডে বল জালে জড়ান। ম্যাচ আবার সমতায় ফেরে ২-২। শেষ পর্যন্ত দুই দলই ১ পয়েন্ট করে নিয়ে মাঠ ছাড়ে। তবে এই ম্যাচ শুধু ফলাফলের জন্য নয়, ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে ৬৮ বছরের পুরনো রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলার কারণেও। ১৯৫৮ বিশ্বকাপে যে দিনে এই কীর্তি গড়া হয়েছিল, কাকতালীয়ভাবে সে দিনটাও ছিল ১৫ জুন ১৯৫৮। তবে এক দিক থেকে এই দিনটি বিশ্বকাপ ইতিহাসে অনন্য। ৬৮ বছর আগে যে দিনে এই কীর্তি গড়া হয়েছিল, সেদিন আরও ৪টি ম্যাচ হয়েছে, সে ৪ ম্যাচেরই ফল বের হয়েছিল। এক দিনে সব ম্যাচ ড্রয়ের নজির নেই কোনো বিশ্বকাপেই। ফলে এদিক থেকে একটা বিরল রেকর্ডই হয়ে গেল ২০২৬ সালের ১৫ জুনে।

নামে সোনা হলেও খাঁটি নয়-বিশ্বকাপের তিন অমূল্য ট্রফির ভেতরের কাহিনী

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পর্দা উঠেছে ফিফা বিশ্বকাপের। আগামী ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে বিশ্ব ফুটবলের এই বড় আসর। এবারের বিশ্বকাপটি ফুটবল ইতিহাসে বেশ কিছু কারণে অনন্য। এই প্রথমবার রেকর্ডসংখ্যক ৪৮টি দেশ অংশ নিচ্ছে বিশ্বমঞ্চে। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বকাপের দীর্ঘ ইতিহাসে এবারই প্রথম যৌথভাবে খেলা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে তিনটি দেশ৬আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো। কোন দেশ সোনালি ট্রফিটি উঁচিয়ে ধরবে, তা নিয়ে ফুটবল বিশ্বে চুলচেরা বিশ্লেষণ তো চলছেই। তবে এর পাশাপাশি

ফুটবলারদের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াইও কিন্তু কম আকর্ষণের নয়। দলগত ট্রফির পাশাপাশি ব্যক্তিগত অর্জনের ঝুলিতে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ তিনটি ট্রফি হলো গোল্ডেন বল, গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন গ্লাভস। চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, দেখতে চোখধাঁধানো ও সোনালি হলেও এই ট্রফিগুলো কিন্তু পুরোপুরি খাঁটি সোনার তৈরি নয়! সোনালি জুতো, যার কেতাবি নাম গোল্ডেন বুট। ১৯৮২ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। বিশ্বকাপের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনো ফুটবলার একাধিকবার এই ট্রফি জিততে পারেননি। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে ফাইনালে হ্যাটট্রিকসহ মোট ৮টি গোল করে এটি *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

অভিষেকেই বিশ্বজয় এক গোলরক্ষকের

স্পোর্টস ডেস্ক : কে যেন ঠিকই বলেছেন, স্বপ্নের কোনো প্রাচীর নেই। আকাঙ্ক্ষার মেয়াদ কখনো ফুরায় না। ভোজিনিয়া তার প্রমাণ। বয়স ৪০। এই বয়সে কেপ ভার্দের হয়ে প্রথম বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই পাদপ্রদীপের আলোয় তিনি। 'নোবডি' থেকে 'সামবডি'। স্পেনের বিপক্ষে কেপ ভার্দের অবিশ্বাস্য গোলশূন্য ড্র হওয়া ম্যাচের মহানায়ক এই দীর্ঘদেহী গোলপ্রহরী। এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট স্পেনকে আটকে দেওয়ার সিংহভাগ কৃতিত্ব ভোজিনিয়ার। নয়টি অকল্পনীয় সেভ তার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে ম্যাচসেরার মুকুট। শেষ বাঁশি বাজার পর ভোজিনিয়ার দুচোখে প্লাবন। ছেলে নিজের প্রথম বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই জীবনের চেয়ে বড় চরিত্র হয়ে উঠল, অথচ সন্তানের ইতিহাস গড়ার মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী হতে পারলেন না মা গ্যালারিতে বসে। ভিসা না পাওয়ায় আসতে পরেননি তিনি যুক্তরাষ্ট্রে। ভোজিনিয়ার খুব ইচ্ছা ছিল, বিশ্বকাপে তার অভিষেকলগ্নে মা চাক্ষুষ করবেন স্টেডিয়ামে বসে। এই ম্যাচ ছিল কেপ ভার্দের গোলরক্ষকের 'সারা জীবনের সঞ্চয়'। স্পেনকে রুখে দিয়ে ইতিহাস গড়ার পর দুচোখে অশ্রুর দীপ জ্বালিয়ে ভোজিনিয়া বলেন, 'এ মুহূর্তের জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করেছি। একটাই দুঃখ-মা দর্শকসারিতে বসে আমার খেলা দেখতে পারলেন না। আমার দাদা-দাদি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে পারিনি।'

ভোজিনিয়া তার ডাকনাম। আসল নাম হোসিমার হোসে ইভোরা দিয়াস। পর্তুগিজ ভাষায় ভোজিনা শব্দের অর্থ দাদি। ১৩ বছর ধরে ভোজিনিয়া কেপ ভার্দের এক নম্বর গোলরক্ষক। আটলান্টিক মহাসাগরে ১০টি দ্বীপ নিয়ে মাত্র ৪,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের খুদে রাষ্ট্র কেপ ভার্দের জনসংখ্যা ছয় লাখেরও কম। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে তাদের অবস্থান ৬৯তম। ২০২৬ বিশ্বকাপে আফ্রিকার যে ১০টি দেশ খেলছে, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। উলটোদিকে স্পেন ২০১০-এর চ্যাম্পিয়ন এবং এবারের অন্যতম ফেভারিট। এটি তাদের ১৭তম বিশ্বকাপ এবং টানা ১৩তম। সেই তারাই কেপ ভার্দের প্রথম বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খেল। এতেই বোঝা যায়, ফুটবল অঘটন পছন্দ করে। আর সেই অঘটনের কেন্দ্রে থাকেন এমন একজন, প্রথম আবির্ভাবেই যিনি সব আলো কেড়ে নেন নিজের দিকে। ৯০ মিনিটের ম্যাচ কি না পারে। স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ইনস্টাগ্রামে ভোজিনিয়ার অনুসারী ছিল মাত্র ৪৫ থেকে ৫০ হাজার। সেটি এখন ৭০ লাখ।

এমবাপ্পের রেকর্ড গোলে জয়ে শুরু ফ্রান্সের

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০০২ বিশ্বকাপে সেনেগালের কাছে ১-০ গোলে হেরে গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নিয়েছিল ফ্রান্স। ২৪ বছর পর আরেক বিশ্বকাপে আফ্রিকার দেশকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রতিশোধ নিল ২০২২ বিশ্বকাপের রানার্সআপরা। মঙ্গলবার রাতে নিউ ইয়র্কের নিউজার্সি স্টেডিয়ামে গ্রুপ আই-এর প্রথম ম্যাচে ফ্রান্স অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে জোড়া গোল করেন। অপর গোলটি ব্র্যাডলি বার্কোলার। এমবাপ্পে এখন ফ্রান্সের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ৫৮ গোল করে তিনি টপকে গেছেন অলিভিয়ের জিরুকে (৫৭)। বিশ্বকাপে এ নিয়ে ১৪ গোল হলো রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি ফরোয়ার্ডের। যোগ করা সময়ে এক মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল হয়। ৯৫ মিনিটে সেনেগালের এমবায়ে এবং ৯৬ মিনিটে এমবাপ্পে নিজের দ্বিতীয় ও ফ্রান্সের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন।

গোলশূন্য প্রথমার্ধের একেবারে অন্তিমলগ্নে সেনেগালের ইসমাইলা সার গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোলের সহজ সুযোগ মিস করেন। তা না হলে 'দ্য লায়ন্স অব তেরাঙ্গা' ১-০ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যেত। ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিটে সাদিও মানের সেনেগাল চিত্তাকর্ষক ফুটবল খেলেছে। ফ্রান্সের তুলনায় আফ্রিকার দেশটি এসময় সপ্রতিভ ছিল। সেই তুলনায় গতবারের রানার্সআপ ফ্রান্স তেমন সক্রিয়তা দেখাতে পারেনি। এ সময় ফ্রান্স একটি শটও রাখতে পারেনি লক্ষ্যে। দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা বদলে যায়। আক্রমণের ঝড় তোলে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিটরা। ১৫ মিনিকে বক্সে এমবাপ্পেকে ফেলে দেন সাদিও মানে। সৌদি রেফারি আলিরেজা ফাঘানি পেনালটি দেননি। পরে বেশ কয়েকবার টিভি রিপ্লে দেখে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন তিনি। ছয় মিনিট পর ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন এমবাপ্পে। বক্সের বাইরে থেকে ওলিসের ডিফেন্স চেরা চমৎকার পাসে এমবাপ্পে ডান পায়ের শটে পরাস্ত করেন সেনেগালের গোলরক্ষক মেন্ডিকে (১-০)। আর মাত্র দুটি গোল করলেই তিনি বিশ্বকাপে জার্মানির মিরেস্লাভ ক্লোসার ১৬ গোলের রেকর্ডে ভাগ বসাবেন। ১৬ মিনিট পর বদলি হিসাবে নামা পিএসজির ফরোয়ার্ড ব্র্যাডলি বার্কোলা স্কোরলাইন ২-০ করেন। যোগ করা সময়ে এক মিনিটের ব্যবধানে আরও দুটি গোল হয়। ৯৫ মিনিটে সেনেগালের এমবায়ে (২-১) ও পরের মিনিটে এমবাপ্পে (৩-১) গোল করেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

স্পোর্টস ডেস্ক : এবারের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলে অনেক কিছুই ঘটছে প্রথমবারের মতো। টুর্নামেন্টটির ৯৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার অংশ নিচ্ছে ৪৮টি দল। প্রথমবারের মতো তিন দেশযুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো যৌথভাবে আয়োজন করছে বিশ্বকাপ। ১৬টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ডসংখ্যক ম্যাচ। তবে টিকিটের মূল্যও ছুঁয়েছে নতুন উচ্চতা। ফিফা সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আগামী ১৯ জুলাই অনুষ্ঠেয় ফাইনালের টিকিটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করেছে ৩২ হাজার ৯৭০ ডলার, এই দাম এপ্রিলের দামের তুলনায় তিন গুণ এবং ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিটের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি। ২০২৬ বিশ্বকাপের আরেকটি বিশেষত্ব হলো, প্রথমবারের মতো বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক তথা শতকোটিপতি এমন দুই ফুটবলার এবারের আসরে অংশ নিচ্ছেন। তাঁরা হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসি। ৪১ বছর বয়সী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো নেতৃত্ব দিচ্ছেন পর্তুগালকে। অন্যদিকে ৩৮ বছর বয়সী লিওনেল মেসি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিন এই বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া সর্বোচ্চ বেতনভোগী তথা সবচেয়ে দামি ফুটবলারদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। ফুটবলারদের গত ১২ মাসের আয় বিবেচনায় নিয়েই তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে। দেখা যাক, কোন খেলোয়াড়েরা আছেন সেই তালিকায়:

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো (পর্তুগাল), আয়: ৩০ কোটি ডলার : রোনালদো শুধু ফুটবলের সবচেয়ে বেশি আয় করা খেলোয়াড়ই নন, বিশ্বের সর্বোচ্চ আয় করা ক্রীড়াবিদদেরও অন্যতম। টানা চার বছর ধরে তিনি এই অবস্থান ধরে রেখেছেন। গত ১২ মাসে তিনি আনুমানিক ৩০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছেন। ফোর্বসের হিসাবে, মূল্যস্ফীতির হিসাব ছাড়া খেলোয়াড়দের মধ্যে বক্সার ফ্লয়েড মেওয়েদার জুনিয়রের পর তিনি এই পরিমাণ আয় করেছেন। রোনালদোই একমাত্র সক্রিয় খেলোয়াড়, যাঁর ক্যারিয়ারে আয় ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। ফোর্বসের হিসাবে, এখন তাঁর মোট সম্পদমূল্য ১২০ কোটি ডলার। বর্তমানে খেলা চালিয়ে যাওয়া মাত্র চারজন শতকোটিপতি ক্রীড়াবিদের একজন তিনি। বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও পাঁচটি ব্যালন ডি'অর ও পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছেন।

লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা), বার্ষিক আয়: ১৪ কোটি ডলার : দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী রোনালদোর মতো মেসিও সম্প্রতি ফোর্বসের শতকোটিপতি তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। গত এক বছরে তিনি আয় করেছেন ১৪ কোটি ডলার। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ এখন প্রায় ১১০ কোটি ডলার। রোনালদো ও মেক্সিকোর গিয়ের্মো ওচোয়ার মতো মেসিও এবার রেকর্ড ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছেন। ২৪ জুন তাঁর বয়স হবে ৩৯ বছর। এবারের বিশ্বকাপে ৪ গোল করতে পারলে বিশ্বকাপে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসার সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ভেঙে দেবেন তিনি। ২০২২ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো মেসি আটবার জিতেছেন ব্যালন ডি'অর। বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বকালের সেরাদের একজন হিসেবে তাঁর নাম জোরেশোরেই উচ্চারিত হয়।

কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স), আয়: ৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার : মেসির চেয়ে তিনটি বিশ্বকাপ কম খেললেও বিশ্বকাপে গোলসংখ্যায় তাঁর চেয়ে মাত্র ১ গোল পিছিয়ে আছেন ২৭ বছর বয়সী এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বোচ্চ গোল করা এই ফরোয়ার্ড ২০১৮ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জেতান। চার বছর পর দলকে তুলেছিলেন ফাইনালে। গত ১২ মাসে তিনি আয় করেন ৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার। ফুটবলের সবচেয়ে বিপণনযোগ্য তারকাদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এমবাপ্পে সম্প্রতি স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানি অ্যালানের দূত হয়েছেন। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিতে বিনিয়োগও করেছেন।

আর্লিং হলান্ড (নরওয়ে), আয়: ৮ কোটি ডলার : গত বছর ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে রেকর্ড অঙ্কের নতুন চুক্তি করেন নরওয়ের আর্লিং হলান্ড। তবু তাঁকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। জ্বালানি উদ্যোক্তা এনরিকে রিকেলমে গত সপ্তাহে প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি রিয়ালের প্রেসিডেন্ট হলে ২৫ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকারকে দলে নেবেন। এ নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি আইনি পদক্ষেপের হুমকিও দিয়েছে। গত ১২ মাসে তিনি ৮ কোটি ডলার আয় করেন। এদিকে ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলছে নরওয়ে। ১৯৯৮ সালে তাঁর জন্ম হয়নি।

ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (ব্রাজিল), আয়: ৬ কোটি ডলার : রিয়াল মাদ্রিদে গত মৌসুমটা খুব ভালো যায়নি ভিনিসিয়ুসের। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, এবার ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা কম। এটি অবশ্য ব্রাজিলের সমর্থকদের জন্য হতাশার খবর। গত ফেব্রুয়ারিতে স্প্যানিশ কনটেন্ট নির্মাতা ইবাই লিয়ানোসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, স্পেন ও ফ্রান্সকে শিরোপার প্রধান দাবিদার হিসেবে উল্লেখ করেন। মার্চে আবারও বলেন, রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে এবার শিরোপার দাবিদার হিসেবে দেখা উচিত নয়। যাই হোক, গত এক বছরে তিনি আয় করেছেন ৬ কোটি ডলার।

মোহাম্মদ সালাহ (মিসর), আয়: ৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার : লিভারপুলের হয়ে ৯ মৌসুমে ২৫৭ গোল এবং দুটি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ের পর এখন নতুন গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছেন সালাহ। ১৫ জুন ৩৪ বছরে পা দিতে যাওয়া এই উইঙ্গার গত মার্চে লিভারপুলের সঙ্গে মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বছর *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

প্রথম ম্যাচে ড্র করেও যারা বিশ্বজয় করেছিল

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই মরক্কোর সঙ্গে ড্র করেছে ব্রাজিল। ফলে হেক্সা মিশন নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে কিছুটা শঙ্কা তৈরি হলেও ইতিহাস বলছে, এমন শুরু কোনোভাবেই শেষ কথা নয়। বরং অতীতের পরিসংখ্যানই দিচ্ছে সেলেসাওদের বড় স্বস্তি। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে উদ্বোধনী ম্যাচের চাপ সব সময়ই বেশি থাকে। প্রথম ম্যাচে পূর্ণ তিন পয়েন্ট না পেলে অনেকেই সেটিকে অশনি সংকেত হিসেবে দেখেন। তবে ফুটবল ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, শুরুটা ধাক্কায় হলেও শেষটা হতে পারে গৌরবের। শুরুর ধাক্কা সামলে যারা বিশ্বজয় করেছে, এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সেই সোনালী ইতিহাস:

১. ইংল্যান্ড (১৯৬৬) : নিজেদের মাটিতে আয়োজিত ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড তাদের উদ্বোধনী ম্যাচে উরুগুয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। ঘরের মাঠের দর্শকদের প্রথম ম্যাচে হতাশ করলেও স্যার আলফ রামসের শিষ্যরা পরে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। গ্রুপ পর্ব পার করে নকআউটে বাজিমাত করে তারা। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফুটবল ইতিহাসের একমাত্র বিশ্বকাপটি ঘরে তোলে থ্রি-লায়ন্সরা।

২. ইতালি (১৯৮২) : বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয় ও অবিশ্বাস্য ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটি ইতালির। ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে তারা একটি ম্যাচেও জিততে পারেনি! পোল্যান্ড (০-০), পেরু (১-১) এবং ক্যামেরুন (১-১)ড্রতিনটি ম্যাচই ড্র করে কেবল গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে কোনোমতে পরের রাউন্ডে উঠেছিল তারা। প্রথম ম্যাচের সেই ড্রয়ের ধাক্কা ভুলে নকআউট পর্বে পা রাখতেই খোলস বদলে ফেলে আজ্জুরিরা। একে একে আর্জেন্টিনা, দুর্দান্ত ব্রাজিল ও ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় তারা।

প্রথম ম্যাচে ধাক্কা খেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আরও কিছু উদাহরণ : প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েও যে বিশ্বকাপ জেতা যায়, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ স্পেন (২০১০) এবং আর্জেন্টিনা (২০২২)। এই দুটি দল ড্র নয়, বরং নিজেদের প্রথম ম্যাচে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড (০-১) এবং সৌদি আরবের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই ট্রফি উঁচিয়ে ধরে। এই বাস্তবতা মাথায় রাখলে ব্রাজিলের বর্তমান পরিস্থিতি খুব একটা হতাশার নয়। মরক্কোর বিপক্ষে ড্র দিয়ে শুরু করলেও সামনে পুরো টুর্নামেন্ট পড়ে আছে। ভুলগুলো শুধরে নিয়ে ছন্দে ফিরতে পারলেই হেক্সা মিশন এখনও অনেকটাই সম্ভব। ফুটবল বিশ্লেষকদের মতে, প্রথম ম্যাচের ফলাফল নয়, আসল বিষয় হলো দল কত দ্রুত নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারে। ব্রাজিল সেই পরীক্ষা এখনই দিচ্ছে।

স্বাগতিক কোনো দেশ কি এবার চ্যাম্পিয়ন হবে

স্পোর্টস ডেস্ক : আয়োজক হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের প্রথম রেকর্ডটি করেছিল উরুগুয়ে। ১৯৩০ সালে নিজ মাঠে বিশ্বকাপ আয়োজন করেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া। সেই ধারা ১৯৩৪ সালে অব্যহত রেখেছিল ইতালি। এরপর ১৯৩৮-এ ফ্রান্স, ১৯৫০-এ ব্রাজিল, ১৯৫৪ তে সুইজারল্যান্ড, ১৯৫৮ তে সুইডেন, ১৯৬২তে চিলি হোস্ট হিসেবে শিরোপা জিততে পারেনি। স্বাগতিকদের টানা পাঁচ ব্যর্থতার পর ১৯৬৬তে সাফল্য ইংল্যান্ডের। তাদের একটি মাত্র বিশ্বকাপ জয় তা নিজ মাঠেই। এরপর ১৯৭৪ এ পশ্চিম জার্মানি, ১৯৭৮-এ আর্জেন্টিনা হোস্ট হিসেবেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আয়োজক হিসেবে সর্বশেষ বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব ফ্রান্সের। ১৯৯৮ সালে তাদের প্রথম এই বিশ্বকাপ জেতা। এরপর আর কোনো স্বাগতিক দেশের ট্রফি জয়ের ঘটনা নেই। এবার কি তিন স্বাগতিক দেশের কোনোটি জিততে পারবে ট্রফি। ফিরিয়ে আনতে পারবে হারানো ঐতিহ্য। তিন দেশই নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচে অপরাজিত রয়েছে। হারের মুখ দেখেনি কেউ। যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছে ৪-১ গোলের বিশাল জয়। মেক্সিকো ২-০ তে জিতেছে। আর কানাডা পিছিয়ে থেকে ১-১ এ ড্র করেছে।

বাস্তবতা বলছে সেই সম্ভাবনা কম। কারণ এবারের তিন যৌথ স্বাগতিকের দু'টিরই সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলার সুযোগ হয়নি অতীতে। এর মধ্যে কানাডা এখন পর্যন্ত কোনো জয়ই পায়নি বিশ্বকাপে। অপর দেশ স্বাগতিক মেক্সিকো ১৮ বার বিশ্বকাপ খেলে দুইবার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছিল। তা ১৯৭০ ও ১৯৮৬ সালে নিজেদের মাঠেই। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২ বার বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ এই আসরে প্রতিনিধিত্ব করে একবারই সেমিফাইনালে খেলেছিল। তা সেই ১৯৩০ সালে উরুগুয়ের মাঠে। সুতরাং এই তিন দেশের অতীত রেকর্ড বলে দিচ্ছে তাদের পক্ষে হোস্ট হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ইতালি, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের পাশে থাকার সম্ভাবনা কম। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফক্স টিভি যেভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এবার তারা বিশ্বকাপ জিতেই ছাড়বে। এই টিভি চ্যানেলের প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই এক কথা, এবার বিশ্বকাপ জিতবে ইউএসএ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলের অন্যতম বড় তারকা অ্যালেক্সি লালাস। ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপে লম্বা দাড়ি আর লম্বা চুল নিয়ে খেলে সবার নজর কেড়েছিলেন। সৌদি আরবের বিপক্ষে হেডে গোলও করেছিলেন। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে তাকে ফক্স টিভির উপস্থাপিকা প্রশ্ন করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে। সেখানে সম্ভাবনার কথা মোটেই উড়িয়ে দেননি; এখন পুরোপুরি ক্লিন সেভ এবং ছোট চুলের এই লালাস।

বিশ্বকাপের টিকিটের মূল্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা

স্পোর্টস ডেস্ক : গুয়াদালাহারায় দক্ষিণ কোরিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্রের মধ্যকার বিশ্বকাপ ম্যাচে ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে ৪৪,৯৮৫ দর্শকের উপস্থিতি ঘোষণা করলেও স্টেডিয়াম জুড়ে ফাঁকা আসনের সারি আবারও টিকিটের মূল্য ও সম্প্রসারিত টুর্নামেন্টের চাহিদার উদ্বেগকে সামনে নিয়ে এসেছে। সহ-আয়োজক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার উদ্বোধনী ম্যাচে আজতেকা স্টেডিয়ামে ৮০,০০০-এরও বেশি দর্শক উপস্থিত হলেও ৪৬,০০০ আসনের গুয়াদালাহারা স্টেডিয়ামের দৃশ্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। গভীর ফুটবল সংস্কৃতির শহর হিসেবে পরিচিত এই নগরীতে ফাঁকা সারির এই দৃশ্য প্রথম ৪৮ দলীয় বিশ্বকাপে ফিফার বাণিজ্যিক কৌশলের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। স্টেডিয়ামে উপস্থিত কিছু দর্শক ফাঁকা আসনের জন্য চড়া টিকিট মূল্যকে দায়ী করেন এবং ফিফার মূল্য নির্ধারণ নীতির কড়া সমালোচনা করেন। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো টিকিট মূল্য নিয়ে উঠে আসা সমালোচনার জবাবে বলেছেন, এই টুর্নামেন্টের টিকিটের দাম অন্যান্য বড় ক্রীড়া আয়োজনের সঙ্গে তুলনীয়। এরই মধ্যে ৬০ লাখেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'সারা আমেরিকা মহাদেশ থেকে চাহিদা প্রত্যাশার চেয়ে দশগুণ বা তারও বেশি ছাড়িয়ে গেছে।'

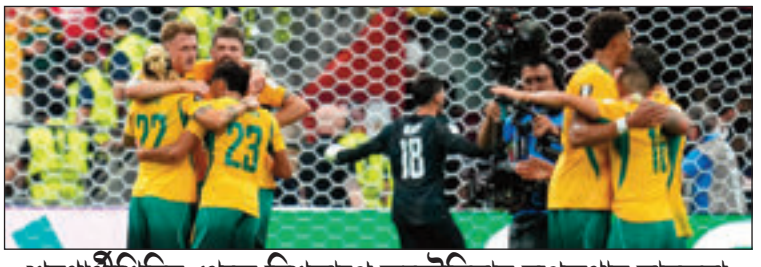

শরণার্থীশিবির থেকে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার রূপকথার নায়করা

স্পোর্টস ডেস্ক : তুরস্কের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ের পর নতুন করে সামনে এসেছে শরণার্থীশিবির থেকে এসে বিশ্বকাপে খেলা অস্ট্রেলিয়ার দুই তরুণের গল্প। অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলের সেই বিখ্যাত 'গোল্ডেন জেনারেশন' বা সোনালি প্রজন্ম নিজেদের নাম ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ঠিক ২০ বছর পর, ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে সকারুজদের প্রচারণার প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন দুই আফ্রিকান শরণার্থী। ২০ বছর বয়সী নেস্টোরি ইরানকুন্ডা এবং ২২ বছর বয়সী মোহামেদ তুরে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দুই উদীয়মান প্রতিভা। তুরস্কের বিপক্ষে অজিদের ঐতিহাসিক ২-০ গোলের জয়ের প্রথম গোলটি এসেছে নেস্টোরি ইরানকুন্ডার পা থেকে। এই দুই তরুণের মধ্যে মিল রয়েছে অনেক জায়গায়। দুজনেই আফ্রিকা থেকে শরণার্থী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন। ইরানকুন্ডা তানজানিয়া থেকে আর তুরে গিনি থেকে। দুজনেই অ্যাডিলেড ইউনাইটেডের যুব একাডেমি থেকে উঠে এসেছেন এবং এই মুহূর্তে দুজনই খেলছেন ইংল্যান্ডের ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে। এমন একসময়ে তারা বিশ্বমঞ্চে আলো ছড়াচ্ছেন, যখন বিশ্বজুড়ে অভিবাসী-বিরোধী স্লোগান ও রাজনীতি তীব্র হচ্ছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ২৬ সদস্যের এই স্কোয়াডটি এসেছে অন্তত ১৫টি ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পটভূমি থেকে। মাঠের এই দলটি আসলে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক অস্ট্রেলিয়ারই এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যেখানে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মানুষের জন্ম দেশের বাইরে। নিজের অদম্য শারীরিক শক্তি এবং বিদ্যুৎগতির জন্য পরিচিত মোহামেদ তুরে এবার খেলছেন অস্ট্রেলিয়ার মূল স্ট্রাইকার বা 'লিড ফরোয়ার্ড' হিসেবে। ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপের ক্লাব নরউইচ সিটির হয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমে মাত্র ১১ ম্যাচে ৯ গোল করে এক অবিশ্বাস্য ব্রেক-আউট সিজন কাটিয়েছেন তিনি। তুরের জন্ম হয়েছিল গিনির রাজধানী কোনাক্রির একটি শরণার্থীশিবিরে। লাইবেরিয়ার গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচতে তার বাবা-মা দীর্ঘ ১৪ বছর সেই শিবিরে কাটিয়েছিলেন। তুরের বয়স যখন মাত্র সাত মাস, তখন তারা শরণার্থী হিসেবে পাড়ি জমান অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ২৪০ কোটি

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বে বর্তমানে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ২৪০ কোটি। চরম উদ্বেগের বিষয় হলো, এই শিশুদের মধ্যে প্রতি ১৭ জনে একজন, অর্থাৎ প্রায় ১৩ কোটি ৮০ লাখ শিশু বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের শিশুশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ইউনিসেফের যৌথ হিসাব অনুযায়ী, এর মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশুই এমন সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত, যা তাদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে সরাসরি হুমকির মুখে ফেলছে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নির্মূল করার একটি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

করেছিল। তবে সেই সময়সীমা পার হয়ে গেলেও বাস্তব চিত্র এখনও অত্যন্ত নিরাশাজনক। যদিও মোট শিশুশ্রমিকের সংখ্যায় কিছুটা হ্রাস এসেছে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে থাকা শিশুদের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশই এখনও ভারী শারীরিক পরিশ্রম, বিষাক্ত রাসায়নিক, বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং অনিরাপদ পরিবেশের মুখোমুখি হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত এই ৫ কোটি ৪০ লাখ শিশুর বয়সভিত্তিক বিভাজন অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অত্যন্ত কম বয়সী অর্থাৎ ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশু রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩ লাখ। ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৮ লাখ এবং ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি- প্রায় ৩ কোটি ৮ লাখ। ইউনিসেফ এবং আইএলও সতর্ক করে বলেছে, এ ধরনের কাজ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে। সবচেয়ে বড় সংকট হলো, এই কাজে যুক্ত হওয়ার কারণে বিপুলসংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাদের পরিবারকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দারিদ্র্যের এক অবিচ্ছেদ্য দুষ্টচক্রে বন্দি করে রাখছে।

বিভিন্ন খাতের মধ্যে কৃষি খাতই বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি শিশুকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করছে। মোট শিশুশ্রমের প্রায় ৬১ শতাংশ বা ৮ কোটি ৪০ লাখ শিশু ক্ষেতখামার, মৎস্য চাষ, বনায়ন এবং গবাদিপশু পালনের কাজে নিযুক্ত। গ্রামীণ এলাকায় এই কাজগুলো সাধারণত সূর্য ওঠার আগে থেকে শুরু হয়। এতে সরাসরি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যায়। শিশুরা মাঠ পেরিয়ে ভারী বস্তা বহন করে, ফসলে কীটনাশক ছিটায়, ধারালো হাতিয়ার ব্যবহার করে এবং তীব্র গরমের মধ্যে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। এর বাইরে ২৭ শতাংশ শিশু গৃহস্থালি কাজ, খুচরা ব্যবসা এবং আতিথেয়তার মতো সেবা খাতের সঙ্গে যুক্ত এবং বাকি ১৩ শতাংশ খনি, উৎপাদন ও নির্মাণশিল্পের মতো ভারী শিল্প খাতে কাজ করছে। ভৌগোলিক দিক থেকে পশ্চিম আফ্রিকার কোকো ক্ষেত থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়ার ধানক্ষেত পর্যন্ত সর্বত্রই অনানুষ্ঠানিক এবং পারিবারিক কারণে এই প্রবণতা বেশি। ঘানায় ইউনিসেফের প্রতিনিধি লুসিয়া সোলেতি জানান, দারিদ্র্য, সামাজিক সেবার অভাব এবং জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ধাক্কার কারণে পশ্চিম আফ্রিকায় শিশুশ্রম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে সাহারা-নিম্ন আফ্রিকা অঞ্চলটি এই সংকটের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যেখানে ৮ কোটি ৭০ লাখ শিশুশ্রমে নিযুক্ত। এই সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের বাকি অংশের মোট সংখ্যার চেয়েও বেশি। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শিশুশ্রম হ্রাসের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হলেও বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল, বিশেষ করে খাদ্য, পোশাক এবং খনিজ পণ্যের উৎপাদনে এটি এখনও গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে। নাইজেরিয়ার ইউনিসেফ কর্মকর্তা মোনা আইকা স্পষ্ট করেছেন, কেবল প্রশিক্ষণ বা আইন প্রয়োগ করে এই সংকট দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা, মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ, পরিবারের জন্য টেকসই জীবিকার সন্ধান এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা।

যুক্তরাজ্যে ১৬ বছরের কম বয়সীদের ফেসবুক-টিকটক ব্যবহার নিষিদ্ধ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ষোলো বছরের কম বয়সীদের জন্য ফেসবুক, টিকটক ও ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের নেতৃত্বাধীন সরকার জানিয়েছে, ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে 'হাইলি ইফেকটিভ এজ অ্যাশিওরেন্স' বা কার্যকর বয়স যাচাই ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির বয়স নির্ভুলভাবে অনুমান বা যাচাই করা হবে। এ জন্য মুখমণ্ডল স্ক্যান করা বা পরিচয়পত্র জমা দেওয়ার মতো পদ্ধতি ব্যবহার করবে প্ল্যাটফর্মগুলো। সরকার আরও জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রক সংস্থা অফকম দ্রুতই একটি সমীক্ষা চালিয়ে ১৬ বছরের বেশি বয়সী ব্যবহারকারীদের যাচাইয়ের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

যুক্তরাজ্যে শিশুদের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত কনটেন্টে প্রবেশ ঠেকাতে পর্নোগ্রাফি ওয়েবসাইটসহ কিছু প্ল্যাটফর্মকে ইতোমধ্যেই একই ধরনের বয়স যাচাই ব্যবস্থা চালু করতে হয়। যুক্তরাজ্য সরকার জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে স্ন্যাপচ্যাট, টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক এবং এক্স। তবে হোয়াটসঅ্যাপ ও সিগন্যাল এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে না। টেলিভিশনে দেওয়া এক বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেন, "সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আমাদের শিশুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে আমি কোনও ধরনের আপস করতে চাই না।" সূত্র: বিবিসি।

রেকর্ড পরিমাণ জন্মহার কমেছে জাপানে

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাপানে জন্ম ও প্রজনন হার রেকর্ড পরিমাণে কমেছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কমসংখ্যক মানুষের বিয়ে এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পরিবার শুরুর প্রবণতা কমে যাওয়ায় এ সংকট দেখা দিয়েছে। সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সরকারি তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে মাত্র ৬ লাখ ৭১ হাজারের কাছাকাছি শিশুর জন্ম হয়েছে। এ হার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৫ হাজার কমেছে। ১৮৯৯ সালে থেকে শুরু হওয়া পরিসংখ্যানের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন রেকর্ড। জাপানে প্রজনন হার কমে রেকর্ড ১ দশমিক ১৪-তে নেমে এসেছে।

একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে কতজন সন্তানের জন্ম দিতে পারেন তার ওপর ভিত্তি করে এ তথ্য উঠে এসেছে। এই নিয়ে টানা দশম বছরের মতো জাপানে জন্মহার কমেছে। জন্মহার কমতে থাকায় বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, এই হার আগের পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ঘটেছে। ২০৪০-এর দশকের আগে প্রজনন হার এই পর্যায়ে নামবে না বলে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন সরকারি গবেষকরা। দেশটিতে এই প্রবণতার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিয়ের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়া। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাপানে বছরে প্রায় ৮ লাখ বিয়ে হতো। কিন্তু বর্তমানে এ হার কমে প্রায় ৫ লাখে দাঁড়িয়েছে। বিয়ের হার কমে যাওয়ায় সরাসরি জন্মহার হ্রাসে প্রভাব পড়েছে। - আনাদোলু এজেন্সি

ভারতে এআই টার্গেটে মুসলিম নারীরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর অত্যাচার যেন দিনদিন বেড়েই চলছে। মসজিদ ভাঙা থেকে শুরু করে ধড়পাকড় এখন যেন নিত্যদিনের ঘটনা। তবে এবার প্রযুক্তির সাহায্যে নতুনভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে মুসলিমরা। মূলত এআই দিয়ে ভিডিও বানিয়ে যৌন হয়রানিসহ নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে মুসলিম নারীদের। এমনই কয়েকজন ভুক্তভোগী নিজেদের অপ্রতিকর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন আল-জাজিরার প্রতিবেদনে। ভারত-শাসিত কাশ্মীরের ফ্রিল্যান্সার মডেল সামরিন আইয়ুব। তার এক বন্ধু তাকে ইনস্টাগ্রাম ভিডিও পাঠান। সামরিন প্রথমে ভিডিওটি দেখে হতভম্ব হয়ে যান। সেই ভিডিওটি যেন তার জীবনকাহিনী বলছিল। মূলত নয়াদিল্লিতে তার জীবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো বলে যাচ্ছিল এমনকি একজন বর্ণনাকারী।

এরসঙ্গে ছিল স্ক্রলিং ক্যাপশন, টেলিভিশন নিউজ সেগমেন্টের মতো হেডলাইন। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই ছিল না। পুরো ঘটনাটিই ছিল সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে বানানো। সামরিন বলেন, 'এটা একেবারে স্টকিংয়ের মতো ছিল। ওরা আমার জীবনের প্রথম সেমিস্টার থেকে শেষ সেমিস্টার পর্যন্ত সব অনুসরণ করেছে' এবং সেগুলোই এই ভিডিওতে তুলে ধরেছে। ভিডিওটিতে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছাত্রজীবনের নানা ছবি জোড়া লাগিয়ে দেখানো হয়েছিল। ক্লাস প্রজেক্ট থেকে শুরু করে বিদায় অনুষ্ঠান, সহপাঠীদের সঙ্গে সেলফি, ক্যাম্পাস জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্ত সবই ব্যবহার করা হয়েছিল এতে। ভয়েসওভারটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। সেই ভিডিওতে মিথ্যা দাবি করা হয় যে-তিনি মুসলিম নারী হয়েও হিন্দু পুরুষদের কাছে 'নিজের দেহ বিক্রি করেন।' তবে আইয়ুব একা নন। মুসলিম নারীদের বিরুদ্ধে যৌনতাপূর্ণ ছবি ও প্রচারণা চালাতে এআই ব্যবহারের এমন আরও ঘটনা সামনে এসেছে।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
Sleep and Lung Center
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইন্স্যুরেস গ্রহণ করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বেনজীর গ্রেপ্তারে আওয়ামী লীগে আতঙ্ক

ঢাকা : সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ দুবাইয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিদেশে পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতির মামলায় বিদেশের মাটিতে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের এই হাই-প্রোফাইল কর্মকর্তার গ্রেপ্তারের খবর ছড়াতেই বিভিন্ন দেশে আত্মগোপনে থাকা বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটির নেতৃবৃন্দের মাঝে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দুর্নীতি, অর্থপাচার ও হত্যা মামলার আসামি এবং ইন্টারপোলের রেড নোটিসের প্রক্রিয়ায় থাকা নেতারা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তারা বর্তমান আশ্রয়স্থল ছেড়ে আরো নিরাপদ কোনো দেশে আশ্রয়ের সন্ধান করছেন। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ইন্টারপোলের রেড নোটিস জারিকৃত পলাতক আসামি বেনজীর আহমেদকে দুবাই সিটি পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে আবুধাবি সরকার ১২ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট শাখাকে নিশ্চিত করে।

গত রোববার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে বিবৃতিতে এটা জানিয়েছেন। সরকারের তরফ থেকে সব ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে তাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ার কথাও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানা গেছে, বেনজীরকে ফিরিয়ে আনতে দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বরাষ্ট্র, আইন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মানি-লন্ডারিংসহ বেনজীরের বিরুদ্ধে দুদকের ছয়টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলার বিচার চলছে। বাকি পাঁচ মামলার তদন্ত চলমান। এছাড়া তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গুম, খুন ও গণহত্যার অন্তত ১০টি মামলার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন। তিনটি মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। ইন্টারপোলের রেড অ্যালার্টে থাকা একাধিক ব্যক্তি বিদেশে গ্রেপ্তার ও পরবর্তী সময়ে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শেষ করে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটলেও বেনজীরের মতো হাই-প্রোফাইল কোনো ব্যক্তির গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি। বেনজীরের গ্রেপ্তারের ঘটনাকে মাইলফলক হিসেবে দেখছে বাংলাদেশ সরকার। এ বিষয়ে রোববার সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটি বাংলাদেশ পুলিশের একটি ঐতিহাসিক সাফল্য, এর মাধ্যমে আমরা বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হব। আমরা জাতিকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, অপরাধী যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়, এটি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

এদিকে বেনজীরের গ্রেপ্তারের ঘটনায় নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী শিবিরে বড় ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গত সাড়ে ১৫ বছরের খুন-হত্যা-নির্যাতনে অভিযুক্ত দলটির নেতাকর্মীরা গ্রেপ্তারসহ বিচারের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে চব্বিশের ৫ আগস্টের আগে পরে বৈধ-অবৈধ পথে বিদেশে পাড়ি দিয়ে নিজেদের 'আপাতত নিরাপদ' ভাবতে শুরু করলেও বেনজীরের ঘটনা তাদের ঘুম হারাম করেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অবস্থান করা নেতাকর্মীরা উৎকণ্ঠায় পড়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে নাকচ হওয়া আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিদেশে গ্রেপ্তার হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন দেশে আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগের মধ্যম সারির কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলাপকালে দলের নেতাদের মধ্যে নতুন করে ভয় তৈরি হওয়ার কথা জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, দলের যেসব নেতার নামে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ও সাজা হয়েছে তাদের মধ্যে উদ্বেগ কাজ করছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাভোগী, দুর্নীতিবাজ ও গুম-খুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পলাতক সদস্যদের মাঝেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারা বর্তমানের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে ভারতে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দ এখনো নিজেদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করছেন। শেখ হাসিনাসহ দলটির শীর্ষ নেতাদের ভারত সরকার যেভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে তাতে তারা মনে করছেন, যে কোনো পরিস্থিতিতে মোদি সরকার তাদের পাশেই দাঁড়াবে। এদিকে ভারতকে 'অপেক্ষাকৃত নিরাপদ' মনে করা হলেও বিভিন্ন সময়ে দেশটিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে অবস্থানরত নেতাকর্মীদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গত মে মাসের শেষদিকে সেখানে আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়। অবশ্য, ভারতে গ্রেপ্তার হলেও তাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা নেই বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে বেনজীরের গ্রেপ্তারের ঘটনাকে বিদেশে পলাতক আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের জন্য বড় বার্তা মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলেন, বেনজীরের গ্রেপ্তারের ঘটনা কেবল আওয়ামী লীগই নয়, যারা অপরাধ করে বিদেশে পালিয়ে আছেন তাদের সবার জন্যই একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর পরই গ্রেপ্তার এড়াতে দলটির অসংখ্য নেতাকর্মী সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে তাদের অনেকেই সুযোগ বুঝে ভারত ছেড়ে অন্যান্য দেশে গিয়ে অবস্থান করছেন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. সাহাবুল হক বলেন, পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের গ্রেপ্তার আন্তর্জাতিক আইনি সহযোগিতার একটি নজির স্থাপন করেছে। বিদেশে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের যেসব নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা অন্যান্য গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তাদের জন্য এটি উদ্বেগজনক সংকেত। অনেক দেশ এখন অভিবাসন ও ভিসা প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার ও দুর্নীতির তথ্য যাচাই করছে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরোয়ানা বা রেড নোটিস ইস্যু করা সম্ভব হলে গ্রেপ্তার এড়ানো কঠিন হতে পারে। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, বেনজীরের গ্রেপ্তারের খবরটি নিঃসন্দেহে ভালো খবর। এই গ্রেপ্তারে একটি শুভ লক্ষণ হচ্ছে–আবুধাবি সরকার স্বপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশকে খবরটি জানিয়েছে। তবে, এই গ্রেপ্তারের মানেই তিনি ফিরে আসছেন সেটা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। এর জন্য একটি লম্বা প্রক্রিয়া রয়েছে। বেনজীর যে অপরাধী তার সব তথ্য-প্রমাণ নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিদেশে গ্রেপ্তারের পরে আবার মুক্তিও পেয়ে যায়। খুব করে আশা করব বেনজীরের ক্ষেত্রে সেটা হবে না। সরকারের উচিত হবে দ্রুত তথ্য-প্রমাণ দিয়ে কূটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে তাকে ফিরিয়ে আনা। বেনজীরের গ্রেপ্তারের পথ ধরে গণহত্যা, দুর্নীতি ও অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িতদের ইন্টারপোলের রেড নোটিস জারির মাধ্যমে ফেরত আনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে এই বিশ্লেষক বলেন, বেনজীরের গ্রেপ্তারের ঘটনাটি অবশ্যই ইতিবাচক। এটা অন্যদের ক্ষেত্রেও হয়তো প্রভাব পড়বে। তবে আমরা যতটা ভাবছি বিষয়টি ততটা সহজ নয়। কারণ এগুলো নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মর্জির ওপর।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

খামেনির জানাজা ৪ জুলাই দাফন ৯ জুলাই

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির শেষ বিদায় আগামী ৪ জুলাই জানাজার মাধ্যমে তেহরানে শুরু হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর মাশহাদে ৯ জুলাই দাফনের মাধ্যমে তা শেষ হবে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স। খামেনির কর্মসংরক্ষণ ও প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত কার্যালয় এই সময়সূচি প্রকাশ করেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইসরায়েল ও মার্কিন হামলায় নিহত হন খামেনি। তার মৃত্যুর পর ইসলামি প্রজাতন্ত্রটির শীর্ষ পদে তিন দশকের বেশি সময় ধরে থাকা শাসনের অবসান ঘটে।

কার্যালয় থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, খামেনির মরদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা ও বিদায় জানানোর অনুষ্ঠান আগামী ৪ ও ৫ জুলাই (মহররম মাসের ১৯ ও ২০ তারিখ) তেহরানের ইমাম খামেনি মোসাল্লায় অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৬ জুলাই তেহরানে একটি জানাজা ও শোক মিছিলের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর ৭ জুলাই পবিত্র কোয়ম নগরীতে আরেকটি শোক মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সর্বশেষ জানাজা অনুষ্ঠানটি আগামী ৯ জুলাই পবিত্র মাশহাদ নগরীতে ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীর প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শহীদ নেতাকে ইমাম রেজা (আ.)-এর পবিত্র মাজারে দাফন করা হবে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৩৯ বন্দিকে ক্ষমা করলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মোজতবা খামেনি দেশের বিভিন্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৩৯ বন্দির সাজা কমানো বা মওকুফের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। ইরানের বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গির এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রথমবারের মতো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৩৯ জন বন্দিকে ক্ষমা করা হয়েছে।' খবর মেহের নিউজ এজেন্সির। আসগর জাহাঙ্গির জানান, ক্ষমাপ্রাপ্ত এসব বন্দির বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত অভিযোগকারী ছিল না এবং তাদের কারও বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবিরোধী অপরাধের রেকর্ডও নেই। কারাগারে তাদের আচরণের উন্নতি, অপরাধের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ এবং সংশোধনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তারা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন।

ইরানের সংবিধানের ১১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিচার বিভাগের প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করা বা তাদের সাজা কমানোর ক্ষমতা দেশের সর্বোচ্চ নেতার হাতে থাকে। তবে এ ক্ষমা সব ধরনের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সশস্ত্র বিদ্রোহ, সংগঠিত বা সশস্ত্র মাদক পাচার, সশস্ত্র ডাকাতি, অস্ত্র চোরাচালান, অপহরণ, ঘুষ এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের মতো গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরা এই ক্ষমার আওতার বাইরে থাকবেন।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

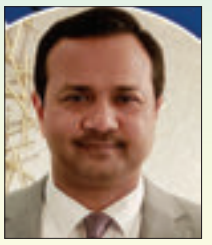

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ
- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি

(প্রথম পাতার পর)

স্মারক বা 'মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং' চূড়ান্ত করেছে। ইরানের পক্ষ থেকে এটিকে সব ফ্রন্টে, বিশেষ করে লেবাননে যুদ্ধাবসানের একটি চুক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার এই সমঝোতা মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নতুন আশার আলো দেখালেও এর স্থায়িত্ব ও কৌশলগত শর্তাবলি নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। চলতি সপ্তাহের আগামী শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এ চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে। প্রাথমিক খসড়া অনুযায়ী, এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার সামরিক বৈরিতার অবসান ঘটবে এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ও দেশটির ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পথ সুগম হবে। তবে চুক্তির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনো কুয়াশাচ্ছন্ন। তেহরান থেকে আলজাজিরার প্রতিনিধি তৌহিদ আসাদি জানান, ইরান এই চুক্তিকে নিজেদের একটি বড় বিজয় হিসেবে প্রচার করছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই নিশ্চিত করেছেন লেবাননে যুদ্ধবিরতির বিষয়টি এই সমঝোতায় স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা তেহরানের অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল। এ ছাড়া অতীতে এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধে (জুন ২০২৫ এবং পরবর্তী সময়ে) হওয়া ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ এবং ইরানের অবরুদ্ধ অর্থ ছাড়ের দাবিও এই চুক্তির অংশ।

তবে ওয়াশিংটন থেকে আলজাজিরার প্রতিনিধি অ্যালান ফিশার জানান, মার্কিন প্রশাসন বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন দাবি করছে যে, তারা ওবামা আমলের চেয়েও অনেক ভালো একটি চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স স্পষ্ট করেছেন ইরানকে কোনো নগদ অর্থ দেয়া হচ্ছে না। এই পরস্পরবিরোধী বয়ানের কারণে চুক্তির ভেতরের সুনির্দিষ্ট মেকানিজম বা পদ্ধতিগুলো এখনো সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়।

হরমুজ প্রণালী : শুল্ক বিতর্ক ও নিরাপত্তা ঝুঁকি : এই যুদ্ধের অন্যতম বড় অর্থনৈতিক ধাক্কা ছিল হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়া। বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারের জন্য অন্যতম লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত এই প্রণালীটি চালুর বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'জাহাজগুলো হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচল শুরু করেছে, যার মধ্যে অনেকগুলোই তেল বোঝাই।' তিনি একে 'সাউদার্ন হাইওয়ে' হিসেবে উল্লেখ করে নিরাপদ পথ বলে দাবি করেন। তবে হরমুজ প্রণালী ব্যবহারের শর্ত নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ইরান ও ওমান যৌথভাবে ঘোষণা করেছে এই প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর কাছ থেকে 'পরিষেবা শুল্ক' নেয়া হবে। ইসমাইল বাঘাই জানান, আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা এবং এই জলপথের পরিবেশ ও সার্বিক সুরক্ষায় ইরান-ওমান যে বিপুল অর্থ ব্যয় করবে, তার জন্য এই ফি আদায় অত্যন্ত যৌক্তিক। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সিএনবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা এই প্রণালী দীর্ঘমেয়াদে সম্পূর্ণ 'টোল-মুক্ত' থাকবে। তবে এ-সংক্রান্ত টেকনিক্যাল আলোচনা এখনো বাকি রয়েছে। এ দিকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, হরমুজ প্রণালীতে কোনো ধরনের টোল বা শুল্ক আরোপ বরদাশত করা হবে না। প্রয়োজনে ফরাসি বিমানবাহী রণতরী 'চার্লস ডি গল' আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ওই অঞ্চলে মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি আরেকটি বড় সঙ্কট হলো নৌ মাইন। সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুদ্ধকালীন সময়ে হরমুজ প্রণালীতে পেতে রাখা মাইনগুলো পরিষ্কার করতে উন্নত প্রযুক্তির ড্রোন এবং মাইনসুইপারের অন্তত ৪০ থেকে ৫০ দিন সময় লাগবে। ফলে চুক্তি হলেও আন্তর্জাতিক বীমা এবং জাহাজ সংস্থাগুলো এখনই এই পথ ব্যবহারে পুরোপুরি আস্থা পাচ্ছে না।

লেবানন পরিস্থিতি ও ইসরাইলের তীব্র বিরোধিতা : এই চুক্তিতে লেবাননের সার্বভৌমত্ব এবং যুদ্ধবিরতি অন্তর্ভুক্ত থাকাকে ইরানের একটি বড় কূটনৈতিক জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। তেহরানের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষক আলী আকবর দারেইনি বলেন, 'এই চুক্তি লেবানন এবং বিশেষ করে হিজবুল্লাহর প্রতি ইরানের গভীর প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য একটি বড় পরীক্ষা যে তিনি ইসরাইলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার রাজনৈতিক সদিচ্ছা রাখেন কি না।' লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন ও প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সালাম বলেন, তারা এখন তাদের ভূমি থেকে সম্পূর্ণ ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহার এবং বন্দীদের মুক্তির জন্য দ্বিগুণ প্রচেষ্টা চালাবেন। তবে এই চুক্তিকে নিজেদের জন্য 'কৌশলগত পরাজয়' হিসেবে দেখছে ইসরাইল। দেশটির সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট পার্টির প্রধান বেনি গান্তজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'কোনো অবস্থাতেই লেবাননে ইসরাইলের সামরিক স্বাধীনতা খর্ব করা বা উত্তর অঞ্চলের বাসিন্দাদের ঝুঁকিতে ফেলে সেনা প্রত্যাহার মেনে নেয়া যায় না।' ইসরাইলের অতি-ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির ও অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচও এই চুক্তির বিরোধিতা করেছেন এবং ইরানের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক অভিযান 'সৃজনশীল উপায়ে' চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

ফিলিস্তিন ও গাজার বাস্তব চিত্র : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির এই আবহ যখন তৈরি হচ্ছে, তখনো গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসন থামেনি। গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইসরাইলি ড্রোন হামলায় এক শিশুসহ আরও বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই চলমান গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা ৭৩ হাজার তিনজনে পৌঁছেছে এবং আহত হয়েছেন এক লাখ ৭৩ হাজার ২৫২ জন। গত অক্টোবর থেকে নামমাত্র 'যুদ্ধবিরতি' কার্যকর থাকলেও ইসরাইলি সামরিক বাহিনী নিয়মিতভাবে গাজার অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। একই সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরাইলের অতি-ডানপন্থী মন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করলেও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে তা ব্যর্থ হয়েছে। মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ফ্রান্স ইতিমধ্যে বেন-গভিরের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং ইতালিতে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও অর্থনৈতিক প্রভাব : বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিগুলো এই চুক্তিকে সাধুবাদ জানিয়েছে। চীন, সৌদি আরব, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও স্পেন এই সমঝোতাকে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছে। ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর বিন হামাদ আল বুসাইদি একে 'কূটনীতি ও কা-জ্ঞানের এক সময়োপযোগী জয়' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লেয়েন কিছুটা সতর্ক অবস্থান নিয়ে বলেছেন, ইরানের ওপর থেকে মানবাধিকার ও গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা তখনই প্রত্যাহার করা হবে, যখন মাটিতে ইরানের 'আচরণে বিশ্বাসযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য পরিবর্তন' দেখা যাবে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এই চুক্তির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা গেছে। যুদ্ধ থামার খবরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ওপর সুদের হার বাড়ানোর চাপ কমবে- এই আশায় ওয়াল স্ট্রিটের মূল সূচকগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ডাও জোন্স ০.৩২%, এসঅ্যান্ডপি ৫০০ ১.১৫% এবং নাসডাক কম্পোজিট ২.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাকিস্তানের ঐতিহাসিক কূটনীতি ও বিশ্বনেতাদের প্রশংসা : চলতি ২০২৬ সালের এই অন্যতম বৃহৎ ভূরাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানে ইসলামাবাদ যে পরিপক্বতা দেখিয়েছে, তা বিশ্ব রাজনীতিতে পাকিস্তানের অবস্থানকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সোমবার ভোররাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ প্রথম ঘোষণা করেন দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়েছে। এক্সে (সাবেক টুইটার) দেয়া এক বার্তায় তিনি জানান, 'এই চুক্তিতে লেবাননসহ সব যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক অভিযান অবিলম্বে ও স্থায়ীভাবে বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে।' পাকিস্তানের এই যুগান্তকারী মধ্যস্থতার পর বিশ্বনেতাদের প্রশংসায় ভাসছে দেশটি : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগান অসাধারণ মধ্যস্থতার জন্য পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি কাতার ও সৌদি আরবের কূটনৈতিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন জাসিম আলে ছানিও ইসলামাবাদের ভূমিকাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমার ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এই সাফল্যের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, পাকিস্তান ও কাতারকে অভিনন্দন জানিয়ে একে 'শান্তির বড় সুযোগ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও কস্তা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কুয়েত ও নেদারল্যান্ডসের নেতারা পাকিস্তানের গঠনমূলক ভূমিকার গভীর প্রশংসা করেছেন। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোশিমিতসু মোতেগি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইশাক দারকে টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

৬০ দিনের রূপরেখা : চুক্তির সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি : রয়টার্স ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর পরবর্তী ৬০ দিনের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। খসড়া সমঝোতার মূল শর্তগুলো নিচে দেয়া হলো : ক. নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার ও হরমুজ প্রণালী : চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলোর ওপর আরোপিত মার্কিন নৌ-অবরোধ তুলে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে, যা আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে। বিনিময়ে ইরান অবিলম্বে সব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দেবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে বিশ্বজুড়ে জাহাজের ইঞ্জিন চালু করার আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন, 'তেল প্রবাহিত হতে দাও!'

খ. আর্থিক সুবিধা ও অবরুদ্ধ ২৫ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ছাড় : চুক্তির সবচেয়ে বড় চমক হলো, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের স্থগিত রাখা ২৫ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ছাড় করতে সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে সরাসরি নগদ অর্থ স্থানান্তর, আঞ্চলিক দেশগুলোর আর্থিক সহযোগিতা এবং বিশেষ ঋণসুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ছাড়াও চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ওয়াশিংটন ইরানের ওপর নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা দেবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তেল বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে। গ. পারমাণবিক ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা : পারমাণবিক ইস্যুতে ইরান সম্মত হয়েছে যে তারা কোনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা সংগ্রহ করবে না। চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তেহরান অতিরিক্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বা পারমাণবিক স্থাপনার সম্প্রসারণ থেকে বিরত থাকবে। তবে সবচেয়ে বড় ছাড় হিসেবে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডেই উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ লঘু (ডাইলিউট) করার অনুমতি দেবে। একই সাথে ওয়াশিংটন তার আঞ্চলিক মিত্রদের নিয়ে ইরানের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। তেলের বাজারে স্বস্তি ও এশিয়ার শেয়ার বাজার চাঙ্গা : চুক্তির খবর আন্তর্জাতিক বাজারে আসার সাথে সাথেই বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিবাচক হাওয়া বইতে শুরু করেছে। জ্বালানি তেলের দাম নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। সোমবার সকালে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্টের অপরিশোধিত তেলের মূল্য ৪ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের তেলের মূল্য ৪.৫ শতাংশ কমে গেছে। তেলের মূল্য হ্রাসের এ খবরে এশিয়ার প্রধান প্রধান শেয়ারবাজারগুলোতে ব্যাপক চাঙ্গা ভাব লক্ষ করা গেছে।

ক্ষুব্ধ ইসরাইল: 'বাজে চুক্তি'র আখ্যা : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের এই ঐতিহাসিক সমঝোতায় সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে ইসরাইল। চুক্তির সম্ভাব্য কাঠামো ও ২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়ের তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই ইসরাইলের রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র ক্ষোভ ও বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ইসরাইলের প্রভাবশালী হিব্রু দৈনিক 'ইয়েদিওত আহরোনত' এই সমঝোতাকে সরাসরি একটি 'বাজে চুক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল একটি সাধারণ অসন্তোষ নয়; বরং ইরানকে ঘিরে ইসরাইলের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা কৌশল এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের একক সামরিক প্রভাবের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বিপর্যয়। যদিও ইসরাইল আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে যে তারা এই আলোচনার অংশ নয়, তবে তাদের চরম অনীহা সত্ত্বেও মার্কিন প্রশাসন ও ইরান যেভাবে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় শান্তি প্রক্রিয়ায় এগিয়ে গেছে, তা তেল আবিবকে আঞ্চলিকভাবে অনেকটাই কোণঠাসা করে ফেলেছে।

সামগ্রিক মূল্যায়ন : পাকিস্তান, কাতার ও সৌদি আরবের সমন্বিত কূটনীতি মধ্যপ্রাচ্যকে এক মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। আগামী শুক্রবার জেনেভায় এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৬০ দিনের যে কাউন্টডাউন শুরু হবে, তা মূলত নির্ধারণ করবে মধ্যপ্রাচ্যের পারমাণবিক ও কৌশলগত ভবিষ্যৎ। ইসরাইলের তীব্র বিরোধিতা এবং লেবাননে হিজবুল্লাহ-ইসরাইল সঙ্ঘাতের স্থায়ী সমাধান কিভাবে নিশ্চিত হয়- সেটিই এখন দেখার বিষয়। মার্কিন অস্ত্রভাণ্ডার বিতর্ক এবং গভীর অবিশ্বাস। যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব অস্ত্রভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে কি না, তা নিয়ে মার্কিন রাজনীতিতে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। গত মাসে মার্কিন নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত সচিব হং কাও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ইরান যুদ্ধের কারণে তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি স্থগিত করতে হয়েছে। তবে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ সিবিএস টেলিভিশনে এই দাবিকে সংবাদমাধ্যমের 'মনগড়া গল্প' বলে উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডার আগের চেয়েও শক্তিশালী এবং তারা বর্তমানে ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গোলাবারুদ তৈরি করছে। সব কিছুর ঊর্ধ্বে, এই চুক্তির স্থায়িত্ব নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যেই রয়েছে গভীর ঐতিহাসিক অবিশ্বাস। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই ১৯৫৩ সালের মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ইরানের গণতান্ত্রিক মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমেরিকার ওপর আমাদের এই অবিশ্বাস অত্যন্ত গভীর। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে তাদের এখনো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।' তিনি আরো স্পষ্ট করেন যে, এই চুক্তির মানে এই নয় যে ইরানের জনগণের বিরুদ্ধে হওয়া কোনো অপরাধ তেহরান ভুলে যাবে বা ক্ষমা করে দেবে। ১০৬ দিনের যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধের অবসান নিঃসন্দেহে বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য একটি বড় স্বস্তির খবর। তবে জেনেভায় শুক্রবার চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের আগ পর্যন্ত অনেক সমীকরণই বদলে যেতে পারে। এক দিকে যেমন হরমুজ প্রণালীর শুল্ক ও মাইন অপসারণের মতো প্রযুক্তিগত জটিলতা রয়েছে, অন্য দিকে ইসরাইলের পক্ষ থেকে এই চুক্তি নস্যাৎ করার তীব্র হুমকি রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই ভঙ্গুর শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে নাকি এটি কেবলই একটি সাময়িক 'সমঝোতার আড়ালে ভুল বোঝাবুঝি' হয়ে থাকবে, তা আগামী দিনগুলোতে ওয়াশিংটন ও তেহরানের কূটনৈতিক পরিপক্বতার ওপর নির্ভর করছে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ইরানে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ তহবিল

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রস্তাবিত কাঠামোগত চুক্তির অংশ হিসেবে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বেসরকারি বিনিয়োগ তহবিল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। চুক্তি-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাতে বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই তহবিলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অর্ধেকেরও বেশি আসবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সংস্থা থেকে। সূত্রটি জানায়, 'রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড' নামে প্রস্তাবিত এই তহবিলের লক্ষ্য হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয় পক্ষকে একটি চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছাতে অর্থনৈতিক প্রণোদনা দেওয়া। ওয়াশিংটন ও তেহরান শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তুতি নেওয়ায় বিষয়টি এখনও প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি। গত রোববার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তারা জানান, উভয় দেশ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি কাঠামোগত সমঝোতায় পৌঁছেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া সংঘাতের অবসান, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ প্রত্যাহার এবং বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালুর বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, নতুন তহবিলটি কোনো পুনর্গঠন সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি নয়। এতে কোনো সরকারি অর্থ বা অনুদান থাকবে না। বরং যুক্তরাষ্ট্র, উপসাগরীয় আরব দেশসমূহ, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন কোম্পানি এতে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তহবিলের অর্থ জ্বালানি, পরিবহন, উৎপাদনশিল্প ও লজিস্টিকস খাতে বিনিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে। এদিকে রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এক জ্যেষ্ঠ ইরানি সূত্র জানান, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য তেহরান প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ৪০০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। তবে ওয়াশিংটন সরাসরি ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে বিকল্প হিসেবে এই বিনিয়োগ তহবিলের ধারণা সামনে আসে। ইরানি সূত্রের মতে, আঞ্চলিক দেশগুলো ঋণ নিশ্চয়তা, ঋণসুবিধা বা সরাসরি অর্থায়নের মাধ্যমে এই উদ্যোগে অংশ নিতে পারে। যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মোবারাকেহ স্টিল কমপ্লেক্স, তেল শোধনাগার, বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন অবকাঠামো পুনর্গঠনে এ অর্থ ব্যবহার করা হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও গত চার দশকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরান উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগ থেকে প্রায় বঞ্চিত ছিল। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রমাণিত প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত এবং চতুর্থ বৃহত্তম তেল মজুতের পাশাপাশি ৯ কোটি ২০ লাখের বেশি শিক্ষিত ও তরুণ জনগোষ্ঠী এবং বৈচিত্র্যময় শিল্পভিত্তি দেশটির অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করেছে। সূত্রটি আরও জানায়, এই বিনিয়োগ তহবিলের উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বিদেশে জব্দ থাকা ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্পদ মুক্ত করার আলোচনার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। দুটি বিষয়কে পৃথক আর্থিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত তহবিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন বা কার্যকর হবে না। প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) আগামী ৬০ দিনের জন্য আলোচনার কাঠামো নির্ধারণ করবে। এই সময়ে তহবিলের প্রশাসকরা ইরানি কর্তৃপক্ষ ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সমন্বয় করে সম্ভাব্য প্রকল্প চূড়ান্ত করবেন। হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র সোমবার সম্প্রচারিত সিবিএসকে দেওয়া মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে বলেন, ইরান যদি তার পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত অপসারণ এবং কঠোর আন্তর্জাতিক পরিদর্শন ব্যবস্থায় সম্মত হয়, তাহলে উপসাগরীয় দেশগুলোর সমর্থিত ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন তহবিলে প্রবেশাধিকার পেতে পারে।

তবে তহবিলটি কীভাবে পরিচালিত হবে এবং কারা এর প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে সূত্রটি জানিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি কোম্পানি ইতোমধ্যে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানা গেলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। বিশ্লেষকদের মতে, আগামী ৬০ দিনের আলোচনায় পারমাণবিক কর্মসূচি, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ইস্যুতে অগ্রগতি হলে ইরানের অর্থনীতিতে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্রবাহের পথ খুলে যেতে পারে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

দিল্লি বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডা. জাহেদকে হেনস্তার ঘটনায় সম্পর্কে অস্বস্তি

(প্রথম পাতার পর)

বিমানবন্দরে। অথচ অতিথি হিসাবে ভারতে প্রবেশের জন্য রাষ্ট্রীয়, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক সব ধাপ সম্পন্ন হয়েছিল। তারপরও বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনে তাকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষায় রাখা হয়। এ ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছে বাংলাদেশ। সোমবারই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। এতে জনমনেও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এ ঘটনাকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বলে মন্তব্য করেছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, এমন ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আরেক দফা অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। তাদের মতে, ডা. জাহেদ উর রহমানের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা অসৌজন্যমূলক আচরণের অংশ এবং শিষ্টাচারবহির্ভূত। এমনটা কেন ঘটল, দিল্লিকে তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ারও দাবি তুলছেন কেউ কেউ। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এর সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে অংশ নেওয়ার কথা ছিল ডা. জাহেদ উর রহমানের। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ১৫ ও ১৬ জুন আইওআরএ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের কমিটির ২৮তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা যায়, সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমানের অংশগ্রহণের বিষয়টি ১২ জুন দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেছিল। তিনি আগে থেকে নেওয়া একটি সার্ক স্টিকার (সার্ক ভিসা হিসাবে পরিচিত) নিয়ে দিল্লি যান। কিন্তু তারপরও বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষায় রাখে। এ সময় তাকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট

ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। ঘটনাটিকে আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসাবে বিবেচনা করে নিজের পাসপোর্ট ফেরত চান ডা. জাহেদ উর রহমান। এরপর তিনি দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কয়েকটি গণমাধ্যম বলছে, পরে পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে একাধিকবার ভারতে প্রবেশের অনুরোধ জানালেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। ভারতীয় সংবাদ পোর্টাল সিএনএন-নিউজ ১৮ জানায়, নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট একটি নজরদারি তালিকায় (ওয়াচলিস্ট) নাম থাকার কারণে দিল্লির বিমানবন্দরে ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ডা. জাহেদ উর রহমানকে কিছুক্ষণ আটকে রাখে। রুটিন তল্লাশির সময় তার নামটি ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের নজরে আসে এবং পরে তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তাকে থামানো হয়। সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা; এটি দুঃখজনকও বটে। এ সময় তিনি এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানান। একই ইস্যুতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, দিল্লি বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সঙ্গে যা হয়েছে, তা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। ঘটনার বিস্তারিত খবর নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট উইং। এরপর সরকার ব্যবস্থা নেবে। এদিকে দিল্লি বিমানবন্দরের ঘটনায় ঢাকায় ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার পাওয়ানকুমার বঢ়েকে সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় তলব করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ) ইশরাত জাহান ঢাকার প্রতিবাদপত্র তার হাতে তুলে দেন বলে জানা গেছে। সরকারি উচ্চপর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার অন্য দেশে অতিথি হিসাবে ভ্রমণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক রাষ্ট্রদূত এম সফিউল্লাহ বলেন, যখন সরকারি উচ্চপর্যায়ের কেউ অন্য কোনো দেশে যেতে চান, তখন সে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একটি নোট দেওয়া হয়। যিনি যাবেন, তার স্ট্যাটাস, কী আয়োজনে সেখানে যাচ্ছেন, আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে দলের নেতৃত্ব দেবেন-সব জানানো হয়। তার পাসপোর্টসহ এসব নোট দিয়েই ভিসা নেওয়া হয়। ভিসা দেওয়ার পর আয়োজক দেশ তাদের সরকারকে অবগত করে যে, এমন একজন ভিআইপিকে ভিসা দেওয়া হয়েছে, যিনি এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন। অতিথি দেশের পক্ষ থেকে পরবর্তী সময়ে ভ্রমণকারী দেশকে তার আগমনের তারিখ, ফ্লাইটসহ সবকিছুই জানানো হয়। তখন অতিথিকে ভিআইপি প্রটোকলে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়। ধরে নেব, ডা. জাহেদ উর রহমানের সফরের বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত উভয়দিক থেকে সবকিছুই সম্পন্ন করেছে।

তিনি বলেন, এতসব প্রক্রিয়ার পরও দিল্লি এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনে ডা. জাহেদকে এভাবে বসিয়ে রাখা, তাকে নানা প্রশ্ন করা হয়েছে। এই ঘটনা সেখানে অনেকে দেখেছেন। এতে তাকে অসম্মান করা হয়েছে। বিষয়টি অসৌজন্যমূলক। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক কী পর্যায়ে আছে এবং তারা আসলে কেমন সম্পর্ক চায়। বাংলাদেশকে কীভাবে দেখছে, সে বিষয়েও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এতে। এ ঘটনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিবাদ জানিয়েছে। এটি সঠিক পন্থা। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা আটকে রাখার সময়ে আমরা অনুমান করতে পারি ডা. জাহেদ বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। উচ্চতর মহলের সিদ্ধান্তমতে তিনি ঢাকা ফিরে এসেছেন। জানা যায়, ভারতে আইওআরএ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টার কাছে কোনো কূটনৈতিক পাসপোর্ট ছিল না। তার সঙ্গে সার্কের স্টিকারযুক্ত সাধারণ সবুজ পাসপোর্ট ছিল। তবে জাহেদ উর রহমানের সফরের বিষয়টি জানিয়ে এর আগেই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি কূটনৈতিক পত্র (নোট ভারবাল) পাঠিয়েছিল নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন। রোববার বিকালে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে দিল্লি বিমানবন্দরে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন বলেও জানা যায়। রোববার রাতে ডা. জাহেদ উর রহমান দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও তখন দিল্লি থেকে সরাসরি ঢাকায় ফেরার কোনো ফ্লাইট না থাকায় তিনি এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে কলম্বো যান। সফর বাতিল করে সোমবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে শ্রীলংকান এয়ার-লাইনসের একটি ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। এ সময় গণমাধ্যমের সঙ্গে তিনি কোনো কথা বলেননি। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি ভারতে যাবেন, কেন যাবেন, সে বিষয়ে সবকিছুই তাদের অবগত করা আছে বলেই ধরে নিচ্ছি। তারপরও ভারতের দিক থেকে এমন আচরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাখ্যা চেয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা আর না ঘটে, সে বিষয়েও ভারতকে আমরা বলতে পারি। ভারতের দিক থেকে যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সেটি স্বীকার করুক। আমরা সেটাই আশা করি। দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক গবেষক আলতাফ পারভেজ বলেন, গুরুতর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। 'স্যাবোটাজ' হয়েছে, অন্যায় হয়েছে। এটি একাধারে দুঃখজনক এবং উসকানিমূলক। এটাকে শুধু ভুল বোঝাবুঝি বলে পাশ কাটানো যাবে না। আমরা ভারতের কাছে এ বিষয়ে জবাবদিহি, ব্যাখ্যা চাই। কিন্তু ড্যামেজ তো একটু হয়েই গেছে।

ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ১৫টি মসজিদ বন্ধ করল প্রশাসন

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতের অরুণাচল প্রদেলের রাজধানী ইটানগরের ১৫টি মসজিদ সরকারি নির্দেশে সিল করে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন। তাদের দাবি, এটি একটি 'সুপরিকল্পিত বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ' এবং এর মাধ্যমে ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শনিবার (১৩ জুন) কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূবের কলমের' এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশ আদিবাসী যুব সংগঠন (এপিআইওয়াইও) নামের একটি স্থানীয় সংগঠন এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অবৈধ আখ্যা দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বনধের ডাক দেয়। এর পরপরই জেলা প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে জামা মসজিদসহ রাজধানী অঞ্চলের ১৫টি মসজিদ সিল করে দেয়।

প্রশাসনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একজন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে এসব মসজিদ সিল করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, প্রয়োজনীয় আইনি অনুমোদন ও নথিপত্র ছাড়া উপাসনালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছিল। ঘটনার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অল অরুণাচল প্রদেশ মসজিদ কল্যাণ কমিটি (এএপিএমডব্লিউসি) অবিলম্বে মসজিদগুলো পুনরায় খুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে সংগঠনটি আইনের 'পক্ষপাতমূলক প্রয়োগ' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

শতকোটি টাকার বিলাস সাম্রাজ্য ‘প্রেসিডেন্ট রিসোর্ট’

অবৈধ সম্পদের ‘রাজা’ ডিবি হারুন

ঢাকা : অঘটন-ঘটনপটীয়সী পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা ডিবি হারুনের কেলেঙ্কারির অন্ত নেই। ‘ভাতের হোটেল’ চালুসহ অনেক নাটকীয় ঘটনা ও বিতর্কের জন্ম দেওয়া ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে অভিযোগেরও শেষ নেই। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত শত শত কোটি টাকার সম্পদ অর্জন, ক্ষমতার অপব্যবহার, চাঁদাবাজি, জমি দখল, নির্যাতন, গুম-অপহরণ, রাজনৈতিক পক্ষপাত, এমনকি নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগে বহুল আলোচিত ডিবি হারুন দেশের অন্যতম বিতর্কিত সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। ১৮৫টি হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলার এই আসামি দুদকের সম্পদ জব্দের একের পর এক পদক্ষেপের পরও এখনো অধরা। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে তিনি পলাতক। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, বর্তমানে তিনি স্ত্রীসহ হয় আমেরিকায় অথবা লন্ডনে পালিয়ে আছেন। ভুক্তভোগীরা বলছেন, বিস্ময়কর এক দুর্নীতিবাজ ও নির্মমতার প্রতীক হলেন ডিবি হারুন। হারুনের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ তদন্তে নেমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) নতুন নতুন তথ্য উদঘাটন করছে। করছে। রাজধানীর বাড্ডা ও কক্সবাজারে তার মালিকানাধীন জমি ও প্লটের সন্ধান পেয়ে সেসব সম্পদ বাজেয়াপ্তের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সম্পদ বাজেয়াপ্তে দুদক থেকে আবেদন করা হলে আদালত তা ক্রোকের আদেশ দেন। দুদকের অনুসন্ধানে জানা গেছে, হারুন রাজধানীর বনানী, উত্তরাসহ বেশ কটি অভিজাত ক্লাবের সদস্য। অভিযোগ রয়েছে, এসব সদস্য পদ পেতে তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন। দুদকের তদন্তকারী দল আরো প্রমাণ পেয়েছে, হারুন নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের সদস্য পদ পেতেও প্রভাব খাটিয়েছেন। বর্তমানে দুদক হারুনের বিরুদ্ধে ১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে একটি মামলার তদন্ত করছে। তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, হারুনের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর, বিক্রি বা গোপন করা রোধে কমিশন সেগুলো জব্দ বা বাজেয়াপ্ত করতে আদালতের আদেশ চাইলে আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেন। এ অভিযোগে তাঁর স্ত্রী শিরিন আক্তার এবং ছোট ভাই এ বি এম শাহরিয়ারকেও আসামি করা হয়েছে। হারুনের স্ত্রী শিরিন আক্তারের বিরুদ্ধে ১০ কোটি ৭৬ লাখ টাকার এবং ভাই শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে প্রায় ১৩ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

১০০ বিঘা জমি, পাঁচ ভবন ও দুই ফ্ল্যাট জব্দ : দুদকের আবেদনের পর ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালত হারুনের প্রায় ১০০ বিঘা জমি, পাঁচটি ভবন ও দুটি ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তাঁর নামে থাকা ১০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে জমা আছে প্রায় এক কোটি ২৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা। চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন এই আদেশ দেন।

আত্মীয়-স্বজনের সম্পদেও দুদকের নজর : হারুন শুধু একা নন, তাঁর শ্বশুর মোহাম্মদ সোলায়মান, ঘনিষ্ঠজন জাহাঙ্গীর হোসেন এবং ছোট ভাই এ বি এম শাহরিয়ারের অবৈধ সম্পদেও দুদক নজর রাখছে। গত ১৫ মে আদালত হারুনের শ্বশুরের পাঁচটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এর মধ্যে দুটি হিসাবে প্রায় ৬০ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। হারুনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জাহাঙ্গীর হোসেনের নামে উত্তরার ৮.৬০ কাঠা জমির ওপর নির্মিত ১০ তলা ভবন ক্রোক করা হয়েছে। অন্যদিকে ভাই শাহরিয়ারের দুটি ব্যাংক হিসাবও অবরুদ্ধ করা হয়েছে। দুদকের দাবি, এসব সম্পদ প্রকৃতপক্ষে হারুনের বেনামি সম্পদ। ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের নামে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

আরো ফ্ল্যাট-প্লট জব্দ : রাজধানীর উত্তরায় হারুনের নামে থাকা আরো তিনটি প্লট এবং এক হাজার ৫৭০ বর্গফুট আয়তনের একটি ফ্ল্যাট জব্দ করেছে দুদক। তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অনুসন্ধান যত এগোচ্ছে, তত বেরিয়ে আসছে হারুনের বিপুল সম্পদ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডের আটতলা ভবনে সপরিবারে থাকতেন হারুন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ১০ কাঠার ওপর নির্মিত ভবনটির নেমপ্লেট খুলে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ৯ নম্বর রোডের ১৪ নম্বর বাড়ি, ২০ নম্বর রোডে প্রাইম লেক ভিউ ভবনে জিআর মিট ও গ্রিট নামে ট্রাভেল এজেন্সি ও হোটেল, ৫ নম্বর সেক্টরের ৬ নম্বর রোডে ১০ কাঠার দুটি প্লট, ১০ নম্বর সেক্টরের ১১ নম্বর রোডে পাঁচ কাঠার প্লট এবং ১২ নম্বর রোডের ৪ নম্বর বাড়ির পঞ্চম তলায় অফিস, সোনারগাঁও জনপথ রোডে ছয়তলা বাড়ি রয়েছে হারুনের। উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের উত্তরা স্মৃতি কেবল টিভি লিমিটেডের পাশে একটি পাঁচ কাঠার প্লট, উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের ৩ নম্বর রোডে ইন্ডোরা নামের পাঁচতলা বাড়ি, শাহ মখদুম এভিনিউয়ে ১২ নম্বর প্লট ও সোনারগাঁও জনপথ রোডের ৭৯ নম্বর হোল্ডিংয়ের জমির মালিকানা হারুনের নামে। পাশাপাশি জমজম টাওয়ারের পাশে উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরে ৪০টি ফ্ল্যাট, ১৪ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডের ১৭ ও ১৯ নম্বর প্লটও হারুনের। এ ছাড়া নয়াপল্টনে মানি এক্সচেঞ্জ দোকান, গাজীপুরের সবুজপাতা রিসোর্ট, নিকুঞ্জের ৩ নম্বর রোডে রিক্রুটিং ও ট্রাভেল এজেন্সি, টঙ্গীর ২৭ মৌজায় আট বিঘা জমি, ছায়াকুঞ্জ আবাসিক প্রকল্পের ভেতর ১২ বিঘা জমি রয়েছে। সম্পদের তালিকায় আরো রয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফ মেরিন ড্রাইভে ৩৩ শতক জমি। মালিকানায় আছেন হারুন, তাঁর স্ত্রী শিরিন আক্তার ও ভাই এ বি এম শাহরিয়ার। সূত্র আরো জানায়, সাভারের নন্দন পার্কেও হারুনের মালিকানা আছে। বনানী কবরস্থানের দক্ষিণ পাশে ২০ কাঠার প্লট দখল করে একটি কম্পানির কাছে ৭০ কোটি টাকায় বিক্রি করেছেন হারুন। দুবাইয়ে রয়েছে তাঁর সোনার দোকান। এ ছাড়া হারুনের স্ত্রী শিরিন আক্তারের নামে যুক্তরাষ্ট্রে পাচার হওয়া এক হাজার ৫৩২ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এফবিআই আটক করেছে বলে জানিয়েছে দুদক। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের নিউ হাইড পার্ক এলাকায় স্ত্রীর নামে পাঁচ মিলিয়ন ডলারে বাড়িও কিনেছেন হারুন। আরো জানা গেছে, হারুন তাঁর চাকরিজীবনের ২৬ বছরে বেতন পেয়েছেন দুই কোটি ৩০ লাখ ৮৮ হাজার টাকা। কিন্তু প্রভাব খাটিয়ে তিনি শত শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। স্থানীয় জনগণ ও পুলিশ বাহিনীর একাংশের প্রশ্ন, মিঠামইনের প্রেসিডেন্ট রিসোর্ট থেকে নিউইয়র্কের বাড়িড়ডিবি হারুনের সম্পদের শেষ কোথায়?

শতকোটি টাকার বিলাস সাম্রাজ্য ‘প্রেসিডেন্ট রিসোর্ট’ : কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার হোসেনপুর গ্রামে প্রায় ৪০ একর জমির ওপর হারুন গড়ে তুলেছেন বিলাসবহুল ‘প্রেসিডেন্ট রিসোর্ট’। হেলিপ্যাড, আধুনিক সুইমিংপুল, প্রিমিয়াম স্যুট, বিলাসবহুল কটেজসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এই রিসোর্টে। রিসোর্টটির প্রিমিয়াম স্যুটের ভাড়া প্রতিদিন ২০ হাজার টাকা এবং ডিলাক্স রুমের ভাড়া ১০ হাজার টাকা। রিসোর্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ছোট ভাই ডা. শাহরিয়ার। স্থানীয়দের অভিযোগ, রিসোর্ট নির্মাণে ব্যবহৃত বেশির ভাগ জমি ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দখল করা হয়েছে। অনেক জমির মালিক প্রকৃত মূল্য পাননি। কেউ ২০ লাখ টাকার জমির বিপরীতে মাত্র দুই লাখ টাকা, আবার কেউ ১০ লাখ টাকার জমির বিপরীতে মাত্র এক লাখ টাকা পেয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও বিত্তশালীদের আনন্দ-ফুর্তির জন্য অত্যন্ত নিরাপদ স্থান হয়ে উঠেছিল হারুনের এই রিসোর্ট। এখানে রাজধানীর মিডিয়াপাড়ার মডেলরা অবাধে যাওয়া-আসা করতেন। মিঠামইনের বাসিন্দা দিলীপ কুমার বণিক অভিযোগ করেন, তাঁর এক একর ১০ শতাংশ জমি রিসোর্টের জন্য নেওয়া হলেও তিনি পেয়েছেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা, যেখানে জমিটির বাজারমূল্য অন্তত ২০ লাখ টাকা।

ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে ডিবি প্রধান : হারুন অর রশীদের জন্ম কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি। ছাত্রজীবনে ১৯৯৮ সালে ছাত্রলীগের বাহাদুর-অজয় কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন। ২০০০ সালে ২০তম বিসিএসের মাধ্যমে পুলিশ ক্যাডারে যোগ দেন। হারুন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে একসময় চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি পেলেও তাঁর বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করে চাকরি নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ছাড়া নারীঘটিত ইস্যুতেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছেন হারুন। শোবিজের এক শ্রেণির নায়িকার সঙ্গে হারুনের ছিল সখ্য।

যেভাবে আলোচনায় আসেন হারুন : ২০১১ সালে জাতীয় সংসদের সামনে তৎকালীন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুককে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনায় প্রথম জাতীয়ভাবে আলোচনায় আসেন হারুন। সে সময় তিনি ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ছিলেন। জয়নুল আবদিন ফারুককে ধাওয়া করা, তাঁর জামা খুলে নেওয়ার ছবি ও ভিডিও দেশজুড়ে ভাইরাল হয়। এর পর থেকে পুলিশ বিভাগে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন হারুন।

আলোচনায় ‘হারুনের ভাতের হোটেল’ : ২০২২ সালের ১৩ জুলাই ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান হারুন। দায়িত্ব নেওয়ার পর ডিবি কার্যালয় নতুন পরিচিতি পায় ‘হারুনের ভাতের হোটেল’ নামে। অভিযোগ নিয়ে আসা হাই প্রোফাইলের ব্যক্তি ও শোবিজের নায়ক-নায়িকাদের নিজের কার্যালয়ে দুপুরের খাবার খাওয়ানোর বহু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হলে ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়। তবে সমালোচকদের মতে, এটি ছিল হারুনের জনসংযোগ বাড়ানোর কৌশল, যার আড়ালে চলত ক্ষমতার অপব্যবহার। এর আগে গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে এসপি থাকাকালে চাঁদাবাজি, অপহরণ ও জমি দখল থেকে শুরু করে সব অপকর্মে জড়িয়েছিলেন পুলিশের সাবেক এই কর্মকর্তা। নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার থাকাকালে পারটেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ হাসেমের ছেলে এবং আম্বার গ্রুপের চেয়ারম্যান শওকত আজিজ রাসেলের স্ত্রী-সন্তানকে ধরে নেওয়ার ঘটনাও দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। অভিযোগ ছিল, চাঁদা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে এমন পদক্ষেপ নেন হারুন।

আরো যত অভিযোগ : হারুনের বিরুদ্ধে আরো বহু গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে আছেড়্রবিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ধরে এনে নির্যাতন; আন্দোলন দমনে ‘বোমা উদ্ধারের’ নাটক সাজানো; হেফাজতে নির্যাতন; আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়; ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি; অপহরণ, বেআইনিভাবে আটকে রাখা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি। তবে এত সব অপকর্ম করেও সব সময় থেকেছেন অধরা। সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের প্রশ্রয়ে তিনি বেয়াড়া হয়ে ওঠেন। যোগ্যতা না থাকলেও তৎকালীন রাষ্ট্রপতির ইশারায় হারুনকে ডিআইজি করে ডিবি প্রধান করা হয়।

সমন্বয়কদের তুলে নেওয়ার অভিযোগ : ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন সমন্বয়ককে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় নতুন করে সমালোচনার মুখে পড়েন হারুন। এ ছাড়া সে সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর একটি আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এসব নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার পর তাঁকে ডিবি প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর কদিন পরই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে এবং আত্মগোপনে চলে যান তিনি।

১৮৫টি মামলা, তবু অধরা : পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র বলছে, সরকার পতনের পর হারুনের বিরুদ্ধে হত্যা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে অন্তত ১৮৫টি মামলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশ সদর দপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হারুনের অতীত অপকর্ম ও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

কেন এখনো ধরাছোঁয়ার বাইওে : প্রশ্ন উঠেছে, এত অভিযোগ, এত মামলা, শতকোটি টাকার সম্পদ জব্দের পরও কেন ধরাছোঁয়ার বাইরে ডিবি হারুন? বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিন ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান, প্রশাসনের ভেতরে গড়ে ওঠা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং দেশের বাইরে অবস্থানড়এই তিন কারণে এখনো আইনের নাগালের বাইরে হারুন। সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক মুহাম্মদ নুরুল হুদা গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আইন সবার জন্য সমান। দোষী হোক কিংবা নির্দোষ, দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় বাহিনীর সদস্যদের মনোবলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।’ অপরাধ ও সমাজ বিশ্লেষকরা বলছেন, একসময়ের ক্ষমতাধর ডিবি প্রধান হারুন নিজেই দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বহুমুখী তদন্তের মুখে। দুদকের একের পর এক জব্দ অভিযান ও সম্পদ অনুসন্ধান ইঙ্গিত দিচ্ছে, সামনে তাঁর বিরুদ্ধে আরো বিস্ফোরক তথ্য বেরিয়ে আসবে। ফলে জনমনে একটাই প্রশ্নড়শত শত কোটি টাকার সাম্রাজ্য, দেড় শতাধিক মামলা এবং অভিযোগের পাহাড় নিয়েও ‘ডিবি হারুন’ কি শেষ পর্যন্ত আইনের মুখোমুখি হবেন, নাকি অধরাই থেকে যাবেন?

সচল হচ্ছে বাংলাদেশের আট অচল বিমানবন্দর

ঢাকা : বছরের পর বছর অচল পড়ে থাকা দেশের আটটি আঞ্চলিক বিমানবন্দর পুনরায় চালুর মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। দেশের আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পর্যটন সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বগুড়া বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দরকে। ইতোমধ্যে দেশের কয়েকটি বিমানবন্দরের অবকাঠামো, যাত্রী চাহিদা ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, জনগণের চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে বন্ধ বিমানবন্দরগুলো সচল করা হচ্ছে। স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমানে এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, দেশের সাত থেকে আটটি বিমানবন্দর দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। দেশের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকায় বগুড়াকে কেন্দ্র করে একটি এভিয়েশন হাব বা আন্তর্জাতিক মানের কার্গো পরিবহনের কেন্দ্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বগুড়া বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) বোর্ড সভায় অনুমোদন পেয়েছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, সেখানে ১০ হাজার ৫০০ ফুট দীর্ঘ রানওয়ে নির্মাণ করা হবে, যাতে বোয়িং ৭৩৭-৮০০-সহ বড় আকারের যাত্রী ও কার্গো উড়োজাহাজ ওঠানামা করতে পারে। এ ছাড়া আধুনিক টার্মিনাল ভবন, নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার ও কার্গো কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রকল্পের নকশা ও কারিগরি সমীক্ষার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে (বুয়েট) পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। প্রকল্পটিতে কয়েক শ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এদিকে উত্তরাঞ্চলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দরও নতুন প্রাণ পেতে যাচ্ছে। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিমানবন্দরটি দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বেবিচকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিমানবন্দরটি আধুনিকায়নে প্রায় ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে। প্রথম ধাপে জমি অধিগ্রহণ, রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং নতুন টার্মিনাল ও নিরাপত্তা অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। সম্প্রতি মন্ত্রণালয় ও বেবিচকের উচ্চপর্যায়ের একটি দল বিমানবন্দরটি পরিদর্শন করেছে।

বগুড়া ও ঠাকুরগাঁওয়ের পাশাপাশি লালমনিরহাট, ঈশ্বরদী, কুমিল্লা, শমশেরনগর (মৌলভীবাজার), খানজাহান আলী (বাগেরহাট) এবং পটুয়াখালী বিমানবন্দর নিয়েও সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অব্যবহৃত বিমানবন্দরগুলো পুনরায় চালুর একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শুধু বিমানবন্দরের নিজস্ব আয়-ব্যয় দিয়ে এর লাভক্ষতি বিচার করা ঠিক হবে না। একটি বিমানবন্দরকে ঘিরে হোটেল, পরিবহন, ব্যবসা ও পর্যটনসহ নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে ওঠে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। যেমন শমশেরনগর বিমানবন্দর চালু হলে শ্রীমঙ্গলের পর্যটন শিল্প চাঙা হবে। আবার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে ঈশ্বরদীতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের যাতায়াত বাড়ছে, ফলে ওই বিমানবন্দরটিরও বড় বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে দেশে তিনটি আন্তর্জাতিক ও পাঁচটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর চালু রয়েছে। বন্ধ বিমানবন্দরগুলো সচল করা গেলে দেশের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে, যার সুফল পাবে দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষ।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
●
আমরা কোনো ফি নেই না।
●
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
●
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

১৬ বছর পর সেই 'জ্বালাময়ী সত্য' নিয়ে মুখ খুললেন প্রভা

বিনোদন ডেস্ক : প্রায় ১৬ বছর ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রল ও সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়ে আসছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা। দীর্ঘদিন এ বিষয়ে নীরব থাকলেও এবার তিনি মুখ খুলেছেন নিজের অভিজ্ঞতা ও মানসিক যন্ত্রণার বিষয়ে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় প্রভা সাইবার বুলিংকারীদের মানসিকতা, অনলাইন হয়রানির ভয়াবহতা এবং সমাজে প্রচলিত ভিকটিম ব্লেমিং বা ভুক্তভোগীকেই দায়ী করার প্রবণতার কঠোর সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করা অপমান ও মানসিক চাপের কথাও তুলে ধরেন। প্রভা বলেন, আমি এখন কিছু জ্বালাময়ী সত্যি কথা বলব। হাই- আমি অনেকদিন সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ব্যাপার নিয়ে কথা বলি না। কিন্তু ভেবেছিলাম- কথা বলেও তো আসলে কোনো লাভ নাই। কিন্তু আসলে নিজের দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে মনে হয়- কিছু জিনিস চোখ বন্ধ করে আসলে থাকা যায় না। চলেন আপনাদের একটা কথা বলি। আপনারা আপনাদের নিজের যোগ্যতা, নিজের স্থান, নিজের সৌন্দর্য, নিজের কোয়ালিফিকেশন এ সবকিছুর প্রতি আসলে আপনাদের ইনসিকিউরিটি থাকার জন্যই তো আসলে আপনারা মানুষকে মুখ করেন। এটা আমার কথা না। এটা হিউম্যান সাইকোলজি। এগুলো সাইকিয়াট্রিস্টরা এগুলো পড়াশোনা করে বের করেছেন। এগুলা একদম আমার কথা না।

তিনি বলেন, যারা মানুষের ব্যাপারে এত অ্যাগ্রেসিভলি জাজ করে এবং বুলি করে এবং মক করে; সোশ্যাল মিডিয়াতে- ভারবালি অ্যাবিউস করে। এরা আসলে নিজেদের নিয়ে যেহেতু অনেক বেশি স্যাটিসফাইড না এবং তারা দুঃখী। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গাতে কোন না কোন জায়গায় দুঃখী। কিন্তু যারা ইনসিকিউর যারা ব্যাপারটাকে মানতে পারে না, যারা নিজের যোগ্যতাটা নিয়ে অনেক বেশি ইনসিকিউরড আমি বলব- এরাই আসলে ম্যাক্সিমাম টাইমে বিভিন্ন সোশ্যাল প্লটফর্মগুলো সেলিব্রেটিদের বা ইনফ্লুয়েন্সার বা আর্টিস্ট সবাইকে বুলিং করে। তো আমার বুলিং তো আসলে ইটস বিন অলমোস্ট ১৬ বছর- আমাকে বুলিং করা হয়। আমার কথা হচ্ছে- আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে আমাকে বুলিং করে মজা পান; এতে আপনাদের পৈশাচিক আনন্দ হয়- আই টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ড; কিন্তু ঠিক যতটুকু আমাকে বুলিং করছেন তার যদি ৫০% মানে আমি ওরফে ব্র্যাকেটে ভিকটিম আমাকে ৫০% করে বাকি ৫০% ক্রিমিনালটাকে খুঁজে বের করে ওকে যদি এরকম বুলিং করতেন; ওকে নিয়ে যদি লেখালেখি করতেন; ওর চেহারাটা যদি বারবার মানুষের সামনে মানে প্রকাশ্যে আনতেন যে ও ক্রিমিনাল।

মিঠুনদার দুষ্টুমিতে একবার আমি মরতে বসেছিলাম : দেবশ্রী

বিনোদন ডেস্ক : টালিউড ও বলিউডের শক্তিমান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর জন্মদিন। তার এই জন্মদিনে না বলা কথাই জানালেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়। ফাটাকেষ্টখ্যাত অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিনেত্রীর ১৩ বছর বয়সেই প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই প্রথম দিনের কথা স্মরণ করে দেবশ্রী রায় বলেন, মিঠুনদার সঙ্গে আমার ১৩ বছর বয়সে দেখা। তখন আমি বাচ্চা মেয়ে আর মিঠুনদা 'মৃগয়া' করে ফেলেছেন। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন অভিনেতা তিনি। তবে স্টুডিওপাড়ায় যাতায়াত থাকার কারণে ততদিনে জেনে গিয়েছিলাম মিঠুন চক্রবর্তী কে? তিনি বলেন, 'নদী থেকে সাগরে' বলে একটি সিনেমায় মিঠুনের বিপরীতে আমাকে কাস্ট করা হলো। সেই সিনেমার সেটে আলাপ। সত্যি বলতে, আমি একটু উত্তেজিত ছিলাম। কারণ মিঠুনদার মতো অমন সুপুরুষ, সুন্দর চেহারার এক নায়ক আমার বিপরীতে! বেশ উত্তেজনা ছিল। আমরা দুজন ছাড়াও ছিলেন সন্ধ্যা রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

অভিনেত্রী বলেন, মিঠুনদার প্রথম বাংলা সিনেমা কিন্তু আমার সঙ্গে। সিনেমার সেটে ফ্রক পরে যেতাম। সিনেমায় প্রেমের একটা দৃশ্যে আমাকে শাড়ি পরানো হয়। অভ্যাস তো ছিল না শাড়ি পরার, শটের মাঝেই হঠাৎ শাড়িটা গেল খুলে। তখন আমার মায়ের উদ্দেশ্যে মিঠুনদার চিৎকারড় মাসিমা, শিগগির এসো! তোমার মেয়েকে দেখো, শাড়ি খুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই থেকে মিঠুনদার সঙ্গে সম্পর্ক। শুধু ওর সঙ্গে নয়, গোটা পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এই হচ্ছে মিঠুনদা। সর্বক্ষণ দুষ্টুমি। দেবশ্রী বলেন, মিঠুনদার সঙ্গে যে কটা সিনেমা করেছিলাম সবই হিট। উনি সেটে থাকা মানেই আর কাউকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। হই-হুল্লোড় মানুষ। আবার যেমন দুষ্টু তেমনই বুদ্ধি। অসম্ভব মেধাবী অভিনেতা। ওর সঙ্গে আমার সারাক্ষণ ঝগড়া হতো। সারাক্ষণ যা খুশি তাই বলতাম। সেসব আর এখানে বললাম না। ভীষণ পেছনে লাগত, আমাকে রাগাতে ভালোবাসতেন। আমি রেগে গেলেই ওর উপরে যেভাবে অগ্নিবর্ষণ করতাম, সেটায় খুব মজা পেতেন।

রিহানাকে কোটি টাকার ব্রেসলেট উপহার আম্বানি পরিবারের

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বখ্যাত পপতারকা রিহানা ও ভারতের আম্বানি পরিবারের সুসম্পর্ক নতুন কিছু নয়। গত কয়েক বছরে একাধিক পারিবারিক আয়োজনে অংশ নিয়ে আম্বানি পরিবারের ঘনিষ্ঠ অতিথিদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন এই আন্তর্জাতিক তারকা। এবার সেই সম্পর্কেরই নতুন এক দিক সামনে এসেছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রিহানাকে দেখা যায় একটি নজরকাড়া হীরার ব্রেসলেট পরিহিত অবস্থায়। ব্রেসলেটটি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে গায়িকা জানান, এটি তিনি আম্বানি পরিবারের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছেন। ২০২৪ সালে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের প্রাক্বিবাহ অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে ভারতে এসেছিলেন রিহানা। পরে ফ্রান্সে আয়োজিত বিলাসবহুল ক্রুজ উদ্যাপনেও অংশ নেন তিনি। এরপর বিভিন্ন সময়ে ভারত সফরের সূত্রে আম্বানি পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

সম্প্রতি নিজের প্রসাধনী ব্র্যান্ডের প্রচারণার কাজে মুম্বাই সফরে গিয়ে আম্বানিদের আতিথ্য গ্রহণ করেন রিহানা। সেই সফরেই তিনি মূল্যবান উপহারটি পেয়েছেন বলে জানা গেছে। এক নজরে ব্রেসলেটটি সাধারণ মনে হলেও গয়না বিশেষজ্ঞদের মতে এটি অত্যন্ত দামি ও বিরল একটি অলংকার। খ্যাতনামা গয়না বিশেষজ্ঞ প্রিয়াংশু গোয়েলের দাবি, হীরাখচিত 'টেনিস ব্রেসলেট'টির আনুমানিক মূল্য প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ রুপি। রিহানার গয়নার প্রতি ভালোবাসার কথা ভক্তদের অজানা নয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে প্রায়ই বিরল ও ব্যয়বহুল গয়নায় দেখা যায়। সাম্প্রতিক সেই সাক্ষাৎকারেও তার হাতে ছিল একাধিক ভিন্টেজ হীরার ব্রেসলেট, একটি বিলাসবহুল রোলেক্স ঘড়ি এবং আঙুলে 'মম' লেখা একটি বিশেষ আংটি। পাশাপাশি গলায় শোভা পাচ্ছিল বিখ্যাত জুয়েলারি ব্র্যান্ড মেরিনা বি-র একটি হীরার নেকলেস, যা তিনি ডেনিম পোশাকের সঙ্গে পরেছিলেন। অন্যদিকে, নীতা আম্বানিও তার ব্যতিক্রমধর্মী ও দুষ্প্রাপ্য গয়নার সংগ্রহের জন্য পরিচিত। আম্বানি পরিবারের আয়োজনে আগত অতিথিদের মূল্যবান উপহার দেওয়ার রীতিও দীর্ঘদিনের। রিহানার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি বলেই মনে করছেন অনেকে।

বেনজীর গ্রেপ্তার হওয়ার খবরে পরীমনি আনন্দিত কেন?

বিনোদন ডেস্ক : সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ দুবাইয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার খবর ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যখন ব্যাপক আলোচনা চলছে, তখন এ বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন চিত্রনায়িকা পরীমনি। পরীমনি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বেনজীর আহমেদের গ্রেপ্তারের খবর সংবলিত একটি ফটোকার্ড শেয়ার করেন। তবে দীর্ঘ কোনো মন্তব্য নয়, মাত্র একটি শব্দ লিখেই নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন তিনি।

পোস্টের ক্যাপশনে পরীমনি লিখেছেন, 'মজা।' তার এই এক শব্দের মন্তব্য প্রকাশের পর থেকেই অনলাইনে শুরু হয় নতুন করে আলোচনা ও কৌতূহল। অনেকেই ধারণা করছেন, ২০২১ সালে ঢাকা বোট ক্লাবে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর যে আইনি ও সামাজিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই প্রেক্ষাপট থেকেই পরীমনির এমন প্রতিক্রিয়া। তবে এ বিষয়ে তিনি কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি। সাবেক এই পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে প্রায় এক দশক অবৈধভাবে ক্লাবের সভাপতির পদ দখল করে ৩২ কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি পরীমনির নামে মামলা ও তার কারাবাসের পেছনেও তার হাত রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে পূর্ণিমা-শাকিব

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা ও ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খানের নতুন একটি ভিডিও। ভাইরাল ওই ভিডিওতে দীর্ঘ সময় পর এক ফ্রেমে এ দুই তারকাকে দেখে উচ্ছ্বসিত ভক্তরা। শনিবার (১৩ জুন) বৃষ্টিভেজা দুপুরে রাজধানীর চ্যানেল আইয়ের স্টুডিওতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেন শাকিব। সেখানেই আকস্মিক পূর্ণিমার সঙ্গে মুখোমুখি হন নায়ক। দীর্ঘ সময় পর দেখা হওয়ায় এ দুই তারকা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন এবং মেতে ওঠেন পুরোনো দিনের নানা স্মৃতিকথা ও আনন্দঘন খোশগল্পে। এ সময় শাকিব প্রসঙ্গে পূর্ণিমা বলেন, শাকিবকে আমি যা দেখেছি, তার থেকে তো ও এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে।

আরও বেশি ছোট। আর তার যতগুলো ছবি আছে সেগুলো কিন্তু আমি দেখছি। 'তুফান' দেখেছি আমি পুরোটাই, আর বাকিগুলো সব দেখেছি। আফসোস করে নায়িকা আরও বলেন, ওই শাকিব আর এই শাকিব আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমার আফসোস, এই শাকিবকে যদি তখন আমার কাজের সময় পেতাম। ঢালিউডে শাকিব খান ও পূর্ণিমা জুটি বেশ কিছু কালজয়ী ও ব্যবসাসফল সিনেমা উপহার দিয়েছে দর্শকদের। তাদের অভিনীত 'আই লাভ ইউ', 'মা আমার স্বর্গ', 'তুমি কত সুন্দর'র মতো সিনেমাগুলো আজও দর্শকের হৃদয়ে গেঁথে আছে।

অভিনেত্রী ঝিলিকের রহস্যময় মৃত্যু, গ্রেফতার স্বামী

বিনোদন ডেস্ক : নাটক ও চলচ্চিত্রের পরিচিত মুখ অভিনেত্রী আসমা ঝিলিকের রহস্যময় মৃত্যু চাঞ্চল্য তৈরি করেছে শোবিজ মহলে। অভিনেত্রীকে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি বেসরকারি হাসপাতালের ৮ তলা থেকে ফেলে হত্যা করা হয়েছে, এমন অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার (১২ জুন) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে শুরু হয় তদন্ত। ঝিলিকের পরিবারের দাবি, ঝিলিক ও তার স্বামী সাইফুল্লাহ বাংলাদেশ মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে রাগারাগির একপর্যায়ে ৮ তলা থেকে ঝিলিককে ফেলে দেন তার স্বামী সাইফুল্লাহ। এ ঘটনায় চিত্রনায়ক অনিক রহমান অভি বলেন, ঝিলিক আর নেই। স্বামীর দাবি ৮ তলার বারান্দা থেকে পড়ে গেছে। কিন্তু পরিবারের দাবি স্বামী মেরে ফেলেছে। অনিক জানান, বিয়ের পর ঝিলিক জানতে পারেন তার স্বামীর আগের সংসার ও সন্তান ছিল। যা ঝিলিকের কাছে গোপন করা হয়েছিল। বিয়ের পর ঝিলিককে কারও সাথে কথা বলতে দেয়া হতো না, ফেসবুক ও ফোন ব্যবহার করতে দেয়া হতো না, এমনকি মিডিয়া থেকে পুরোপুরি দূরে রাখা হয়েছিল বলে জানান অনিক। প্রায়ই ভাইয়ের ফোনে কল করে কান্নাকাটি করতো বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে তারা কোনো হত্যার প্রমাণ পাননি। এ প্রসঙ্গে ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে হত্যার কোনো প্রমাণ পাইনি। ময়নাতদন্ত হয়েছে। মামলা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ছোট ও বড় পর্দায় নিয়মিত কাজ করতেন আসমা ঝিলিক। শাকিব খানের সাথে 'রংবাজ' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় জগতে কাজ করার সময় প্রযোজক সাইফুল্লাহকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। বিয়ের পর সংসারে মন দেয়া ও স্বামীর অনাগ্রহে অভিনয় থেকে দূরে সরে যান অভিনেত্রী।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিপুল অংকের বাজেটে কি উন্নয়ন চুইয়ে পড়ে?

(প্রথম পাতার পর)

৯.৩৮ লাখ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দসংবলিত বিশাল এক বাজেট। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি। এই বিপুল অর্থের মধ্যে কর রাজস্ব থেকে ৬.০৪ ট্রিলিয়ন টাকা, ০.৯১ ট্রিলিয়ন টাকা আসবে করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে। বাজেটের অবশিষ্ট ২.৪৩ ট্রিলিয়ন টাকার মধ্যে ১.৫৬ ট্রিলিয়ন টাকার উৎস বৈদেশিক ঋণ এবং ১.২৭ ট্রিলিয়ন টাকা আসবে বিভিন্ন দেশীয় উৎস থেকে। প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩.১৬ ট্রিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী উন্নয়ন বাজেটের চেয়ে ৪৭ শতাংশ বেশি।

যেকোনো সরকারের ঘোষিত বাজেট জনগণকে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের রূপরেখা। নতুন রাজনৈতিক সরকারের ঘোষিত বাজেটেও তা প্রতিফলনের চেষ্টায় তারা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার তাদের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে : 'গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির পথে অগ্রযাত্রা।' জনগণের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই বাজেটে রয়েছে। কোন সরকারের বাজেটে তা থাকে না? স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৫৫ বছর যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তারা দেশ গড়তে, জনগণের ভাগ্যের উন্নয়ন করতে একই ধরনের অর্থনৈতিক রূপরেখা দিয়েছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিক্ষত ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল অর্জিত হয়নি।

এরশাদের স্বৈরশাসনমুক্ত বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বব্যাংকের ওই সময়ের বাংলাদেশ কান্ট্রি ডাইরেক্টর বাংলাদেশের উন্নয়ন স্থবিরতার কারণ ব্যাখ্যা করে এক নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'উন্নয়ন কি চুইয়ে পড়ে?' কথাটি তিনি রূপক অর্থে বললেও বাংলাদেশের মন্থর উন্নয়নের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন আরেক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ভিয়েতনামের গতিশীল উন্নয়নের। ভিয়েতনাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের চার বছর পর নিজেদের দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে দুই দশকের মধ্যে যেভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছিল, বাংলাদেশ তার ধারেকাছেও ছিল না। এখনো নেই। ভিয়েতনামের উন্নয়ন চুঁইয়ে পড়েনি। তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পেছন ফিরে তাকায়নি।

উন্নয়ন আসলেও চুইয়ে পড়ে না। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যেতে যত আগ্রহী, ক্ষমতায় গিয়ে তারা যে বাস্তবতার মুখোমুখি হন, তা অধিক জটিল। প্রতিশ্রুতি পূরণের চেয়ে তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে যেকোনোভাবে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা অথবা দুঃশাসনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে দীর্ঘ বা স্থায়ী করার ফন্দিফিকির করা। দুঃশাসন যত প্রচণ্ড হয়, মানুষের ক্ষোভ তত বাড়ে। সরকার মানুষের ধূমায়মান ক্ষোভ প্রশমন ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করে রাষ্ট্রীয় শক্তি। কিন্তু তাতে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে না।

বাংলাদেশ তার ৫৫ বছর সময়ের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে প্রতিটি শাসকের এমন আচরণ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণের দেশে বিনিয়োগচিত্র হতাশাজনক হবে-এটাই স্বাভাবিক। দুঃশাসন অথবা দুর্বল শাসন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং কাঠামোগত বাধার কারণে বাংলাদেশে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ দুটোই নিরুৎসাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নচিত্র সম্পর্কে তিন দশক আগে যে মন্তব্য করেছিলেন, এখনো বাংলাদেশের উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে (এফডিআই) বাংলাদেশ ভিয়েতনামের কত পেছনে, তা উন্নয়নের বুলিতে মুখে ফেনা তোলা রাজনীতিবিদদের জানা উচিত। নীতিনির্ধারকদেরও জানা উচিত। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ সাকল্যে ১.৫ বিলিয়ন ডলার এফডিআই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল, যা ছিল জিডিপির মাত্র ০.৩৩ শতাংশ; অন্যদিকে ভিয়েতনাম এনেছিল এফডিআই ২০.২ বিলিয়ন ডলার, যা ছিল তাদের জিডিপির ৪.২ শতাংশ। ২০২৪-এর পূর্ববর্তী ২৪ বছরে বাংলাদেশে এফডিআই বৃদ্ধির পরিমাণ যেখানে ৫.৪ গুণ ছিল, ওই সময়ে ভিয়েতনামের বৃদ্ধি ছিল ১৫.৬ গুণ। ফেলে আসা এই ২৪ বছরের মধ্যে ১৮ বছরই ক্ষমতায় ছিল দেশের স্বাধীনতার একচেটিয়া অধিকারী হওয়ার দাবিদার, মুক্তিযুদ্ধের সব কৃতিত্বের মালিক-মোক্তার ভারতে আশ্রিত শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমর্থিত ১/১১-এর সরকার।

আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৫ সালে রেকর্ড পরিমাণ এফডিআই দেশে এসেছিল ২.৮৩ বিলিয়ন ডলার। আবারও যদি ভিয়েতনামের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, কেবল দুই বছরে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ভিয়েতনামে মোট ৩৮.৬৭ ডলার এফডিআই এসেছিল। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী রবিন খুদা ভারতের ডেটা সেন্টার প্রকল্পের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে দেশটির বিভিন্ন স্থানে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার ঘোষণা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোষ্ঠিনামা বের করে তার সম্পর্কে কথাবার্তা বলা শুরু হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তার জন্মভূমিতে হোক, অথবা অন্য কোনো দেশে হোক, তিনি তো তার বিনিয়োগ থেকে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে মুনাফা অর্জনের দিকটি আগে দেখবেন, দুনিয়ার কোথায় কোন ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী আছেন, যিনি এমন একটি দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন, যে দেশে বিনিয়োগ করলে মুনাফা আহরণ তো দূরের কথা, রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাসোহারা দিতে হয়, গুন্ডা-মাস্তানদের চাপানির খরচ দিতে হয়, বিদ্যুৎ থাকে না, যখনতখন ধর্মঘটের কারণে বন্দরে যথাসময়ে উৎপাদিত পণ্য পৌঁছানো যায় না, এমনকি নিরাপত্তাবলয়ে ঘেরা গুলশান আবাসিক এলাকার হলি আর্টিজানের মতো অভিজাত রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে বেঘোরে বিদেশিদের প্রাণ হারানোর ঘটনা ঘটে?

রবিন সাহেব যেহেতু বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, মাটির প্রতি তার টান থাকবে। দেশে নিশ্চয়ই তার আত্মীয়স্বজনও আছেন এবং যেহেতু দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবও আছেন, এটাই স্বাভাবিক। তিনি বিদেশে গিয়ে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও পরিশ্রমে অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন। বিভিন্ন দেশে তার বিনিয়োগ থাকলেও এবং তিনি বাংলাদেশে কোনো বিনিয়োগ না করে কেন ভারতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, এ ঘটনা দেখেও যদি বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতির ব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের কোনো হুঁশ না হয়, তাহলে কার কি বলার থাকতে পারে? দেশপ্রেমে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,' অথবা 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা' গাওয়া যায়, জীবনও দেওয়া যায়। কিন্তু নিজের অর্থ, এমনকি পিতার অর্থও অন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত দেখতে চায় না। মানুষের এই চরিত্র সম্পর্কে হিব্রু বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কেউ তার পিতার ঘাতককে ক্ষমা করতে পারে, পিতার অর্থ আত্মসাৎকারীকে ক্ষমা করতে পারে না।' অতএব রবিন খুদা যদি তার বিনিয়োগ নিরাপদ রাখতে চান, তা দোষণীয় বা নিন্দনীয় হতে পারে না।

রবিন খুদা একমাত্র দৃষ্টান্ত নন। বিপুল বিত্তের মালিক বাংলাদেশি-আমেরিকান ডা. কালী প্রদীপ চৌধুরীর বিনিয়োগ আছে ভারতসহ বহু দেশে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তার 'কেপিসি গ্রুপ'-এর বিনিয়োগের ক্ষেত্র পাওয়ার প্ল্যান্ট, বায়োটেকনোলজি, শিক্ষা, হাসপাতাল, হোটেল, রিয়েল এস্টেট, চা-বাগানসহ আরও অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। জন্মভূমি বাংলাদেশেও বিনিয়োগ করতে গিয়েছিলেন এখন থেকে দশ বছর আগে, 'সোনার বাংলা' গড়ার কারিগরদের সরকারের আমলে। পূর্বাচলে ৬০ একর জমির ওপর ১৪২ তলাবিশিষ্ট 'আইকনিক টাওয়ার' এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্সসহ আরও কিছু স্থাপনায় ৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেমিক কালী বাবুর আশা পূরণ হয়নি। তিনি এক বুক হতাশা নিয়ে তার 'ধনধান্য পুষ্পেভরা' দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে বলেছেন, 'দেশে কিছু করতে চাই, তাই "আইকনিক টাওয়ার" করার ইচ্ছা। এই চেষ্টা করতে গিয়ে আমলাতান্ত্রিক হয়রানির শিকার হয়েছি। বহুবার দেশে গেছি, দেশ থেকে ফিরে এসেছি। জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি (তৎকালীন) ড. মোমেন, অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি আশাবাদী যে আমার স্বপ্নের টাওয়ার বাংলাদেশে নির্মিত হবে।' বাংলাদেশকেন্দ্রিক আরও কিছু পরিকল্পনা ছিল ডা. কালী প্রদীপ চৌধুরীর। কে জানে এখন তার পরিকল্পনাগুলো কী অবস্থায় আছে।

বিশ্বব্যাংকের ব্যবসা পরিবেশ মূল্যায়ন 'বি-রেডি (বিজনেস রেডি) সূচক ২০২৪' অনুযায়ী ৫০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ২৯তম এবং 'বি-রেডি সূচক'-এর পূর্বসূরি বিশ্বব্যাংকের 'ব্যবসা সহজীকরণ' রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম। যে দিকগুলো বিশ্লেষণ করে এই সূচকগুলো নির্ধারণ করা হয়, সেগুলো বাংলাদেশে সুশাসনের অভাব, জনসেবার অনুপস্থিতি, নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোর দুর্বলতা, বিনিয়োগের প্রতিকূল পরিবেশেই সামনে আনে।

বিনিয়োগ পরিস্থিতির এই চিত্র থেকেও আমরা যদি আমাদের দেশের অর্থনীতির চালচিত্র সম্পর্কে ধারণা না করতে পারি এবং পদ্মা সেতু, সুড়ঙ্গপথ, মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ের মতো ব্যয়বহুল স্থাপনা দেখিয়ে জনগণকে বুঁদ করে রাখার চেষ্টা করি, তাতে ভালো কিছু হবে না। তা যে হয়নি, তা এসব মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সরকারের দম্ভের ওপর নির্মিত কাচের প্রাসাদ অল্প আঘাতেই খান খান হয়ে যাওয়াই প্রমাণ। অতএব বাজেটে বর্তমান ব্যয় বরাদ্দের কয়েক গুণ বেশি বরাদ্দ করা হলেও দেশ অর্থনৈতিক দুরবস্থার যে খাদে পড়ে আছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

এ পরিস্থিতি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর কবল থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা কি সুখ নিশ্চিত করে? উন্নয়নের গ্যারান্টি দেয়? স্বাধীনতা একটি নীতি, নিজস্ব শাসনের অধিকার, মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা, আইনের শাসন লাভের অধিকার। কোনো স্বাধীন দেশের প্রাথমিক দিনগুলোতে সব ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা কাটিয়ে ওঠা অনেক দেশের জন্যই সহজ ছিল না। কারণ যারা সদ্য স্বাধীন দেশের ক্ষমতায় আসীন হন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে জনগণ যে পর্বতপ্রমাণ আশা করে, তারা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কার্যকর কাঠামোর অনুপস্থিতিতে সর্বস্তরে দুর্নীতি ও লুণ্ঠন নিত্যদিনের কর্মসূচিতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বিধ্বস্ত দেশ গড়তে, ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ এবং গৃহহীন মানুষের মাথার ওপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে সারা বিশ্ব থেকে যা আসছিল, তা হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল। চুরিচামারি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র অভিধা দিয়েছিলেন। ওই সময় থেকে বাংলাদেশ পাঁচ দশকের বেশি সময় পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো ভিন্ন আদলে তলাবিহীন ঝুড়িই রয়ে গেছে।

এই দীর্ঘ সময়ে যারাই যখন ক্ষমতায় এসেছে, তাদের একটি অংশ এবং তাদের আশ্রয়প্রশ্রয়ে থাকা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যাংকের অর্থ লুট, জাতীয় সম্পদ বিদেশে পাচার করার মাধ্যমে দেশকে ফতুর করে ফেলেছে। এই প্রবণতা বন্ধ না করতে পারলে বছর বছর স্ফীত ব্যয় বরাদ্দসংবলিত বাজেট উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে? উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত হলো : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। এসব নিশ্চিত করার ওপরই দেশ পরিচালনার সাফল্য নির্ভর করে।

যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী ও অভিবাসন আবেদন প্রক্রিয়া পুনরায় চালু

(প্রথম পাতার পর)

ফেডারেল আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ করে শরণার্থী ও অভিবাসনসংক্রান্ত আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াকরণ পুনরায় শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। ১২ জুন প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, রোড আইল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের প্রভিডেন্সে ফেডারেল আদালতের প্রধান বিচারকের দেওয়া রায়ের সঙ্গে তারা একমত না হলেও পরবর্তী বিচারিক পর্যালোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ মেনে চলবে।ইউএসসিআইএস জানায়, গত ১১ জুন বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত আদালতের আদেশ জারি করা হয়েছে এবং সংস্থাটি ও তাদের অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যে নির্দেশনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে।গত সপ্তাহে রোড আইল্যান্ডের প্রধান বিচারক জন ম্যাককনেল এক রায়ে বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন ৩৯টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন সুবিধা সীমিত করে আইন লঙ্ঘন করেছে। এসব দেশের মধ্যে আফগানিস্তানও রয়েছে।

২০২৫ সালের শেষ দিকে একজন আফগান নাগরিকের সঙ্গে জড়িত একটি বন্দুক হামলার ঘটনার পর ট্রাম্প প্রশাসন 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে বিবেচিত কয়েকটি দেশের নাগরিকদের আশ্রয় আবেদন, ওয়ার্ক পারমিট, গ্রিন কার্ড এবং অন্যান্য অভিবাসন সুবিধার আবেদন প্রক্রিয়া স্থগিত বা বিলম্বিত করেছিল।

আদালত রায়ে উল্লেখ করেন, এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও প্রশাসনিক আইন পরিপন্থী এবং এর ফলে হাজারো আবেদনকারী দীর্ঘ সময় ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ও সহায়তা কর্মসূচিতে কাজ করা বহু আফগান নাগরিক নিরাপত্তা যাচাই সম্পন্ন করার পরও তাদের অভিবাসন আবেদন স্থগিত অবস্থায় ছিল।আদালতের রায়ের পর ইউএসসিআইএস জানায়, পরবর্তী আইনি কার্যক্রম চলমান থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াকরণ পুনরায় শুরু করা হবে। এতে আফগান শরণার্থী, বিশেষ অভিবাসী ভিসা (এসআইভি) সুবিধাভোগী এবং মানবিক সুরক্ষা প্রত্যাশী হাজারো আবেদনকারী কিছুটা স্বস্তি পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন উচ্চ আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, আদালতের এই সিদ্ধান্ত অভিবাসন ও শরণার্থী আবেদনকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে আফগান আবেদনকারীদের জন্য এটি যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপত্তা ও স্থায়ী বৈধ অবস্থান পাওয়ার পথে নতুন আশা তৈরি করেছে, যদিও ভবিষ্যৎ আইনি চ্যালেঞ্জের ফলাফল এখনো অনিশ্চিত।প্রসঙ্গত, ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতিতে কঠোর নিরাপত্তা যাচাই, শরণার্থী গ্রহণ সীমিতকরণ এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত দেশগুলোর নাগরিকদের প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রক্রিয়া আরও জটিল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বেকারত্ব ও ক্যারিয়ারের চাপ : চিকিৎসাব্যবস্থার বেহাল দশা

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন বাংলাদেশের ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ মানুষ

ঢাকা : বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশই তরুণ। কিন্তু দেশের এই মূল চালিকাশক্তি এক অদৃশ্য অথচ বিধ্বংসী সঙ্কটের মুখোমুখি, যার নাম মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের (এনআইএমএইচ) বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন, যার একটি বড় অংশই তরুণ প্রজন্ম। অবকাঠামোর চিত্রটি চরম সঙ্কটাপন্ন। তীব্র জনবল সঙ্কট, অপর্যাপ্ত বাজেট এবং বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর সীমাবদ্ধতার কারণে আক্রান্তদের ৯২ শতাংশেরও বেশি মানুষ কোনো ধরনের চিকিৎসার আওতায় আসছেন না।

ডিজিটাল আসক্তি ও মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান বলেন : পাবজি বা ফ্রি ফায়ারের মতো গেমসগুলো আমাদের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে চরম আগ্রাসী মনোভাব তৈরি করছে। একটি কেস স্টাডিতে দেখা গেছে, নবম শ্রেণীর এক ছাত্র গেমের প্রভাবে কাল্পনিক জগতে বসবাস করতে শুরু করেছে এবং নিজের চারপাশের মানুষের সাথে বিরোধপূর্ণ আচরণ করছে। ডিজিটাল আসক্তির কারণে অনেক শিশু ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে এমনভাবে ডুবে থাকে যে তারা বাস্তব জগতের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছে। তিনি আরো জানান, ইন্টারনেট আসক্তিকে এখন আন্তর্জাতিকভাবে (ডিএসএম-৫) একটি রোগ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব কিশোরী বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে তারা বেশি বিষণ্নতায় ভোগে। কারণ, তারা অন্যদের পোস্ট করা কৃত্রিম সুখী জীবনের সাথে নিজেদের বাস্তব জীবনের তুলনা করতে শুরু করে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) মানুষের মস্তিষ্কের 'প্লেজার সেন্টার' বা ডোপামিন নিঃসরণকে এমনভাবে উদ্দীপিত করছে, যাতে মানুষ দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনে আটকে থাকে। মনোবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা রসিকতা করে আব্রাহাম ম্যাসলোর চাহিদার ধাপ তত্ত্বের (Hierarchy of Needs) নিচে আরো দুটি ধাপ যুক্ত করেছে- 'মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ' এবং 'ওয়াইফাই কানেকশন'। অর্থাৎ আগে ইন্টারনেট, তারপর ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা ঘুমের মতো মৌলিক চাহিদা!

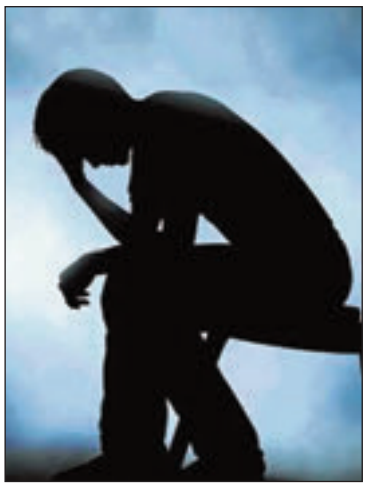

সামাজিকমাধ্যমের আসক্তি ও একাগ্রতা হ্রাস : তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে স্মার্টফোন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের (ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম) অতিরিক্ত ব্যবহার তরুণদের মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ছোট ছোট ভিডিও (রিলস বা শর্টস) দেখার ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকলাপে প্রভাব পড়ছে, যার ফলে তরুণদের মনোযোগের স্থায়িত্ব বা 'অ্যাটেনশন স্প্যান' মারাত্মকভাবে কমে গেছে। পাশাপাশি, সামাজিক মাধ্যমে অন্যদের জীবনের সফলতার খণ্ডচিত্র দেখে তরুণদের মধ্যে তীব্র হীনম্মন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হচ্ছে, যা পরবর্তীতে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের দিকে মোড় নিচ্ছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা ঢাকার একটি বেসরকারি স্কুলের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আবিরের (ছদ্মনাম) আচরণে মাল্টিপ্লেয়ার গেমের তীব্র প্রভাব দেখা গেছে। সে সবসময় এক ধরনের ঘোর এবং ডিজিটাল আসক্তিজনিত আচরণ প্রকাশ করছিল। তার পরিবারের এক সদস্য জানান, মোবাইল গেম ও সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তির কারণে সে কারও কথা শুনত না। অন্য একজন অভিভাবক তার ১৬ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে এই হাসপাতালে এসেছেন। তিনি জানান, সামাজিক চাপ, বুলিং এবং একাকিত্ব তার সন্তানকে এই মানসিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এ বিষয়ে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা: সাইফুন নাহার বলেন : "বর্তমানে মাদকাসক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, গেমিং এবং পর্নোগ্রাফি আসক্তিতে আক্রান্ত অনেক শিশু-কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য আসছেন, যা আমাদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। দীর্ঘমেয়াদি গেমিং আসক্তির ফলে শিশু-কিশোরদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিচারবোধের সাথে যুক্ত মস্তিষ্কের 'প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স' এর গঠনগত পরিবর্তন আসে। এর ফলে তাদের আচরণে ইমপালসিভিটি বা আবেগহীনতা তৈরি হয় এবং তারা বাবা-মাকে মারধর করা বা জিনিসপত্র ভাঙচুর করার মতো আগ্রাসী আচরণ করে। এমনকি এই আসক্তির ভয়াবহ পরিণতি হিসেবে অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়।"

বেকারত্ব ও ক্যারিয়ারের চাপ : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা অন্যতম বড় একটি চ্যালেঞ্জ। পড়াশোনা শেষ করে দীর্ঘ সময় চাকরি না পাওয়া, পারিবারিক প্রত্যাশার চাপ এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে বড় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা আতিক (ছদ্মনাম) দীর্ঘ তিন বছর ধরে সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখনো চাকরির সন্ধান না পেয়ে হতাশ আতিক প্রচলিত নিয়োগ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দীর্ঘদিন বেকার থাকার কারণে পরিবার ও সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। একই চিত্র ২০২০ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা জামাল উদ্দিনের (ছদ্মনাম)। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় সংসার চালানোর চাপ রয়েছে তার ওপর। বেশ কয়েকটি পরীক্ষার ভাইভা পর্যন্ত গেলেও চাকরি মেলেনি। নিজের এবং পরিবারের খরচ চালাতে না পারার এই গ্লানি তাকে প্রতিনিয়ত কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। তুরস্কের সাকারিয়া ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লজিস্টিকস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন বলেন : "দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্বকে সমাজ যখন 'ব্যক্তিগত ব্যর্থতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করে, তখন সমস্যার প্রকৃত কাঠামোগত চরিত্র আড়ালে চলে যায়। বাস্তবতা হলো, শিল্পনীতি, শিক্ষানীতি ও শ্রমবাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব রাষ্ট্রের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সক্ষমতাকে দুর্বল করে। ফলে একজন যোগ্য তরুণের বেকার থাকা তার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা নয়; বরং এটি নীতিনির্ধারণ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার প্রতিফলন।" তিনি আরো যোগ করেন, এই সঙ্কট মোকাবেলায় বেকারত্ব ভাতা চালু করা জরুরি, যাতে একজন তরুণ ন্যূনতম আর্থিক নিরাপত্তা ও মানসিক স্থিতি নিয়ে পুনরায় শ্রমবাজারে প্রবেশের প্রস্তুতি নিতে পারেন। একই সাথে সমাজকেও 'বেকার মানেই ব্যর্থ'-এই ক্ষতিকর ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সামাজিক ট্যাবু : সাহায্য চাওয়ার পথে দেয়াল : শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মানুষ যেভাবে সহজে চিকিৎসকের কাছে যায়, মানসিক রোগের ক্ষেত্রে চিত্রটি সম্পূর্ণ উল্টো। আমাদের সমাজে এখনো মানসিক স্বাস্থ্যকে লোকলজ্জার বিষয় মনে করা হয়। ফলে তরুণরা নিজের ভেতরে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা বয়ে বেড়ালেও সহজে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারে না। সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান জানান, দেশে প্রায় ১৭% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন, যা জনসংখ্যার হিসেবে প্রায় সোয়া দুই কোটির বেশি। এই বিশাল চাহিদার বিপরীতে দক্ষ সেবাদানকারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম; সারা দেশে মাত্র ৩০০ জনের মতো বিশেষজ্ঞ আছেন, যাদের মধ্যে প্রায় ২০০ জনই ঢাকাভিত্তিক। সামাজিক কুসংস্কার বা 'ট্যাবু'র কারণে অনেকেই চিকিৎসা নিতে চান না।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে ভারত

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ : ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বাঙালিদের, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের, আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। মঙ্গলবার (১৬ জুন) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানায়, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সীমান্তে বসবাসকারী বহু মানুষকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এসব ব্যক্তিকে যথাযথ যাচাই ছাড়া প্রবেশ করতে না দেওয়ায় অনেক পরিবার দুই দেশের সীমান্তের মধ্যবর্তী 'জিরো লাইনে' আটকা পড়ে যাচ্ছে। বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জুন থেকে এখন পর্যন্ত বিএসএফের অন্তত ২১টি 'পুশইন' প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হয়েছে। এসব ঘটনায় শিশুসহ ২০০ জনেরও বেশি মানুষ বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, তার সরকারের 'ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট' নীতির আওতায় শত শত 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে' আটক করা হয়েছে এবং প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে 'ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে'।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিভাগের উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, 'ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পরিবারগুলোকে নির্মমভাবে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে অথবা সীমান্তে আটকে রাখছে, যা তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। সরকারকে অবৈধ বহিষ্কার বন্ধ করতে হবে এবং নাগরিকত্ব যাচাইয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।' সংস্থাটি জানায়, তারা এমন নয়জন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলেছে যারা দেখেছেন, রাতের আঁধারে বিএসএফ বিভিন্ন দলকে সীমান্তে নিয়ে গিয়ে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কয়েকটি ঘটনায় বিজিবি প্রবেশে বাধা দিলে বিএসএফ পরে তাদের ভারতেই ফিরিয়ে নেয়। বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলায় ৫ জুন শিশুসহ ১০ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করলে ৭৫ ঘণ্টার অচলাবস্থা তৈরি হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা রুবেল হোসেন বলেন, 'তারা প্রায় ৫০ ফুট বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। পরে বিজিবি এসে তাদের থামায়। এরপর তারা সীমান্তের মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থান নেয়।' তিনি জানান, প্রথম রাতে প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মধ্যে তারা খোলা আকাশের নিচে ছিল। দ্বিতীয় দিনে বিএসএফ কিছু শুকনো খাবার দেয়। কয়েক দফা পতাকা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর বিএসএফ তাদের আবার ভারতীয় ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নেয়।

৬ জুন ভোরে দুইটি বাঙালি মুসলিম পরিবারের ছয় সদস্যকে ঠাকুরগাঁও সীমান্তে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিজিবি তাদের বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দিলে এবং বিএসএফ ভারতে ফিরতে না দিলে তারা দীর্ঘ সময় সীমান্তে আটকা পড়ে থাকে। পরে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া ৮ জুন ঠাকুরগাঁওয়ের জিরো লাইনে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা আটকে থাকার পর এক গর্ভবতী নারী ও তার সন্তানসহ ১১ জনকে বিএসএফ ফেরত নিয়ে যায় বলে জানিয়েছে বিজিবি। প্রতিবেদনে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গে মার্চ মাসের নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় দ্রুত ও বিতর্কিত প্রক্রিয়ায় ৯০ লাখেরও বেশি নাম বাদ দেওয়া হয়। এতে আটক ও বহিষ্কারের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর আগে আসামে ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়ায় ১৯ লাখের বেশি মানুষ রাষ্ট্রহীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছিল। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বারবার বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের 'অবৈধ অভিবাসী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, সীমান্তের কাছে নিয়ে গিয়ে অনেককে সরাসরি সীমান্ত পার করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চগড় সদর ইউনিয়নের এক জনপ্রতিনিধি হাসিবুর ইসলাম জানান, তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির একটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন, যাদের আধার কার্ড ছিল। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পর পুলিশ তাদের আটক করে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। পরে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরতে চান, তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে জোরপূর্বক বহিষ্কার বা চাপ সৃষ্টি করে প্রত্যাবাসন সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। সংস্থাটির দাবি, পশ্চিমবঙ্গে শত শত সন্দেহভাজন বাংলাদেশি অভিবাসীকে আটক কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মুসলিম, যদিও কিছু হিন্দুও রয়েছেন। অনেকের ক্ষেত্রে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়াই গ্রেফতার ও আটকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে জানিয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ ছাড়া সীমান্তে ঠেলে দেওয়া কাউকে গ্রহণ করা হবে না। নাগরিকত্ব যাচাই ও প্রচলিত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া মেনেই যেকোনো প্রত্যাবর্তন হতে হবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী ভারত প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় বাধ্য। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকে আটক বা বহিষ্কার করা মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন। খাদ্য, পানি, আশ্রয় ও চিকিৎসা ছাড়া সীমান্তে আটকে রাখা নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের শামিল হতে পারে। মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, 'কোনো মানুষের নাগরিকত্ব যাই হোক না কেন তাকে দুই দেশের সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মাঝখানে খোলা মাঠে রাত কাটাতে বাধ্য করা উচিত নয়। ভারতকে এসব নির্মম বহিষ্কার বন্ধ করতে হবে এবং উভয় দেশকে নিশ্চিত করতে হবে যে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা কখনোই মানুষের মৌলিক মর্যাদার বিনিময়ে পরিচালিত হবে না।'

হবিগঞ্জে কবরের পাশের রাস্তা নিয়ে দুই গ্রামের বাসিন্দাদের সংঘর্ষে দুজন নিহত

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় দুই দফা সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার আদিত্যপুর গ্রামের সেলু মিয়া (৫৩) ও হেলাল মিয়া (৩৭)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই গ্রামের মধ্যবর্তী চলাচলের রাস্তা নিয়ে আদিত্যপুর গ্রামের মোসাহিদ মেম্বার এবং আরিচাপুর গ্রামের নাসির ও আক্তারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল।

এ বিরোধকে কেন্দ্র করে বেলা ১টার দিকে দুই গ্রামের ২০০ থেকে ২৫০ জন লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র, টেঁটা, রামদা, লাঠিসোঁটা ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে স্থানীয় ডুবাঐ বাজারে দুই পক্ষ আবারও সংঘর্ষে জড়ায়। একপর্যায়ে সেলু মিয়া ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে বাহুবল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে রাত ১১টার দিকে গুরুতর আহত হেলাল মিয়াকে ওই হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। বাহুবল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, কবরের পাশের রাস্তা নিয়ে এ সংঘর্ষ হয়। এতে দুজন প্রাণ হারান। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অস্থির সময় পার করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশি ছুটেছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে। কিন্তু আজ সেই স্বপ্নের পথজুড়ে জমেছে ভয়, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তাপ, ইউরোপে কঠোর অভিবাসননীতি, উত্তর আমেরিকায় শরণার্থী ও কর্মসংস্থানের বিধি-নিষেধ, আফ্রিকায় অভিবাসীবিরোধী সহিংসতা– সব মিলিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা এখন এক অস্থির সময় পার করছেন। বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও উদ্বেগ পিছু ছাড়ছে না। আর যাদের অবস্থান অনিশ্চিত, তাদের কাছে প্রতিটি দিন যেন নতুন পরীক্ষার নাম। যুদ্ধের ছায়ায় উপসাগরীয় প্রবাসীরা : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে প্রবাসীদের মধ্যে। সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতারসহ উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা বলছেন, বাহ্যিকভাবে জীবন স্বাভাবিক মনে হলেও মানুষের মনে ভয় বাসা বেঁধেছে। ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার খবর নিয়মিত পৌঁছাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে শঙ্কা : যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের জন্য নতুন উদ্বেগের নাম কর্মসংস্থান অনুমতি হারানোর আশঙ্কা। প্রস্তাবিত নতুন নীতির আওতায় মানবিক সুবিধাভোগী, বিশেষ প্রশাসনিক সুরক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং বহিষ্কারের আদেশের মুখোমুখি থাকা অনেক অভিবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে।

বহিষ্কারের আতঙ্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কাগজপত্রবিহীন বাংলাদেশিদের মধ্যে ভয় আরও প্রকট হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে কয়েক দফায় বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আরও কয়েকশ ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে আলোচনা চলছে। এর ফলে অনেকে কর্মস্থলে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। কেউ আত্মগোপনে রয়েছেন, কেউ আইনজীবীর শরণাপন্ন হচ্ছেন, আবার কেউ দেশে ফেরার সম্ভাবনাও বিবেচনা করছেন।

কানাডায় স্বপ্নভঙ্গের শঙ্কা : অভিবাসনবান্ধব রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত কানাডাও এবার কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে। নতুন আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রমের পর শরণার্থী আবেদন গ্রহণ না করার বিধান চালু হয়েছে। এতে হাজার হাজার আবেদন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

ফ্রান্সে বৈধ অভিবাসনেও অনিশ্চয়তা : ফ্রান্সে বসবাসরত প্রবাসীদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। সেখানে বৈধ অভিবাসনে সাময়িক বিরতির প্রস্তাব আলোচনায় এসেছে। যদি তা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে কর্মভিসা, পারিবারিক পুনর্মিলনসহ নিয়মিত অভিবাসনের পথও সংকুচিত হতে পারে। অনেক বাংলাদেশি জানিয়েছেন, আবাসন নবায়ন, সাক্ষাৎকার এবং কাগজপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়া আগের তুলনায় দীর্ঘ ও জটিল হয়ে উঠেছে।

ইউরোপে নতুন অভিবাসন বাস্তবতা : ইউরোপীয় ইউনিয়ন নতুন অভিবাসন ও শরণার্থীনীতি কার্যকর করেছে। নতুন ব্যবস্থায় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ জোরদার, দ্রুত আশ্রয় প্রক্রিয়া এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের

বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। সমর্থকদের মতে, এটি দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার সমাধান করবে। তবে মানবাধিকারকর্মীদের আশঙ্কা, এর ফলে আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার আরও সংকুচিত হতে পারে।

যুক্তরাজ্যে আতঙ্কের নতুন নাম : যুক্তরাজ্যে সাম্প্রতিক সহিংসতা নতুন করে অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। উগ্র ডানপন্থিদের হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং অভিবাসীবিরোধী স্লোগানে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বহু প্রবাসী। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে কয়েকটি বাংলাদেশি পরিবার সরাসরি হামলার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনেক পরিবার ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও হামলা ও ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। প্রবাসীরা বলছেন, বৈধ কাগজপত্র থাকলেও এখন নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না।

কেয়ার ভিসার ফাঁদে নিঃস্ব মানুষ : যুক্তরাজ্যে কেয়ার খাতে কাজের আশায় গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন বহু বাংলাদেশি। চাকরি, বাসস্থান ও স্থায়ী আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দালালচক্র বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বিদেশিবিরোধী ক্ষোভ : দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারত্বকে কেন্দ্র করে বিদেশিবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়েছে। অবৈধ অভিবাসীদের দেশ ছাড়ার আলটিমেটাম এবং বিভিন্ন আন্দোলনের জেরে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। বৈধভাবে বসবাসরত প্রবাসীরাও নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না। অনেক বিদেশি নাগরিক আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।

ফিনল্যান্ডে বাড়ছে প্রত্যাবাসন : উত্তর ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ডও অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। আশ্রয় আবেদন প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিদের ফেরত পাঠানোর হার বেড়েছে। নথিবিহীন অভিবাসীদের মধ্যে ভয় ও মানসিক চাপ বাড়ছে। অনেকে বলছেন, নিজ দেশে ফিরে গেলে তাদের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়বে। তবুও আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে ফেরত যাওয়ার চাপ তৈরি হচ্ছে।

ভূমধ্যসাগর : স্বপ্নের পথে মৃত্যুফাঁদ : উন্নত জীবনের আশায় বিপজ্জনক সমুদ্রপথে যাত্রা করা অভিবাসীদের জন্য ভূমধ্যসাগর এখনো এক নির্মম বাস্তবতা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় শত শত মানুষের নিখোঁজ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নারী ও শিশুসহ বহু মানুষের ভাগ্য এখনো অজানা। প্রতিবছর উন্নত জীবনের স্বপ্নে মানুষ এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়ালেও অনেকের যাত্রা শেষ হয় অচেনা জলরাশিতে।

অনিশ্চয়তার প্রহর গুনছে প্রবাসজীবন : বিশ্বজুড়ে পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতা, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান অভিবাসনকে নতুন এক মোড়ে এনে দাঁড় করিয়েছে।

যে প্রবাসজীবন একসময় ছিল আশার প্রতীক, আজ সেখানে যুক্ত হয়েছে ভয়, অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার দীর্ঘ ছায়া। তবুও জীবনের তাগিদে মানুষ স্বপ্ন দেখা থামায় না। প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটানোর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই হাজারো বাংলাদেশি এখনো বিদেশের মাটিতে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। তাদের একটাই প্রত্যাশা– মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়সংগত নীতি এবং নিরাপদ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা। কারণ প্রবাসীদের কাছে বিদেশ মানে শুধু কর্মস্থল নয়; সেটিই তাদের স্বপ্ন, দায়িত্ব এবং বেঁচে থাকার অবলম্বন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন

www.weeklybangladeshusa.com

প্রোহেলথ হোমকেয়ার

মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।

প্রোহেলথ হোমকেয়ার
ProHealth Home Care, Inc.
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-633-1112
Fax: 718-633-1117

বিশ্বকাপ ফুটবলে ১৩ মুসলিম দেশের অংশগ্রহণ

(প্রথম পাতার পর)

ফুটবল বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এবারের আসরে রেকর্ডসংখ্যক ১৩টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ অংশ নিয়েছে। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপ পর্যন্ত বিশ্বমঞ্চে মুসলিম দেশগুলোর এই ব্যাপক উপস্থিতি বিশ্ব ফুটবলে মুসলিম বিশ্বের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থানেরই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।

মরক্কো : কাতার বিশ্বকাপে (২০২২) প্রথম আফ্রিকান ও আরব দেশ হিসেবে সেমিফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়া 'অ্যাটলাস লায়ন্স'রা এবারও সবচেয়ে ফেবারিট মুসলিম দল হিসেবে মাঠে নামবে। প্যারিস সেন্ট জার্মেইর (পিএসজি) তারকা ফুলব্যাক আশরাফ হাকিমির নেতৃত্বাধীন দলটি ২০১৫ সালের ফিফা আরব কাপ জয় করেছে এবং সর্বশেষ আফ্রিকান নেশনস কাপে রানার্সআপ হয়েছে। সাতবার বিশ্বকাপ খেলা মরক্কো এখন যেকোনো টুর্নামেন্টের অন্যতম দাবিদার।

সেনেগাল : আফ্রিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দল এটি। ২০২২ ও ২০২৬ সালের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস ট্রফি জয়ী দলটির সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছিল ২০০২ সালে, যখন তারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। ইউরোপের শীর্ষ লিগে খেলা ফুটবলারদের পাশাপাশি সৌদি আরবে খেলা তারকা সাদিও মানে এই দলের অন্যতম প্রধান শক্তি। উল্লেখ্য, মাঠের খেলায় সেনেগাল আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের শিরোপা জিতলেও পরে নিয়মভঙ্গ ও ম্যাচ পরিত্যাগের অভিযোগে কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল তাদের শিরোপা কেড়ে নেয়। এর ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে মরক্কোকে নতুন আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে।

তুরস্ক : দীর্ঘ দুই দশক পর বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরেছে তুরস্ক। ২০০২ সালের বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান অধিকার করে বিশ্বকে চমকে দেওয়া দলটি এবার ইতালীয় কোচ ভিনসেনজো মন্তেল্লার অধীনে ইউরোপীয় প্লে-অফ পেরিয়ে মূল পর্বে এসেছে। আক্রমণভাগে কেরেম আকতুরকোলোর মতো তরুণ প্রতিভাদের নিয়ে হাকান সুকুর ও রুস্তু রেচবারদের সেই সোনালি সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে চায় তারা।

আলজেরিয়া : ২০১৪ সালের পর এই প্রথম ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে ফিরল আলজেরিয়া। ওই বছর ব্রাজিল বিশ্বকাপে তারা শেষ ১৬তে উঠে চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত টেনে নিয়েছিল। ২০১৯ সালে আলজেরিয়াকে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জেতানো রিয়াদ মাহরেজ এখনো দলটির অন্যতম সেরা তারকা।

ইরান : এটি ইরানের টানা চতুর্থ এবং সর্বমোট সপ্তম বিশ্বকাপ। এশিয়ার অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ড মেহেদি তারেমির নেতৃত্বাধীন এই দলে আছেন আলিরেজা জাহানবখশ এবং এহসান হাজসাফির মতো অভিজ্ঞ তারকারা। তবে এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণটি ইরানের জন্য সহজ ছিল না। কারণ, বিশ্বকাপ শুরুর চার মাস আগেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান হামলার শিকার হতে হয়েছে দেশটিকে, যা তাদের ঘরোয়া ফুটবলকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা : বলকান অঞ্চলের এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটি ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে (প্রথমবার খেলেছিল ২০১৪ সালে)। প্লে-অফ শুটআউটে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে নাটকীয়ভাবে হারিয়ে তারা আমেরিকার টিকিট নিশ্চিত করে।

সালাহ'র মিসর : ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে জায়গা না পাওয়া লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ সালাহর মিসর এবার দুর্দান্তভাবে ফিরে এসেছে। রেকর্ড সাতবারের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জয়ী দলটি এবার তাদের চতুর্থ বিশ্বকাপ খেলবে।

সৌদি আরব : এটি সৌদি আরবের সপ্তম বিশ্বকাপ। ১৯৯৪ সালে নিজেদের অভিষেক বিশ্বকাপে শেষ ১৬তে পৌঁছানো এবং ২০২২ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারানোর স্মৃতি এখনো ফুটবলপ্রেমীদের মনে টাটকা। ২০৩৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হিসেবে ফুটবল পরিকাঠামো ও ঘরোয়া লিগে বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তারা।

এবারের বিশ্বকাপে এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশ : কাতার ২০২২ সালে আয়োজক হিসেবে সরাসরি খেললেও এবারই প্রথম মূল বাছাইপর্বের বৈতরণী পার হয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে। টানা দুবার এশিয়ান কাপ জেতা দলটির প্রাণভোমরা হলেন এশিয়ার বর্ষসেরা ফুটবলার আকরাম আফিফ এবং অলটাইম টপ স্কোরার আলমোয়েজ আলী।

জর্ডান : ২০২৬ বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ডেবিউ বা অভিষেক হতে যাচ্ছে জর্ডানের। ২০২৪ সালে প্রথমবার এশিয়ান কাপের ফাইনালে ওঠার পর এবার মূল বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করা জর্ডানের ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন। ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগে খেলা জর্ডানের প্রথম ফুটবলার মুসা আল-তামারি এই দলের মূল চালিকাশক্তি।

ইরাক : ১৯৮৬ সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপের পর এই প্রথম বিশ্বমঞ্চে ফিরল ইরাক। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে ২১টি ম্যাচ খেলে আধুনিক ফুটবলের অন্যতম দীর্ঘতম বাছাইপর্বের মিশন পার করে এসেছে তারা। ২০০৭ সালের এশিয়ান কাপ জয়ী ইরাক এবার বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম জয় বা ড্রয়ের খোঁজে ইতিহাস গড়তে মরিয়া।

উজবেকিস্তান ও তিউনিসিয়া : জর্ডানের মতো উজবেকিস্তানও এবার বিশ্বকাপে প্রথম অভিষেক ঘটিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। মধ্য এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে তারা খেলবে বিশ্বমঞ্চে। কয়েক দশক ধরে অল্পের জন্য সুযোগ হাতছাড়া হওয়া এই দলটির স্বপ্ন পূরণ হয়েছে ২০২৫ সালে। দলের প্রধান তারকা ও অধিনায়ক এলডর শোমুরোদভ এবং তরুণ ডিফেন্ডার আবদুকোদির খুসানভ। আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম দল তিউনিসিয়ার এটি সপ্তম বিশ্বকাপ। গত বিশ্বকাপে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে চমকে দেওয়া দলটি এবার গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে নকআউট পর্বে যাওয়ার নতুন ইতিহাস গড়তে চায়।

রয়টার্সের বিশ্লেষণ

ট্রাম্পের আমলে মার্কিন ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টারে মৃত্যুহার দ্বিগুণ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) বা ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টারগুলোতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে বন্দিদের মৃত্যুর হার দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। রয়টার্সের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এসব কেন্দ্রে প্রতি ৩ হাজার ৮৪৮ জন বন্দির মধ্যে বছরে গড়ে একজন মারা যেতেন। কিন্তু ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্পের গণ-বহিষ্কার অভিযান শুরুর পর, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এ হার বেড়ে প্রতি ১ হাজার ৬৩০ জনে একজনে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এ পর্যন্ত ৫০ জন বন্দির মৃত্যু হয়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। এই মৃত্যুর কারণগুলো জটিল হলেও আইসিই রেকর্ড এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পর্যালোচনা করা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রমবর্ধমান মৃত্যুহার এবং অন্যান্য তথ্য বন্দিশালাগুলোতে নজরদারি ও চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি করছে। ডেমোক্র্যাট জো বাইডেনের শেষ বছরে বন্দিসংখ্যা বাড়তে শুরু করলেও ট্রাম্পের আমলে তা অনেক বেশি বেড়েছে। ট্রাম্প ক্ষমতা নেয়ার সময় প্রায় ৪০ হাজার অভিবাসী বন্দি ছিলেন। পরে জানুয়ারিতে তা সর্বোচ্চ ৭০ হাজারে পৌঁছায় এবং জুনের শুরুতে তা কমে ৫৭ হাজারে দাঁড়ায়।

রয়টার্সের হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী, ৫০ জন মৃতের মধ্যে ২১ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় তাদের মারা যাওয়ার পর বা অচৈতন্য অবস্থায়। এর মধ্যে ১০টি আত্মহত্যার ঘটনা রয়েছে, যা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নজরদারির অভাব এবং সময়মতো চিকিৎসাসেবা না পাওয়ার প্রমাণ হতে পারে বলে মনে করছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী চিকিৎসক সঞ্জয় বসু। অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে, যা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির দিকে ইঙ্গিত করে।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক শ্যানেল ডিয়াজ বলেন, 'এই তথ্য প্রমাণ করে যে সংস্থাটি চিকিৎসাগতভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের বন্দি করছে, যার ফলে ''প্রতিরোধ্য মৃত্যুর হার'' বাড়ছে।' যেমনভাত সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের একটি বন্দিশালায় সান্তোস রেয়েস বানেগাস নামের এক হন্ডুরান নাগরিক অ্যালকোহল প্রত্যাহারের (উইথড্রয়াল) কারণে সৃষ্ট কাঁপুনি নিয়ে মারা যান। চিকিৎসকরা তার অবস্থা জানলেও তাকে কোনো জরুরি বিভাগে পাঠানো হয়নি।ইন্ডিয়ানার একটি ডিটেনশন সেন্টারে (যাকে ট্রাম্প প্রশাসন 'স্পিডওয়ে স্ল্যামার' বলে ডাকে) গত এপ্রিলে তুয়ান ভ্যান বুই নামের ৫৫ বছর বয়সী এক ভিয়েতনামি নাগরিক স্ট্রোক ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সহবন্দিদের দাবি, তিনি পড়ে যাওয়ার পর রক্ষীদের ডাকলেও তারা আসতে ১৫ মিনিট সময় নেন। চিকিৎসা কর্মীরা আরও ১০ মিনিট পর পৌঁছান, কিন্তু ততক্ষণে বুই মারা যান। যদিও কেন্দ্রীয় নিয়ম অনুযায়ী ৪ মিনিটের মধ্যে চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছানোর কথা।

পেনসিলভানিয়ার মোশানন ভ্যালি প্রসেসিং সেন্টারে গত আগস্টে চিনা অভিবাসী কাওফেং গে (৩২) আত্মঘাতী হন। আইসিই দাবি করেছে, তার মানসিক সমস্যার কোনো রেকর্ড তাদের কাছে ছিল না। অথচ এর আগে অন্য একটি কারাগারে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন এবং চিকিৎসকরা তাকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন ট্রাম্পের নতুন নীতির কারণে অনেক কম গুরুতর অপরাধীও এখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্দি হচ্ছেন। যেমন আফগান বিশেষ বাহিনীর সাবেক সদস্য মোহাম্মদ পাকতিয়াওয়াল, যিনি ২০২১ সালে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। সামান্য কেনাকাটায় দুর্নীতির দায়ে তাকে আটক করা হয় এবং পরে তিনি হৃদরোগে মারা যান। আইসিই তার মৃত্যুর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাকে 'অপরাধী অবৈধ এলিয়েন' হিসেবে উল্লেখ করে, যা ট্রাম্প প্রশাসনের একটি নতুন ধারা।

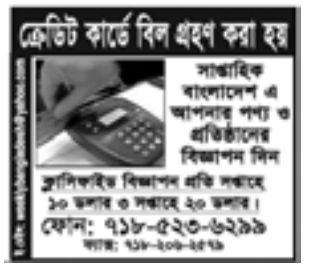

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

চিটাগং অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

(শেষ পাতার পর)

করে বলেছেন, কোরামবিহীনভাবে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং জোরপূর্বক ভবন ও ব্যাংক হিসাব নিয়ন্ত্রণে রেখে সংগঠন পরিচালনার চেষ্টা করা হচ্ছে। গত ১৫ জুন সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তুলে ধরেন সংগঠনের সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হোসেন সিরাজির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্বও করেন তিনি।এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান শাহ-জাহান সিরাজি, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হাসান চৌধুরী, উপদেষ্টা মোহাম্মদ দিদার, তারিখ চৌধুরী দীপু, সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোক্তাদির বিল্লাহ, সহ-সভাপতি আকবর আলী বাপ্পি, সহ-সভাপতি আইফুর আনসারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, দপ্তর সম্পাদক শিমুল বড়ুয়া, সহ দপ্তর সম্পাদক জয়নাল আবেদীন আতিক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল অদুদ, ক্রীড়া সম্পাদক জাহেদুল আজম, কার্যকরি সদস্য নূরুস সোফা, মোহাম্মদ শওকত আলী, খাইরুল বাসার, অমল বড়ুয়া, বিধান বড়ুয়া প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে মাকসুদুল হক চৌধুরী বলেন, চিটাগং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা এই প্রবাসের অন্যতম একটি বৃহৎ সংগঠন, যা মৃতের সৎকারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, তখন এ সংগঠনের নাম ছিল চট্টগ্রাম সমিতি যা পরবর্তী সময়ে চিটাগং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছর কোনো সমস্যা না থাকলেও ১৯৯৭ সালে ভবন ক্রয়ের পর থেকেই একটি মহল এ সংগঠনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। প্রতিষ্ঠার সময় কোন রূপ সহযোগিতা না করলেও ভবন ক্রয়ের পর ওই লোকগুলো সংগঠনটির মালিক বনার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় তারা বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের পক্ষে সমর্থনের নামে সংগঠনটিকে দফায় দফায় ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ২০০৯ সালে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ তার বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের ওপর দেশীয় স্টাইলে সিকিউরিটির সদস্যদের লেলিয়ে দিয়ে চরম নির্যাতন করে সংগঠনটিতে পেশিশক্তি ব্যবহারের সূচনা করেছিল, যা আজও অব্যাহত। ২০০৯ সালের সেদিনের নির্যাতনে আহত হয়ে সৈয়দ মোশাররফ হোসেন বাবর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, আরো আহত হয়েছিল কামাল হোসেন মিঠু, এনাম চৌধুরী, তরিকুল হায়দার চৌধুরী, ফোরকান উদ্দিন, এহতেশামুল হক শিমুলসহ অনেকেই। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কোন এক জাদুর বলে বর্তমানে মোহাম্মদ হানিফের পাশের চেয়ারে বসে থাকে, উদ্দেশ্য একটাই চিটাগং অ্যাসোসিয়েশনের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা দেওয়া।

তিনি আরো বলেন, চিটাগং অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক হিসাবের সমস্যা শুরু ২০১৪ সাল থেকে। তখন মো. তাহের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, সভাপতি আকবর আলী এবং কোষাধ্যক্ষ মো. মোক্তাদির বিল্লাহর বিপরীত প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কারণে তিনি কার্যকরি পরিষদের সব কাজে তখন উল্টো পথে হাঁটতেন। তার নিজের কোনো মতামত দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না সে তার মুরুব্বি কাজী আজম, মনির আহমদ, শামসু, এনাম প্রমুখের পরামর্শ নিয়ে কার্যকরি পরিষদের সভায় উপস্থিত হতেন। ফলে আজো মোহাম্মদ তাহের তার সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন সময়ের হিসাব দেয়নি, জানতে চাইলে বলে তার কাছে কোনো হিসাব নেই। একইভাবে এ গ্রুপটি ২০১৭ সালে নির্বাচনের ছয় মাস পার হতে না হতে, তৎকালীন সভাপতি মরহুম আবদুল হাই জিয়ার কমিটি থেকে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, কামাল হোসেন মিঠু, আরিফুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন কার্যকরি পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিল, উদ্দেশ্য একটাই যেন সংগঠনটির মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়, মরহুম জিয়াকে সঠিকভাবে সংগঠনটি পরিচালনা করতে দেয়নি তারা, তিনি নির্বাচন দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও তথাকথিত মুরুব্বি এবং তার কমিটির কয়েকজন সদস্যের অসহযোগিতার কারণে নির্বাচন দিতে পারেননি। হিসাবের কাগজপত্র নিয়ে অনেকের ধারে ধারে গিয়েছিলেন কিন্তু ঠিক একই কারণে তা দিতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে করোনার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। এসবের পেছনেও একই গ্রুপ কলকাঠি নেড়েছেন, এ মানুষগুলোর কাজই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, সংগঠনের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করে রাখা।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, শাহজাহান সিরাজি, মাসুদ হোসেন সিরাজি, মোক্তাদির বিল্লাহ ও আহসান হাবিব।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বাবার মেয়ে এবার লড়ছেন নিউইয়র্ক সিনেটে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের কোনো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পদে এ পর্যন্ত ১০ জনের কম ফিলিস্তিনি- নির্বাচিত হতে পেরেছেন। এবার সেই তালিকায় নিজের নাম লেখাতে লড়ছেন হিজাব পরিহিত তরুণী আবের কাওয়াস। ২৩ জুন নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর এই ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট নেত্রী নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্ট ১২ আসনের জন্য ডেমোক্র্যাট দলের প্রাইমারি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ লড়াইয়ে তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপিনো-মার্কিন অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা। প্রাইমারিতে যিনি জয়ী হবেন, তিনি আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিজ প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর সেখানে সফল হলে আগামী জানুয়ারিতে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য সিনেটের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করবেন।

স্টিভেন রাগা ২০২৫ সালে মেয়র জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক নির্বাচনী প্রচারকে সমর্থন করেছিলেন। তবে গত সপ্তাহে মামদানি নভেম্বরের নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্য আবের কাওয়াসকে (৩৪) সমর্থন দিয়েছেন। আবের কাওয়াস মিডল ইস্ট আইকে বলেন, 'মামদানির আন্দোলন বহু তরুণ ও প্রগতিশীল মানুষকে নতুন কিছু করার সুযোগ করে দিয়েছে। এটি তাঁদের আশার আলো দেখিয়েছে এবং নিজেদের ভেতরের হতাশা ও ক্ষোভকে একটি ইতিবাচক ধারায় রূপান্তরের পথ তৈরি করেছে। এ লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কাজ করেছেন।' কাওয়াস আরও বলেন, 'আমরা এখন সেই আন্দোলনের গতিকেই কাজে লাগাতে এবং এটিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছি।'

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা : মাত্র এক বছর আগে ডেমোক্র্যাট দলের প্রাথমিক বাছাইয়ে জয়ের আগে জোহরান মামদানিকে মূলত একজন বহিরাগত প্রার্থী হিসেবে দেখা হতো। তিনি বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং বিনা মূল্যে বাস ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি প্রচার চালিয়েছিলেন। তবে ওই সময় সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে সবচেয়ে বেশি যা জায়গা করে নিয়েছিল, তা হলো পুরো প্রচারজুড়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে মামদানির আপসহীন অবস্থান। পরে বিভিন্ন তথ্যে দেখা যায়, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে মামদানির এ অবস্থানই মূলত প্রাইমারি নির্বাচনে তাঁর জয় নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছিল। যদিও গাজায় চলমান ইসরায়েলি গণহত্যা ইস্যুতে তাঁর মতামতের কারণে তাঁকে ইহুদি-বিদ্বেষের অপবাদ সইতে হয়েছিল। কাওয়াসকে এ ইস্যুতে নতুন করে কোনো অবস্থান বেছে নিতে হচ্ছে না। সবদিক থেকে তিনি নিজেই যেন এ অবস্থানের এক জীবন্ত প্রতীক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসা একজন ফিলিস্তিনি অভিবাসী, যিনি নিজের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন। কাওয়াস জানান, তিনি তাঁর এ নতুন শহরের সব বাসিন্দার মধ্যে মেলবন্ধনের পথ হিসেবে

যৌথ প্রচেষ্টা ও নাগরিক অংশগ্রহণকে বেছে নিয়েছেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পরের বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কাওয়াসের বৈধ কাগজপত্রহীন বাবাকে গ্রেপ্তার করেছিল। সে সময় নিউইয়র্ক সিটিসহ পুরো দেশজুড়ে মুসলিমদের ওপর চালানো হয়েছিল ব্যাপক দমনপীড়ন। এর মধ্যে ছিল এফবিআইয়ের অভিযান, গুম করা, বিভিন্ন মসজিদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক নজরদারি। কাওয়াসের বাবাকে প্রায় তিন বছর আটকে রাখার পর জর্ডানে ফেরত পাঠানো হয়। ফলে কাওয়াসের শৈশবের অনেক স্মৃতিজুড়েই রয়েছে কারাগারের কাচের দেয়ালের ওপাশ থেকে তাঁর বাবার সঙ্গে বিপর্যস্ত মায়ের কথা বলার দৃশ্য। তিনি এটিকে একটি 'বহুমাত্রিক' ডিটেনশন সেন্টার বা আটককেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে শুধু নাগরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দায়ে আটক ব্যক্তিরাই নন; বরং বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত কয়েদিদেরও রাখা হতো। বাবাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর কাওয়াস ও তাঁর ভাইবোনদের এক অভিভাবকের (একক মা) সংসারে বড় হতে হয়েছিল। বর্তমানেও হাজার হাজার পরিবারকে ঠিক এ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। কারণ, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বছরে ১০ লাখ মানুষকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। কাওয়াস মিডল ইস্ট আইকে বলেন, 'আমি চাই না, এমন ঘটনা আর কারও জীবনে ঘটুক।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা একসময় নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ সুগম করতে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিবাসনসংস্কারের জন্য লড়াই করতাম। আর এখন আমরা লড়াই করছি ট্রাম্প আমলের এসব নীতির বিরুদ্ধে।যেমন মুসলিমদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, ভিসা কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি। তাই আমি মনে করি, এটি আমাদের আন্দোলনকে একটি বার্তাই দেয়...আপনাকে সাহসী হতে হবে, নিজের সম্প্রদায়ের জন্য লড়তে হবে এবং মাঠে থাকতে হবে।'

জনপ্রিয়তার জোয়ারে ভাসছেন কাওয়াস : নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ৮০ লাখ বাসিন্দা রয়েছেন, যাঁরা প্রায় ৮০০ ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। এই বৈচিত্র্যের একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে কুইন্স বরো। আর এই কুইন্সেরই পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করার আশা করছেন আবের কাওয়াস। সিনেট ডিস্ট্রিক্ট ১২ আসনটি বেশ বৈচিত্র্যময় কয়েকটি এলাকার ওপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাস্টোরিয়া, লং আইল্যান্ড সিটি এবং সানিসাইডের মতো বেশ কিছু এলাকা। হিজাব পরিহিত আবের কাওয়াস একজন স্পষ্ট মুসলিম নারী হলেও নিউইয়র্ক সিটিতে এমন দৃশ্য মোটেও বিরল বা অপরিচিত নয়। তবে তিনি ইতিমধ্যেই দেশটির ডানপন্থী সংবাদমাধ্যমগুলোর শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছেন। এই মাধ্যমগুলো তাঁর আগের কর্মস্থল ও সহযোগী সংগঠনগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। এসব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে 'কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস' (সি-এআইআর) এবং 'ইউএস ক্যাম্পেইন ফর প্যালেস্টিনিয়ান রাইটস'। এ দুই সংস্থাই যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত ও সক্রিয়ভাবে পরিচালিত অলাভজনক অধিকার রক্ষাবিষয়ক সংগঠন। তবে ইসরায়েলপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠী এ দুই সংগঠনের বিরুদ্ধে 'মার্কিন মূল্যবোধের পরিপন্থী' কাজ করার অভিযোগ এনেছে। কাওয়াস মিডল ইস্ট আইকে বলেন, 'আমি আমার নিজের মসজিদ থেকেই প্রথম সামাজিক কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলাম। তরুণ বয়স থেকেই আমি মসজিদের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, মাদকাসক্তি সমস্যা ও পারিবারিক সহিংসতার মতো বিষয়ে কাজ করেছি। এরপর আমি "আরব আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন"-এর মতো বিভিন্ন কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনে অভিবাসী অধিকার, ভাষার সহজলভ্যতা ও পুলিশ সংস্কার নিয়ে কাজ করেছি। এটিই মূলত আমার পুরো কাজের পটভূমি।' মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলের গত এপ্রিলের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ট্রাম্প প্রশাসনের অধীন মুসলিম মার্কিন নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলা গত ১৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন এক বৈরী পরিবেশের মধ্যেই কাওয়াস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ওই সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, কেবল চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই মুসলিমদের লক্ষ্য করে চালানো এ ধরনের সহিংসতার ঘটনা আগের তুলনায় ১১ গুণ বেড়েছে।

হাসনাতকে ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় তিনজনকে আটক করলো লন্ডন পুলিশ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহর একটি সভাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সভাস্থল ও এর আশপাশে বিক্ষোভ, ডিম নিক্ষেপ এবং হাতাহাতির ঘটনায় অন্তত তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (স্থানীয় সময়) ইস্ট লন্ডন মসজিদ-সংলগ্ন মায়েদা গ্রিল রেস্টুরেন্টে এনসিপি ইউকে অ্যালায়েন্স আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন হাসনাত আবদুল্লাহ।আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, সভা শুরুর আগেই সেখানে বিক্ষোভ শুরু করেন যুক্তরাজ্যপ্রবাসী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও তাদের সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা। এ সময় এনসিপির সমর্থকরাও সেখানে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে এনসিপির কর্মী-সমর্থকদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠান শুরুর কথা থাকলেও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন ঘণ্টা পর কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে হাসনাত আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান এবং বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান শেষে পুলিশি নিরাপত্তায় তিনি স্থান ত্যাগ করেন।স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, সভাস্থল এলাকায় সৃষ্ট উত্তেজনার ঘটনায় অন্তত তিনজনকে আটক করেছে লন্ডন পুলিশ। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফসার খান সাদেক রয়েছেন বলে জানা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে তাকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলতে দেখা যায়। তবে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানা যায়নি।

মতিন চৌধুরীর সাথে প্রবাসী মৌলভীবাজারবাসীর মতবিনিময়

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র সফররত মৌলভীবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এডভোকেট ড. মোহাম্মদ আব্দুল মতিন চৌধুরীর সাথে মতবিনিয় করেছেন প্রবাসী মৌলভীবাজারবাসী। এ উপলক্ষ্যে বুধবার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার একটি রেষ্টুরেন্টের মিলনয়তনে এক সভার আয়োজন করা হয়। মৌলভীবার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'র উপদেষ্টা সালেহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রজনীতিক মরল আলী, লীগ অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি এমাদ চৌধুরী, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র উপদেষ্টা আব্দুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ সভাপতি আবু সাঈদ আহমদ, রাজনগর উপজেলা উন্নয়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ফজল খান ও বিশিষ্ট রাজনীতিক নূরে আলম জিকু ।

মৌলভীবার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ'র সহ সভাপতি জাবেদ উদ্দিন ও সহ সাধারণ সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদারের যৌথ সঞ্চালনায় সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর সভায় মৌলভীবাজারবাসীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহান খান, মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, আবদুল খালেক, মোহাম্মদ হোসেন আহমেদ, বশির উদ্দিন, পারভেজ হোসেন ডলার, মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসেম, মোহাম্মদ রফিক, শামসুল আলম, মোহাম্মদ জুলহাস শেকিল, একে ইসমাইল, আফতাব উদ্দিন, খন্দকার আব্দুল আজিজ, সৈয়দ এম উদ্দিন জুনেল, মোহাম্মদ নজরুল মিয়া, অলি আহমেদ সনি, আবুল আলম, আবুল মুহিত মুক্তা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচারনা করেন শাফি খান। এছাড়াও সভার প্রধান অতিথি হিসেবে ড. মতিন চৌধুরীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সভায় বক্তারা মৌলভীবাজার জেলার রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য ড. মতিন চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বছরের পর বছর ধরে মৌলভীবাজার জেলা বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত। বিএনপি সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আপনার সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। সেই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে জনগনের সেবায় কাজ করবেন বলে প্রত্যাশা করেন। বক্তারা মৌলভীবাজার জেলার উন্নয়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও মিথ্যা মামলায় কাউকে যাতে হয়রানী করা না হয় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শমশেরনগরে বিমানবন্দ চালু ও পর্যটকদের জন্য ঢাকা টু শ্রীমঙ্গল বিশেষ ট্রেন লাইন চালুর উদ্যোগের জন্য এম নাসের রহমান এমপি'র প্রতি প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সভায় ড. মোহাম্মদ আব্দুল মতিন চৌধুরী বলেন, প্রবাসী-রাই দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। প্রবাসীরা দেশে অর্থ প্রেরণ কনে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি মৌলভীবাজার জেলা তথা দেশের উন্নয়নে মরহুম অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের কথা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে বলেন, মৌলভীবাজার জেলার বেশী উন্নয়ন হয়েছে বিএনপি সরকারের সময়ে। এম সাইফুর রহমানের উত্তরসূরী হিসেবে তার পুত্র বর্তমান এমপি এম নাসের রহমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই জেলা হাসপাতালটি ১০০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই আমরা আরো উন্নয়ন দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

দেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৮৭৫ কোটি ডলার

ঢাকা : দেশের বৈদেশিক ঋণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সে তুলনায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে কম। ফলে বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ঝুঁকির প্রবণতা বাড়ছে। গত এক বছরের ব্যবধানে দেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৮৭৫ কোটি ডলার। শতকরা হিসাবে বৃদ্ধির হার ৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ। রিজার্ভ বেড়েছে ৭০৮ কোটি ডলার। যদিও শতকরা হিসাবে বেশি বেড়েছে। ঋণের মধ্যে প্রায় ৭৬ শতাংশের সুদহার বাজারভিত্তিক। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের সময় ডলারের যে দর সুদের হার থাকবে সেই দরে ও হারে পরিশোধ করতে হবে। এতে এসব ঋণে ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া মোট ঋণের মধ্যে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপক্ষীয় ঋণই প্রায় ৫২ শতাংশ, এসব ঋণে কঠিন শর্ত রয়েছে। ফলে এসব ঋণের শর্ত বাস্তবায়ন করে খরচ করার ক্ষেত্রেও ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। সোমবার প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪ সালের দেশের মোট বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১০ হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার। গত বছরের ডিসেম্বরে তা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৩৫২ কোটি ডলার। আলোচ্য এক বছরের ব্যবধানে দেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে ৮৭৫ কোটি ডলার। শতকরা হিসাবে বৃদ্ধির হার ৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ। মোট ঋণের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ৮৭ দশমিক ৬২ শতাংশ এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ ১২ দশমিক ৩৮ শতাংশ। মোট ঋণের স্বল্পমেয়াদি ঋণ কম হওয়ায় স্বস্তিদায়ক। ২০২৪ সালে সরকারি খাতের ঋণ ছিল ৮ হাজার ৫৩৪ কোটি ডলার। গত বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৩৪৬ কোটি ডলার। আলোচ্য সময়ে বেড়েছে ৯ দশমিক ৫১ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণ ২০২৪ সালে ছিল ১ হাজার ৯৪২ কোটি ডলার। গত বছরের শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮ কোটি ডলার। আলোচ্য সময়ে এ খাতে ঋণ বেড়েছে ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ যেমন বেড়েছে, তেমনি নতুন ঋণ গ্রহণের প্রবণতাও বেড়েছে। ফলে নতুন ঋণ নিয়ে আগের ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে। সরকারি খাতের ঋণের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে নেওয়া ৬৮ কোটি ডলার, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নেওয়া ৫৮৫ কোটি ডলার। বেসরকারি খাতের ঋণের বড় অংশই নেওয়া হয়েছে আমদানির বিপরীতে। বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নেওয়া হয়েছে ৮৯০ কোটি ডলার এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে ৯০ কোটি ডলার। সূত্র জানায়, বিশেষ করে ডলার সংকটের কারণে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ২০২২ থেকে ২০২৩ সালে ব্যাপকভাবে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে। ওইসব ঋণের মেয়াদ এখন পূর্তি হচ্ছে। এছাড়া ডলার সংকটের কারণে ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সরকার অনেক ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। সেগুলোর মেয়াদ ওই সময়ে বাড়ানো হয়েছিল। এখন সেগুলোর মেয়াদ পূর্তি হচ্ছে। ফলে নিয়মিত ঋণের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকারের স্থগিত করা ঋণও এখন চড়া দামে ডলার কিনে ও বাড়তি সুদে পরিশোধ করতে হচ্ছে। এ কারণে নতুন করে যেসব বৈদেশিক ঋণ আসছে, তার বড় অংশই ব্যয় হচ্ছে আগের ঋণ পরিশোধ করতে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal
আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York
1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে পার্কিং সমস্যা

(শেষ পাতার পর)

গাড়ি পার্কি করার জায়গা খুঁজে পান না। এমনকি রাস্তার দুপাশে পার্ক করা গাড়ির কারণে তারা দেখতে পান না যে তাদের সামনে কি আছে। কোনো প্রয়োজনে যারা ডাবল-পার্ক করেন, তারা যানজট সৃষ্টি করেন। তাদের গাড়ির পেছনে যানজট সৃষ্টি হয় এবং একটিমাত্র খোলা লেন দিয়ে পেছনের গাড়ি এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেন। গাড়িতে আঁচড় লাগার সম্ভাবনা থাকে, এবং এ ধরনের ঘটনায় প্রায়ই চালকদের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি, মারমুখী অবস্থা এবং শেষপর্যন্ত পুলিশ ডাকতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে গাড়ির সাইড-ভিউ মিরর কোনো কাজে লাগে না। বড় ধরনের আঁচড় বা ডেন্ট পড়লে গাড়ি গ্যারেজে পাঠানোর প্রয়োজনও হতে পারে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে সিটিতে পার্কিং খুঁজতে একজন চালককে বছরে গড়ে ১০৭ ঘন্টা ব্যয় করতে হয়।

নিউইয়র্ক সিটি, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকা সমৃদ্ধ ম্যানহাটনের মতো জনবহুল ও ব্যস্ত এলাকায়, সীমিত পার্কিং এর জন্য জায়গা পাওয়া কঠিন প্রতিযোগিতার ব্যাপার। ৩০ লাখের বেশি ফ্রি পার্কিং এর স্থান থাকা সত্ত্বেও, অনেক বাসিন্দা ও দর্শনার্থী পার্কিং এর খালি স্থান খুঁজে পেতে হিমশিম খান, দীর্ঘ সময়ের খোঁজাখুঁজিও হতাশার কারণ হয়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু এলাকায় চালকদের পার্কিং খুঁজে পেতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাইল পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে ঘুরতে হতে পারে। সিটিতে গাড়ি চালনার বিধিবিধান তো আছেই। কিন্তু অনেক চালকের কাছে এসব বিধান এত বিভ্রান্তিকর যে তারা মনে করেন জরিমানা করলে তা পরিশোধ করাই সহজ। নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক পলিসি নিয়ে কাজ করেন এমা, জি ফিটজসিমন্স। তিনি বলেছেন, বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এক সময় নিউইয়র্কে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করা অবৈধ ছিল। কিন্তু এখন সিটিতে গাড়ির সংখ্যা এত বেশি যে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করার অনুমতি দেওয়া ছাড়া সিটির উপায় নেই। রাস্তার পাশে পার্কিং করার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। যে এলাকার যত গুরুত্ব, সেই এলাকায় গাড়ি পার্ক করার খরচ তত বেশি। যানজট কমানোর লক্ষ্যে সিটি কিছু কিছু এলাকায় 'কনজেশন প্রাইসিং' চালু করেছে

ব্যস্ত এলাকাগুলোতে গাড়ি রাখার জন্য গ্যারেজ আছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্যারেজের দৈনিক ভাড়া গড়ে ৫০ ডলারের বেশি। এত ব্যয়ের সাধ্য খুব কম চালকের থাকে। ফলে তারা রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়। প্রায় প্রতিটি এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন যে বহিরাগতরা তাদের তাদের পার্কিং এর স্থান দখল করে নেওয়ার কারণে রাস্তার পাশের সীমিত পার্কিংয়ের জন্য প্রতিযোগিতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। ম্যানহাটনে কনজেশন প্রাইসিং চালু হওয়ার ফলে পার্কিং পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো শহরের নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশকারী চালকদের কাছ থেকে ফি নিয়ে যানজট কমানো। কিন্তু এর ফলে আশপাশের এলাকায় পার্কিং সমস্যা বেড়েছে, কারণ শহরের বাইরের চালকেরা টোল এড়াতে সেখানে গাড়ি পার্ক করতে চাইছেন। ফলে রাস্তার ধারের পার্কিংয়ের জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছে। আপার ম্যানহাটনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে পার্কিং নিয়ে তাদের প্রতিযোগিতা আগের চেয়ে বেড়েছে। অনেকে, বিশেষ করে, যাদের বাড়ি রাস্তা সংলগ্ন, তারা গাড়ি নিয়ে বাইরে গেলেও পার্কিং এর জায়গা স্থায়ীভাবে দখলে রাস্তার জন্য জায়গা চিহ্নিত করে রাখেন এবং এ ধরনের ঘটনায় কলহ অনিবার্য, এমনকি হাতাহাতির ঘটনাও অনেক ঘটে। সামগ্রিকভাবে, নিউইয়র্ক সিটিতে পার্কিং একটি জটিল সমস্যা, যা সিটির জনঘনত্ব, বাণিজ্যিক বিবেচনা এবং পরিবর্তনশীল পরিবহন নীতি দ্বারা প্রভাবিত। এই চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং শহর কীভাবে তার জনসাধারণের স্থান পরিচালনা করে সে বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন মনে করেন ভুক্তভোগীরা।

মন-নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতি

(শেষ পাতার পর)

অর্জনের সমষ্টিই একটি জাতিকে সমৃদ্ধি এনে দেয়। নিজের অর্জন তাই শুধু নিজের জন্য নয়, দেশ ও জাতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। নিজের জীবনকে বড়ো অর্জনের পথে ধাবিত করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশপ্রেম। শুধু তাই নয় নিজের মেধা ও যোগ্যতার পূর্ণ সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে বড়ো সাফল্য অর্জন করতে পারার মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীর প্রতি আমাদের জন্মের ঋণ শোধ করি। বড়ো সাফল্য তারাই পায় যারা নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে কীভাবে আমি আমার মন নিয়ন্ত্রণ করবো? বিশ্বব্যাপী এই কাজে সবচেয়ে বেশি যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা হচ্ছে মেডিটেশন বা ধ্যান। ধ্যানের মধ্য দিয়ে মনকে কিছু সময়ের জন্য স্থির রাখার চর্চাকেই মূলত মেডিটেশন বলে। কীভাবে বসে তা করছেন, হাত কোথায় রাখছেন, নমস্কারের মত করতল যুক্ত করছেন কী-না, মাটিতে বসলেন, নাকি চেয়ারে বসলেন, এইসব গৌণ। মূল কাজ হলো মনটাকে স্থির করতে পারা। মেডিটেশনের এটিই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। মনকে স্থির করার অর্থ কী? মন কি একটি চলমান গাড়ি? হ্যাঁ, মন তার চেয়েও দ্রুতগামী। চিন্তার নানান স্টেশনের দিকে আমাদের মনগাড়ি ছুটে বেড়ায়। মেডিটেশনের সময় আমরা চেষ্টা করি তাকে একটি স্টেশনে পার্ক করে রাখতে। সেজন্য অনেক মেডিটেশন গুরু বলেন, একটি মনের বাড়ি নির্মাণ করুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি। মেডিটেশনের সময় আপনি সেই বাড়িতে অবস্থান করুন, অন্য কোথাও যাবেন না। কিন্তু কাজটি তত সহজ নয়। আমাদের মন ক্ষণে ক্ষণেই ছুটে যায় নিজের অফিসে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, স্ত্রী বা স্বামী-সন্তানের কাছে, পাওনাদারের কাছে, কীভাবে প্রমোশনটা হবে, কীভাবে চাকরি পাওয়া যাবে, পরীক্ষায় পাশ করবো তো? গাড়িটা বুক করেছি সেটা কবে আসবে, আমেরিকার ভিসা পাবো তো? ইউরোপে বেড়াতে যাওয়ার টাকাটা জোগাড় করতে হবে, ব্যাংকের লোনটা অনুমোদন হবে তো? মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে, ছেলেটাকে ভালো একটা কলেজে ভর্তি করাতে হবে, আরো কত কী।

বিখ্যাত লেখক পাওলো কোয়েলহো বলেছেন, "তোমার সামনে দুটি রাস্তা, হয় তুমি মনকে নিয়ন্ত্রণ করো, নাহলে মন তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।" নেপোলিয়ন হিলও ঠিক একই কথা বলেছেন এবং আমরা সকলেই মোটামুটি তা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষও করেছি। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, "পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, পরিবারকে সুখী করতে চাইলে এবং সুস্বাস্থ্য উপভোগ করতে চাইলে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করো।" এমনি আরো বহু মনীষী মন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। মোটামুটি এই কথাগুলো আমরা সবাই জানি এবং কম-বেশি নিজের জীবনে এর প্রতিফলনও দেখেছি। মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মানলাম কিন্তু করবো টা কী করে? এ এক বিরাট প্রশ্ন। যে সময়টা মেডিটেশন করি সেই অল্প একটু সময় আমরা চেষ্টা করি সব কিছু থেকে গুটিয়ে এনে মনকে ভাবনামুক্ত রাখতে। অনেকেই এই পরামর্শ দেন যে শুধুমাত্র একটি বিষয়ে চিন্তাকে স্থির রাখুন। কিন্তু চিন্তা কি আর এক বিষয়ে স্থির থাকে? একটি বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকলেও সেই একটি বিষয় থেকেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বহু ডালপালা গজিয়ে এক জটিল বৃক্ষ তৈরি হয়ে যায়, চিন্তারা জট পাকাতে শুরু করে। যদিও মেডিটেশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একেবারে শূন্যে পৌঁছে যাওয়া, মানে মনের বাড়িটাও আর শেষ পর্যন্ত থাকবে না, আমি শূন্যে বিলীন হয়ে যাবো। অনেকটা নির্বাণ লাভের মত, মনের নির্বাণ। এটা কি আসলে আদৌ সম্ভব, এই জটিল মানব জীবনে?

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, নিজের মনকে আমি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। ভাবছিলাম, আমি কেন তা পারি? আরো অনেকেই পারেন। আবার আমার আশেপাশের বহু চেনা মানুষকে দেখি তারা তা পারেন না। নিশ্চয়ই আমার জীবনযাপনে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কিছু একটা আছে যে অভ্যাস আমাকে মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। অনেক ভেবে প্রশ্নটির উত্তর পেয়েছি। সেই কথাটিই আজ আপনাদের বলবো। আমি সব সময় কী করবো, কী খাবো, কোথায় যাবো তা আগে থেকে পরিকল্পনা করি। এই পরিকল্পনার মধ্যে 'সময়' এবং 'পরিমান' নির্ধারণ করা থাকে। যেমন: আগামীকাল সকাল ১১ টায় এক কাপ ডিক্যাফ কফি খাবো। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি পরদিন ঠিক ১১টায় এক কাপ ডিক্যাফ কফি বানিয়ে খাবো। একটু আগেও না, একটু পরেও না। এটা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সব কিছু আগে থেকে প্লান করে রাখি এবং সেই প্লান অনুযায়ী এক্সিকিউট করি।

এইরকম ছোটো ছোটো বিষয়ের পরিকল্পনা করা এবং তা অ্যাচিভ করার মধ্য দিয়ে মন নিয়ন্ত্রণের একটা চর্চা হয় বলে আমি বিশ্বাস করি। আপনি যদি পরিকল্পনা করেন দুপুর ২টায় বাগানে কিছু গাছ লাগাবেন, আপনি আপনার মনকে দুইটা পর্যন্ত বহুকিছুতে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবেন। কীভাবে গাছগুলো লাগাবেন, কতটুকু দূরে দূরে একেকটা গাছ বুনবেন, মাটিতে কম্পোস্ট দেবেন কী-না এইসব নিয়ে আপনার মন ভাবতে থাকবে। ঠিক দেড়টা সময় আপনার বন্ধু ফোন করে একটি ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো। এখন আপনি কী করবেন? গাছ লাগানো বাদ দিবেন? আপনি চেষ্টা করবেন খাওয়ার প্রলোভন থেকে নিজেকে সংযত রাখতে এবং মূল পরিকল্পনায় স্থির থাকতে। এটা একটা নিয়ন্ত্রণ। তবে একান্তই যদি মনে করেন আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু চলে এসেছে, পরিকল্পনা পুনর্বিন্যাস করা দরকার, নিশ্চয়ই তা করবেন কিন্তু চেষ্টা করবেন মূল পরিকল্পনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু এলে তা বাতিল করে দিতে। প্রথম কিছুদিন এটা আপনাকে রিলিজিয়াসলি করতে হবে। সকল পরিকল্পনার সঙ্গে 'সময়' নির্ধারণ করবেন এবং সঠিক সময়ে শুরু ও শেষ করবেন। এই চর্চা কিছুদিন করার পরে এটিই অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। তখন আপনি নিজের মনের ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণ অনুভব করবেন। আবার বিশেষ কোনো কারণে মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটা করতে পারলেন না, তখন চেষ্টা করবেন হতাশ না হতে, এটি নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় ধাপ। ব্যর্থতার হতাশাকেও জয় করতে হবে। মন নিয়ন্ত্রণের এই চর্চাটিকে আমরা বলতে পারি "প্লান অ্যান্ড এক্সিকিউট" পদ্ধতি।

মন নিয়ন্ত্রণের আরো বহু কৌশল আছে। প্রবল ইচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা, কিছু সময় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কয়েক ঘন্টা বাকরুদ্ধ হয়ে নীরব থাকা, রোজা বা উপবাস করা, প্রিয় খাবার বর্জন করা ইত্যাদি। এর সবগুলোই আমি করি এবং খুব ভালো ফল পাই। বুদ্ধ যেমন বলেছেন, মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেহের সুস্থতা উপভোগ করা যায়, কথাটি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। মন নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করে। ক্ষমতা আসলে বাইরে থাকে না, মানুষের মূল ক্ষমতা থাকে তার নিজের মধ্যেই। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন, তোমার ইন্দ্রিয় এবং মনের মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটে সেটার দখল নিতে পারাই মূল ক্ষমতা। দার্শনিক অ্যারিস্টটল মনকে শিক্ষিত করতে বলেছেন, তার মনে, কেউ যখন কোনো চিন্তা গ্রহণ না করে তা বিবেচনা করতে পারে তখন বোঝা যায় তার একটি শিক্ষিত মন আছে। অর্থাৎ মনকে শূন্য বা নিরপেক্ষ রাখতে বলেছেন। মন নিয়ে যত কথা দার্শনিকেরা, লেখকেরা বলেছেন, সব কিছুই মন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত। এইখানের একজন মানুষের মূল শক্তি বা ক্ষমতা নিহিত।

হলিসউড, নিউইয়র্ক। ২৮ মে ২০২৬।

ফুটবলকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কেন 'সকার' বলা হয়?

বিবিসি : বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ জানে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ফুটবল বিশ্বকাপ হচ্ছে। কিন্তু আয়োজক দেশ দুটিতে (আরেক আয়োজক মেক্সিকো) খেলাটি পরিচিত ভিন্ন এক নামে- সকার। কিন্তু কেন? নামের এই ভিন্নতা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক স্টেফান শিমানস্কি। ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে ইংল্যান্ডে বেড়ে ওঠা শিমানস্কির কাছে ফুটবল ও সকার নিয়ে বিতর্ক বরাবরই অদ্ভুত মনে হয়েছে। শিমানস্কি বলেন, ফুটবলের যখন প্রচলন হয় তখন এটি ছিল অনেকটা উচ্চবিত্তদের খেলা। ১৮৬৩ সালে ইংল্যান্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা সবাই অভিজাত পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। ফুটবল খেলাকে তখন ডাকা হতো 'অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল' নামে। মূলত তখনকার আরেক জনপ্রিয় খেলা রাগবি থেকে আলাদা করতেই এই নামকরণ হয়েছিল।

ব্রেকার, রাগার, সকার : ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে ব্রিটেনে উচ্চবিত্তরা পড়াশোনা করে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে; কোনো শব্দ ছোট করে সেটির শেষে 'ইআর' যোগ করার প্রবণতা ছিল। এই নিয়মে তারা 'ব্রেকফাস্ট'কে ছোট করে বলত 'ব্রেকার'। একইভাবে রাগবি খেলাকে তারা ডাকত 'রাগার' নামে। প্রশ্ন হলো সকার শব্দটিও কি একইভাবে এসেছে? শিমানস্কি বলেন, এ নিয়ে একটি তত্ত্ব বেশ জনপ্রিয়। ধারণা করা হয়, শিক্ষার্থীরা 'অ্যাসোসিয়েশন' শব্দের মাঝখান থেকে 'সক' বা 'এসওসি' অংশটি নিয়ে এর সঙ্গে 'ইআর' যোগ করেছিলেন। সেখান থেকেই 'সকার' শব্দের উৎপত্তি। শিমানস্কি বলেন, নাম ছোট করার প্রবণতা থেকেই যে সকার শব্দের উৎপত্তি না নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না। তবে সবাই মোটামুটি একমত যে, অক্সফোর্ড থেকেই শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। বিভিন্ন নথিপত্রে দেখা গেছে, অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থীরাই এই শব্দটি চালু করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রে ছড়াল কীভাবে? : শুরুর দিকে সকার লেখা হতো 'এস.ও.সি.কে.ই.আর' বর্ণ ব্যবহার করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপটি হারিয়ে যায়। জনপ্রিয় হয় 'এস.ও.সি.সি.ই.আর' বানান। খেলাটি বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ার সময় এই বানানটিও ছড়ায়। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় 'সকার' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য 'ফুটবল' বলতে বোঝানো হয় আমেরিকান ফুটবলকে। শিমানস্কি বলেন, সবকিছুই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমেরিকান ফুটবল মূলত রাগবি থেকে বিকশিত হয়েছে। তবে এতে সকারেরও কিছু উপাদান আছে। দুটি খেলা অনেকটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো। আর এ কারণে ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে যখন 'সকার' শব্দটির জন্ম হয়, তখন আমেরিকান ফুটবলও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর ফুটবল ও সকার শব্দের ব্যবহার ছড়ায় গণমাধ্যমের বদৌলতে। শিমানস্কি ও তাঁর সহকর্মী সিলকে-মারিয়া ভাইনেকের গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলোতে সকার শব্দ ব্যবহার হলেও 'ফুটবল'কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। পরে ব্রিটিশদের মুখে ফুটবল শব্দটিই বেশি ব্যবহার হতে থাকে। বিপরীতে, আমেরিকানরা সকার শব্দকেই আপন করে নেয়।

এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রীর পরিবারের নামে ৩ ইউনিয়ন

ঢাকা : সম্প্রতি স্থানীয় সরকার বিভাগ নতুন কতগুলো ইউনিয়ন পরিষদের গেজেট করেছে। অনুমোদন হওয়া এসব গেজেটে এক তুঘলকিকাণ্ড ঘটিয়েছে সংস্থাটি। এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের দুই ছেলে দিগন্ত ও সীমান্ত। এদের নামে বগুড়ার মোকামতলা উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদের নামকরণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিমন্ত্রীর বংশ 'মীর' নামেও শিবগঞ্জ উপজেলায় একটি ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বগুড়ার মোকামতলায় নতুন ইউনিয়নের নাম 'সীমান্ত' ও 'দিগন্ত' নামকরণ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন নতুন ইউনিয়ন গঠনের গেজেটে বগুড়ার মোকামতলা এলাকায় 'দিগন্ত', 'সীমান্ত' ও 'মীর' নামে তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। গেজেট প্রকাশের পর এসব নাম নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, 'সীমান্ত' নামটি এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের ছেলে মীর শাকরুল আলম সীমান্তের নামের সাথে সরাসরি মিলে যায়। একইভাবে 'দিগন্ত' নামটি তার আরেক ছেলে মীর সাকলাইন আলম দিগন্তের নামের সংক্ষিপ্ত বা রূপান্তরিত রূপ বলে মনে করছেন তারা। প্রকাশ্য জীবনী তথ্যেও প্রতিমন্ত্রীর দুই ছেলের নাম সীমান্ত ও দিগন্ত হিসেবে উল্লেখ রয়েছে।

এ ছাড়া 'মীর' বংশীয় পরিচয়ের সাথে সম্পর্কিত নামকরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। তাদের মতে, প্রশাসনিক ইউনিটের নাম নির্ধারণে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রাধান্য দেয়ার পরিবর্তে ব্যক্তি বা পারিবারিক প্রভাব কাজ করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। জানা যায়, দেউলী ইউনিয়ন ভেঙে গঠিত দীগন্ত ইউনিয়নের মৌজাগুলো হলো-ভরিয়া (ভৈরা), মেঘাখর্দ্দ, আলমপুর, রহবল, সাওয়ালদহ, কৃষ্ণপুর, তালিবপুর ও বোয়ালমারী। মোট ৮টি মৌজা নিয়ে গঠিত এ ইউনিয়নের জনসংখ্যা ১৭ হাজার ৭৫৯ জন। পুনর্গঠিত ইউনিয়নগুলোর মধ্যে নবগঠিত স্বর্ণগ্রাম, সীমান্ত ও দীগন্ত ইউনিয়ন, মোকামতলা পৌরসভা এবং শিবগঞ্জ পৌরসভার বর্ধিত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মৌজাগুলো নিয়ে পাঁচটি ইউনিয়ন পুনর্গঠন করা হয়েছে। তবে নামকরণের পেছনে প্রতিমন্ত্রীর সরাসরি ভূমিকা ছিল কি না কিংবা ইউনিয়নগুলোর নাম তার পরিবারের সদস্যদের নাম অনুসারে রাখা হয়েছে কি না এ বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জানতে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের ব্যক্তিগত নাম্বারে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। একই বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলতে চাননি।

প্রবাসীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না

(প্রথম পাতার পর)

কমিশন (ইসি)। নির্বাচনের খসড়া বিধিমালা ও আচরণ-বিধিতে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব নির্বাচন দলীয় প্রতীক ছাড়া নির্দলীয় ভিত্তিতে আয়োজনের বিধানও বহাল রাখা হয়েছে। সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় ইসি বলেছে, প্রবাসী ভোটারদের কাছে ব্যালট পাঠানো, তা সংগ্রহ ও যাচাই করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণনা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল হবে। টিবিএসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। কমিশন স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য আচরণবিধির খসড়া তৈরি করেছে। গত ১০ জুন এসব খসড়া ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে ৩০ জুনের মধ্যে জনসাধারণের মতামত চাওয়া হয়েছে। রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিদেশ থেকে ভোট দিতে পারেন। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন-সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে এমন কোনো বিধান নেই।

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রবাসীদের জন্য ডাকযোগে ভোটের সুযোগ না রাখা যথাযথ হবে না। তারা বাংলাদেশের নাগরিক ও ভোটার। তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।' বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনে ডাকযোগে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করে সমাধান বের করা উচিত। কিন্তু এসব চ্যালেঞ্জের কারণে প্রবাসীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রবাসীদের ডাকযোগে ভোট দেওয়ার বিষয়ে আইনে স্পষ্ট বিধান না থাকলেও বিষয়টি নীতিগত। প্রবাসীদের সব নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত।' তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন বিধিমালা বা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা চালু করতে পারে। সরকার চাইলে আইনও সংশোধন করতে পারে। শেষ পর্যন্ত এটি একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত।' এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাসউদ বলেন, 'প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার জন্য নতুন কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সুযোগও থাকবে না। ইসির এ সিদ্ধান্তে হতাশা প্রকাশ করেছেন প্রবাসীরা। তারা বলছেন, জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তাদেরকে বাইরে রাখা বৈষম্যমূলক।'

FULL-TIME RADIOLOGIC TECHNOLOGIST & TECHNICIAN NEEDED

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree in Radiologic Technology. **Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com."**

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters

718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic

* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work

অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি

- ★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
- ★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
- ★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারাজড মেশিনারিজ
- ★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
- ★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
- ★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি

we Accepet all Major Credit Cards
OPEN Monday to Saturda

Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

মেটলাইফ স্টেডিয়াম।

নিজের চিত্রকর্মের পাশে জিহান ওয়াজেদ।

জেএফকে এয়ারপোর্ট ফোর টার্মিনাল।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার।

কুইন্স হাসপাতাল।

নিউইয়র্কের একটি পার্কে ৭০০ ফিট ম্যুরাল।

জ্যামাইকা, কুইন্স।

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশি শিল্পী জিহানের চিত্রকর্ম

(প্রথম পাতার পর)

ভিআইপি লাউঞ্জে বিশাল ম্যুরাল একেঁছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। লাউঞ্জটির সৌন্দর্য বর্ধনে ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট প্রস্থের চিত্রকর্মটিতে নিউজার্সি, নিউইয়র্কের পাশাপাশি মূর্ত হয়ে উঠেছে আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলো। বিশ্বকাপ ফাইনালে ভিআইপি দর্শকদের চমকে দিবে শিল্পী জিহান ওয়াজেদ'র এই চিত্রকর্ম।এর আগে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারের মূল ফটকে স্থায়ী একটি বিশাল মূর‍্যাল একেঁছেন তিনি। সাড়ে ৮২ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার মেটলাইফ স্টেডিয়ামটি নির্মিত হয়েছে ১.৬ বিলিয়ন ডলারে। বিশ্বকাপ উপলক্ষে অনন্য সাজে সাজানো হয়েছে স্টেডিয়ামটি। ভিআইপি লাউঞ্জকে সজ্জিত করা হয়েছে চোখ ধাধাঁনো সাজে। ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি খেলা। শুধু স্টেডিয়াম নয়,শিল্পী জিহান ওয়াজেদ'র আঁকা ম্যুরাল সৌন্দর্য্য বর্ধন করে চলেছে বিশ্বের রাজধানীখ্যাত নিউইয়র্ক মহানগরীসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে। আমেরিকার মূলধারার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ম্যুরাল এঁকে সম্প্রতি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন জিহান। বাংলাদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও স্থান পাচ্ছে তার আঁকা ম্যুরালে। জিহানের চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের প্রকৃত এবং প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি। যার মধ্য দিয়ে মূল শেকড়, ঐতিহ্য ও ভাষাগত পরিচিতির সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও ভাস্কর্য, কোরিওগ্রাফি এবং সৃজনশীল নতুন মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত জিহান ওয়াজেদ। তার শিল্পকর্ম দেয়াল চিত্র ও নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তিনিই প্রথম অগ্রবর্তী বাস্তববাদী শিল্পী। ম্যানহাটানের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিশাল স্টুডিও রয়েছে জিহান ওয়াজেদের। তার অন্যতম শিল্পকর্মের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্কের জনএফ কেনেডি এয়ারপোর্টের টার্মিনাল-ফোর, নিউ-ইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, কুইন্স হাসপাতালে সাড়ে ১২'শ বর্গফুটের বিশালকায় ম্যুরাল, এস্টোরিয়ায় ৭০০ ফুট দীর্ঘ এ্যায়ুগমেন্টেড রিয়ালিটি ম্যুরাল, নিউজার্সির মেটলাইফ ওয়ার্ল্ডকাপ স্টেডিয়াম ও এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ 'ওয়েলকাম এস্টোরিয়া' ম্যুরালটি অন্যতম। জিহান ওয়াজেদের বিমূর্ত ম্যুরালগুলোর অণুপ্রেরণা মানবিক যোগসূত্রের সেই শক্তি থেকে, যা সকল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় শান্তির। তাঁর একান্ত ইচ্ছা সিটিতে যেখানে তার নিজের আবাস, সেই কুইন্সকে আরও নান্দনিক করে তোলা। সম্প্রতি তাঁকে 'আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়াম' এ 'ইউএস ওপেন' এর জন্য একটি স্থায়ী ম্যুরাল আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেটি তিনি সম্পন্ন করেছেন।জিহান ওয়াজেদের 'Hustle and Bustle' (ব্যস্ততা ও কোলাহল) মুর‍্যালটি সিটির কুইন্স বরোর বহুমুখী ও প্রাণবন্ত শক্তিকে ধারণ করেছে। কুইন্সকে সাধারণভাবে দৃশ্যত কোলাহলপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল মনে হতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, সবকিছু কীভাবে একতালে ঘড়ির কাঁটার মতো বিরামহীনভাবে চলছে। বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় তার আঁকা মূর‍্যালপ্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ম্যুরাল অঙ্কন করেছেন জিহান ওয়াজেদ।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটানস্থ গ্যালারীতে তার বেশ কয়েকটি একক চিত্র প্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগায় মুলধারার দর্শকের মাঝে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতেও অংশ নেন জিহান। স্টুডিওতে ছবি আঁকার পাশাপাশি তার নিজস্ব স্টাইলে ম্যুরাল আঁকছেন। জিহানের প্রাথমিক আগ্রহ ছিল গ্রাফিতি আঁকায়। গ্রাফিতি থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন ম্যুরালের নিজস্ব ও নূতন ধারা। তার এই ধারাকে পছন্দ করছে শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শহর নিউইয়র্কের শিল্পবোদ্ধারা। জিহানের শিল্পকর্ম চোখ ধাঁধায়, হৃদয়ে দেয় প্রশান্তি, নানাভাবে দোলা দেয় চেতনায়। তার চিত্রকর্ম সৃষ্টি করে নিরাময় ও দৃষ্টিসুখের পরিবেশ। জিহানের শিল্পকর্মে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের পতাকার লাল ও সবুজ রঙ। জিহান তার শিল্পকর্ম দিয়েগর্বিত করে চলেছেন আমেরিকার বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটিকে। কমিউনিটি ম্যুরাল প্রকল্পের অধীনে তার আঁকা চিত্রকর্ম নিউইয়র্ক সিটির হাসপাতালের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশেও অবদান রাখায় ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে প্রকল্পটি। তার ম্যুরালের রয়েছে নিজস্ব ও নূতন ধারা। সম্প্রতি বাংলাদেশী আমেরিকান ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় জিহানের আঁকা বাংলাদেশ ম্যুরাল ব্যাপক সাড়া জাগায় কমিউনিটিতে। ডাইভার-সিটি প্লাজার দক্ষিণের ভবনটির প্রশস্থ দেয়ালে স্থান পায় বাংলাদেশ ম্যুরাল।

জিহান ওয়াজেদ'র জন্ম চিকিৎসক পিতার কর্মস্থল লিবিয়ার বেনগাজীতে। তার পিতা নি-উইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান। নিউইয়র্কেই শিক্ষাজীবন শুরু জিহানের। মেধাবী জিহান পড়াশুনা করেছেন স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে এবং মিকৌলে অনারি প্রোগ্রামে বারুখ কলেজ থেকে পারসেপচুয়াল সাইকোলজিতে গ্রাজুয়েশন করলেও তার মনোযোগ একমাত্র ছবি আঁকায়। চিত্রকর্মের উপর তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও শৈশব থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে হয়েছেন পুরস্কৃত। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও গ্রামীন জীবনের উপর তার রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ। বাংলাদেশেও তার চিত্রকর্মের ছাপ রাখতে চান জিহান ওয়াজেদ।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে সচেতনতা ও করণীয়

ডা. প্রদীপ কুমার কর্মকার : গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হলো বিশ্ব হৃদরোগ দিবস। মূল উদ্দেশ্য ছিল, হৃদরোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'উড়হ'ঃ গরংং ধ ইবধঃ'. অর্থাৎ হৃদয়ের কোনো সংকেত অবহেলা করা ঠিক নয়। হার্ট অ্যাটাক, চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে বলা হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, এটি একটি আকস্মিক ও জটিল হৃদসংক্রান্ত অবস্থা। এ পরিস্থিতিতে হৃদপেশির কোনো অংশে রক্তপ্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট অংশটি পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পেয়ে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটি একটি জীবনঘাতী জরুরি অবস্থা, যা নির্ভুল ও দ্রুত চিকিৎসা না পেলে প্রাণঘাতী হতে পারে। এ রোগের সবচেয়ে প্রচলিত কারণ হলো, করোনারি ধমনিতে ফ্যাট, কোলেস্টেরল ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের আস্তর জমে এক ধরনের প্লাক তৈরি হওয়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্লাক যখন ফেটে যায়, তখন সেখানে রক্ত জমাট বাঁধে এবং সেই জমাট বাধা রক্ত ধমনির মধ্যে রক্তপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে হৃদপেশির একটি নির্দিষ্ট অংশ অক্সিজেনহীন হয়ে পড়ে এবং কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিতে আছেন এমন অনেকে নিজের অজান্তে প্রতিদিন সেই ঝুঁকি বহন করছেন, বিশেষ করে যারা উচ্চ রক্তচাপ বা উচ্চ কোলেস্টেরলে ভুগছেন, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, নিয়মিত ধূমপান করেন কিংবা অতিরিক্ত মদ্যপান করেন, যাদের ওজন অতিরিক্ত বা যারা দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকেন, তাদের মধ্যে এ রোগের আশঙ্কা বেশি। পারিবারিকভাবে যদি কারও হৃদরোগের ইতিহাস থাকে, তবে সেটিও একটি বড় ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো সাধারণত খুব তীব্র ও তাৎক্ষণিক হয়। তবে অনেকেই এগুলোকে অবহেলা করেন। সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে বুকে ভারী চাপ বা জ্বালাপোড়া জাতীয় ব্যথা, যা বাম বাহু, ঘাড় বা চোয়ালের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে; হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া; শরীর ঘেমে ভিজে যাওয়া; বমিভাব, মাথা ঘোরা বা এমনকি অজ্ঞান হয়ে যাওয়া পর্যন্ত হতে পারে। এসব লক্ষণ দেখা দিলে একমুহূর্ত দেরি না করে রোগীকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জরুরি। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না পেলে এই রোগ প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে– ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে ধমনি খুলে দেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এনজিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট বসিয়ে বন্ধ ধমনি খুলে দেওয়া এবং রক্তপ্রবাহ পুনঃচালু করার। চিকিৎসা যত দ্রুত শুরু করা যায়, ততই হৃদপেশিকে বাঁচানো সম্ভব হয়, রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও বাড়ে।

তবে চিকিৎসার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিরোধ। হৃদয় সুস্থ রাখতে প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম করা উচিত। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে। কম চর্বি ও লবণযুক্ত, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন করতে হবে। নিয়মিত নিজের রক্তচাপ, রক্তে শর্করা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি মানসিক চাপ কমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আজকের প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে প্রযুক্তিকে শারীরিক ক্ষতির কারণ না বানিয়ে বরং সেটিকে স্বাস্থ্যরক্ষার একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

লেখক : অধ্যাপক এবং কার্ডিওলজি, হৃদরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।

বাচ্চাদের কোষ্ঠকাঠিন্য

চৌধুরী তাসনিম হাসিন : বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক মা-ই বাচ্চাদের নিয়ে একটি সমস্যার সম্মুখীন হন। আর তা হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্য। এ সমস্যাটি দেখা যায় ছয় মাস থেকে শুরু করে ১২ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের। সাধারণত বয়সভেদে বাচ্চারা দিনে ১ বা ২ বার মলত্যাগ করে থাকে। কখনো যদি তার অনিয়মিত হয় অথবা অতিরিক্ত শক্ত বা শুষ্ক হয় তখন তা বাচ্চাকে নানারকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন করে। আবার এই কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টিতে বাচ্চার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাস একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বেশির ভাগ সময় ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য যখন মলত্যাগ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যায় তখন তারা মলত্যাগের ব্যাপারটা চেপে যেতে চেষ্টা করে। এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশন এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে বাচ্চার খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চার ব্যাপারে। বয়সভেদে বাচ্চাদের দৈনিক ১-২ লিটার পানি এবং তরলজাতীয় খাবার খাদ্যতালিকায় থাকা জরুরি। অতিরিক্ত পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও বাচ্চাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের একটি উপাত্ত। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে বাচ্চাদের ক্ষুধা কমে যায়, খাবারের প্রতি চাহিদা কমে আসে, সর্বোপরি দিনে দিনে ওজন কমতে থাকে। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, এমনকি দেখা দিতে পারে বিষণ্নতাও। পেটে ব্যথা, পেট ফুলে ওঠা, বমি বমি ভাব, মাথা ধরা, ইউরিনারি সিস্টেম বাধাগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদিও কোষ্ঠকাঠিন্যের উপসর্গ। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে বাচ্চাদের খাদ্যতালিকায় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার অর্থাৎ অঁাশযুক্ত খাদ্যের একটি সুষম সমন্বয় করতে হবে। প্রতিদিন একটি অথবা দুটি খোসাযুক্ত ফল, অন্তত এক সারভিং শাক এবং দুই সারভিং সবজি খাদ্যতালিকায় থাকা জরুরি। প্রোটিনের প্রধান উৎস হিসেবে শুধু মাংসকে প্রাধান্য না দিয়ে বিভিন্ন মাছের উপস্থিতি রাখুন। কুসুমগরম দুধ কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে সাহায্য করে। স্ন্যাকস্ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে বিভিন্ন ফল অথবা সালাদ। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে অত্যন্ত জরুরি সঠিক পরিমাণে শরীরচর্চা। বয়সভেদে ১-৩ ঘণ্টা সূর্যের আলোয় খেলাধুলা করা বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি, যা তার ডায়জেস্টিভ সিস্টেমকে সচল রেখে খাদ্যের হজমজনিত সমস্যা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করবে। এই রোগের প্রারম্ভেই বাবা-মাকে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। কারণ, এটি শারীরিক ও মানসিক দুভাবেই শিশুকে বিপর্যস্ত করে ফেলে এবং ব্যাহত হয় তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি।

লেখক : চিফ ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান অ্যান্ড এইচওডি, ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা।

জেনে নিন হাসির স্বাস্থ্য উপকারিতা

বাংলাদেশ ডেস্ক : হাসি এমন আবেগের প্রকাশ যা আমাদের মন এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে দারুন কাজ করে। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, জোরে হাসলে শুধু আমাদের মনই হালকা রাখে তা নয়,বরং শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। হাসি থেরাপির আরও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। যেমন-

মানসিক চাপ কমানো: গবেষণায় দেখা গেছে ,হাসি কর্টিসলের মাত্রা কমায়। এর ফলে মন সব ধরনের চাপ ভালোভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

হৃদরোগের স্বাস্থ্য: যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে,অনেক চাপের মধ্যে থাকলেও হাসি হৃৎস্পন্দন এবং রক্তচাপ কমায়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: হাসি এমন এক অনুভূতি যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। যার ফলে শরীর অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

ব্যথা কমায়: হাসির সময় নিঃসৃত এন্ডোরফিন প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি : হাসি একটি দুর্দান্ত ব্যায়াম। এটি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং পেশি শিথিল করে। হাসি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য হাসি থেরাপি খুবই উপকারী হতে পারে। হাসতে হলে, আপনি কমেডি শো দেখতে পারেন অথবা বন্ধুদের সাথে রসিকতাও করতে পারেন।

হাসি, সামাজিক সংযোগ এবং আত্মবিশ্বাস

হাসি এমন এক অভিব্যক্তির প্রকাশ যা অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে কাউকে হাসতে দেখলে পর্যবেক্ষকের মস্তিষ্কের মিরর নিউরন সক্রিয় হয়, যার ফলে তার মধ্যেও হাসি সংক্রমিত হয় । এই প্রকাশ সামাজিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে।

পরীক্ষাগারে রক্তনালীসহ ক্ষুদ্র হৃদ্‌যন্ত্র ও লিভার তৈরি

বাংলাদেশ ডেস্ক : আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব নর্থ টেক্সাস এবং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা পরীক্ষাগারে রক্তনালীসহ ক্ষুদ্র হৃদ্যন্ত্র ও লিভার তৈরি করতে সফল হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই সাফল্য রোগ গবেষণা ও নতুন ওষুধ পরীক্ষায় বড় ধরনের অগ্রগতি আনবে।

অর্গানয়েড হলো মানব অঙ্গের ক্ষুদ্র ও সরল সংস্করণ, যা স্টেম সেল কোষ থেকে গড়ে তোলা হয়। আগে পর্যন্ত এর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল রক্তনালী তৈরি না হওয়া। কিন্তু এবার গবেষক দল বিশেষ পদ্ধতিতে স্টেম সেলকে নির্দিষ্ট আকারে গড়ে তুলে এবং সময়মতো পুষ্টি ও রাসায়নিক উপাদান যোগ করে রক্তনালীসহ হৃদ্যন্ত্র ও লিভারের ক্ষুদ্র মডেল তৈরি করতে পেরেছেন।

গবেষণায় দেখা গেছে, তৈরি করা ক্ষুদ্র হৃদ্যন্ত্র (মিনি হার্ট) ৯-১০ দিনের মাথায় স্পন্দিত হতে শুরু করে। দুই সপ্তাহের মধ্যে সেখানে শাখাযুক্ত রক্তনালী তৈরি হয় এবং বাস্তব হৃদ্যন্ত্রের মতো তিনটি স্তর (লেয়ার) গড়ে ওঠে। এমনকি কিছু স্নায়ুকোষও তৈরি হয়েছে। এগুলো মানুষের গর্ভাবস্থার প্রায় সাড়ে ৬ সপ্তাহের ভ্রূণ অবস্থার হৃদ্যন্ত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে। একই কৌশলে গবেষকরা রক্তনালীযুক্ত ক্ষুদ্র লিভারও তৈরি করেছেন।

যদিও এই ক্ষুদ্র অঙ্গগুলোতে এখনো পূর্ণ রক্তসঞ্চালন সম্ভব হয়নি, তবুও ফাঁপা রক্তনালী তৈরি হওয়া বড় সাফল্য বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গবেষকদের মতে, এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে আরও বাস্তবসম্মত অঙ্গ মডেল তৈরি করতে সাহায্য করবে। এতে রোগের অগ্রগতি বোঝা, ওষুধের প্রতিক্রিয়া যাচাই করা এবং ব্যক্তিভিত্তিক চিকিৎসা সহজ হবে। একই সঙ্গে নতুন ওষুধ দ্রুত ও নিরাপদভাবে আবিষ্কার করার পথ খুলে দেবে।

তবে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এখনো মানবদেহের জটিল ধমনি-শিরার মতো বড় রক্তনালী তৈরি করতে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি ন্যানোম্যাটেরিয়াল যুক্ত করার দিকেও কাজ চলছে, যা ভবিষ্যতে জিন থেরাপি ও উন্নত রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করতে পারে।

বন্ধ নাক খোলার ঘরোয়া উপায়

বাংলাদেশ ডেস্ক : ধুলাবালিতে যাদের অ্যালার্জি, তাদের হুটহাট সর্দি লেগে যায়। আবার ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠান্ডা-সর্দি লাগা সাধারণ সমস্যা। ঠান্ডা-সর্দি বা অ্যালার্জির কারণে নাক বন্ধ হয়ে গেলেই অনেকে নেজাল ড্রপ ব্যবহার করেন। এতে তাৎক্ষণিক সমস্যা কমলেও দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শরীরে। তাই হঠাৎ নাক বন্ধ হয়ে গেলে ঘরোয়া সমাধান অনুসরণ করলে আরাম পাওয়া যায়।

বন্ধ নাক খুলতে যা করতে পারেন-

বাষ্প গ্রহণ: বাষ্প গ্রহণ শ্লেষ্মা আলগা করতে সাহায্য করে। এটি নাকের ফোলাভাব কমিয়ে তাৎক্ষণিক স্বস্তি দেয়। ভালো ফল পেতে তোয়ালের নিচে গভীরভাবে শ্বাস নিন।

কপালে গরম সেঁক দিন: কপাল বা নাকের আশেপাশে গরম সেঁক দিলে বন্ধ নাক থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এটি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে নাকের পথ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

ইউক্যালিপটাস বা পিপারমিন্ট এসেনশিয়াল তেল : এই প্রয়োজনীয় তেলগুলিতে মেন্থলের মতো যৌগ রয়েছে যা শ্বাসকষ্টের পথ খুলে দেয়। এই প্রয়োজনীয় তেলগুলি একটি ক্যারিয়ার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নাকের কাছে বা বুকে লাগাতে পারেন যা তাৎক্ষণিক আরাম দেবে।

গরম মধু লেবুর পানি :মধু এবং লেবুর পানি একটি সতেজ পানীয় যা শরীরকে আর্দ্র রাখে । এটি গলার জ্বালা বন্ধ করে এবং শ্লেষ্মা তরল করতে সাহায্য করে। মধুতে থাকা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য, লেবুর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এর ফলে নাক বন্ধ থেকে মুক্তি দেয়।

হলুদ দুধ : হলুদে থাকা কারকুমিন একটি শক্তিশালী জ্বালারোধী উপাদান। গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে পান করলে শরীরের প্রদাহ কমে ,সংক্রমণ প্রতিরোধ হয়। এই মিশ্রণ নাকের বন্ধভাব দূর করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার: কমলালেবু, কিউই, স্ট্রবেরি এবং আরও অনেক খাবার বন্ধ নাক সৃষ্টিকারী সংক্রমণগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। নিয়মিত এই ধরনের খাবার গ্রহণ করলে ঠান্ডা এবং নাকের বন্ধভাব কমবে।

আদা চা : আদায় থাকা অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। উষ্ণ আদা চা পানে গলার খুশখুশে ভাব কমে। একইসঙ্গে নাকের ফোলাভাব কমায়। নিয়মিত আদা চা পানে ঠান্ডা ও বন্ধ নাক থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে।

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির ‘স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিটারি’র উদ্বোধন ২০ জুন

(শেষ পাতার পর)

নিউইয়র্ক স্টেটের অরেঞ্জ কাউন্টির স্কচটাউনে ১২৬ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা এ কবরস্থান প্রকল্পকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সবচেয়ে বড় সমাধিক্ষেত্র হিসেবে দাবি করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে গত ১১ জুন জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট গ্রিল রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানান গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি এবং প্রকল্পটির উদ্যোক্তা জাহিদ মিন্টু। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাঈন উদ্দিন পিন্টু। সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজি মফিজুর রহমান, ট্রাস্টি সদস্য আবুল কামাল, সিনিয়র সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সহ-সভাপতি এনামুল হক রুমি, ট্রাস্টি সদস্য খোকন মোশারফ, উপদেষ্টা মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, হাজি মমিনুল ইসলাম, মোস্তাক মোশাররফ হোসেন, শাহ নাসের স্বপন, শাহ আলম, করিম চৌধুরী, মালেক খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক রুবেল চৌধুরী, সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম বাবু, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রহিম, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, সদস্য ইকবাল হোসেন, হাসানুজ্জামান বাদল, মাহমুদুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়া লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আলীও উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জাহিদ মিন্টু। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি স্থায়ী ও মর্যাদাপূর্ণ কবরস্থানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর নগদ অর্থে ১২৬ একর জমি ক্রয় করে। বৃহত্তর নোয়াখালীর মানুষসহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহযোগিতায় প্রকল্পটির যাত্রা শুরু হয়। তিনি জানান, বাংলাদেশ সেমিট্রিতে পর্যায়ক্রমে এক লাখেরও বেশি কবর নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের উন্নয়নকাজ শুরু হয় ৩১ জুলাই ২০২৫ সালে। নানা প্রতিবন্ধকতা ও অপপ্রচার মোকাবিলা করেও সংগঠনটি সফলভাবে কাজ এগিয়ে নিয়েছে।

জাহিদ মিন্টু বলেন, আগামী ১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন কার্যক্রম শুরু হবে। এর আগে ২০ জুন স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিট্রি প্রাঙ্গণে কবর ক্রেতা ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।তিনি আরও বলেন, যারা কবর বুকিং দিয়ে বাকি অর্থ পরিশোধ করেননি, তাদের দ্রুত যোগাযোগ করে চুক্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধের আহ্বান জানানো হচ্ছে। অর্থ পরিশোধ না করলে সংশ্লিষ্ট কবরের জায়গা হস্তান্তর ও চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

ফিউনারেল সেবা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র দাফন কার্যক্রম শুরু হলেও ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ ফিউনারেল হোম স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিষয়ে কাজও শুরু হয়েছে।সংগঠনের তথ্যমতে, প্রথম ধাপে ২০ হাজার কবর বিক্রির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং ১১ জুন পর্যন্ত সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। প্রতিটি কবরের জন্য দাফন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ৫০০ ডলার। শিশু (ইনফ্যান্ট) দাফনের ক্ষেত্রে ব্যয় হবে ১ হাজার ২০০ ডলার। যাদের আগে থেকে কবর সংরক্ষিত নেই, তাদের জন্য মোট ব্যয় হবে ৩ হাজার ৫০০ ডলার। এছাড়া প্রতিটি হেডস্টোনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ২৫০ ডলার এবং সব হেডস্টোন একই নকশার হবে।সেমিট্রি প্রাঙ্গণে জানাজার জন্য অস্থায়ী ভবন, পানীয় জল ও ওজুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের কাজও শিগগিরই শুরু হবে। কবর খনন, দাফনসহ অধিকাংশ কার্যক্রম আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় মেশিনারি সংগ্রহ ও জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।প্রাথমিকভাবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দাফন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। রোববার দাফনের বিষয়টি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবেচনা করা হবে।

জাহিদ মিন্টু জানান, আগামী জুলাই-আগস্ট থেকে দ্বিতীয় ধাপে প্রায় ৪২ হাজার নতুন কবরের উন্নয়নকাজ শুরু হবে। দ্বিতীয় ধাপের কবরের মূল্য সংগঠনের উপদেষ্টা, ট্রাস্টি ও নির্বাহী পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হবে।সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যারা এ প্রকল্প নিয়ে অপপ্রচার করেছেন, তাদের প্রতি আহ্বানড় ভালো কাজে সহযোগিতা করতে না পারলে অন্তত বাধা সৃষ্টি করবেন না। আল্লাহ তাদের হেদায়েত করুন।তিনি আরও বলেন, গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত প্রথম কবর বিক্রয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী যারা এখনো যোগাযোগ করেননি, তারা যোগাযোগ করলে সংগঠন তাদের বিষয়ে সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করবে। শেষে তিনি ২০ জুনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতাকারী সকল ব্যক্তি, দাতা, উপদেষ্টা, ট্রাস্টি, কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং বৃহত্তর নোয়াখালীসহ সমগ্র প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অস্ট্রেলিয়ায় হঠাৎ কট্টরপন্থী দলের উত্থানে উদ্বিগ্ন অভিবাসীরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে কট্টর ডানপন্থী দল হিসেবে পরিচিত ‘ওয়ান নেশন’ এবং এর প্রধান পলিন হ্যানসনের নাটকীয় উত্থান নিয়ে এখন ব্যাপক তোলপাড় চলছে। মেলবোর্নে দলটির একটি বিশেষ তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বর্ণবাদবিরোধী ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে মূল রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ পলিন হ্যানসনের অনুষ্ঠানটি বাতিল করতে বাধ্য হয়। পরে পুলিশি পাহারায় গোপনে অন্য একটি স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তারপরও এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে ঘটনাস্থলে বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটির প্রতি অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটার এখন সমর্থন দিচ্ছেন। বর্তমান আলবানিজ সরকারের ওপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে পলিন হ্যানসন মাত্র দুই দিনে প্রায় ৩০ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষ এই কট্টরপন্থী দলের উত্থান দেখে বেশ উদ্বিগ্ন। অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন, এমন একজন সিডনিপ্রবাসী বাংলাদেশি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘ওয়ান নেশন দলটির এই ৩০ শতাংশ জনপ্রিয়তা পাওয়ার খবর আমাদের মতো সাধারণ অভিবাসীদের মনে সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি করছে।’ আরেকজন বাংলাদেশি অভিবাসী বলেন, কট্টরপন্থী দলগুলো দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে পুঁজি করে বর্ণবাদকে উসকে দিচ্ছে, যা সত্যিই চিন্তার বিষয়। বিশ্লেষকদের মতে, ওয়ান নেশন দলের এই আকস্মিক উত্থান আগামী দিনের অস্ট্রেলীয় রাজনীতিতে বড় ধরনের ওলটপালট ঘটিয়ে দিতে পারে।

জামালপুর জেলা সমিতির অভিষেক

(শেষ পাতার পর)

ছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী আজহারুল হক মিলন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ এবং ফোবানার কর্মকর্তা আবু জোবায়ের দারা।তিন পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমধর্মী এ আয়োজনে মঞ্চ ছাড়াই শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. লাবলু। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন নেতৃত্ব আগামী দুই বছরের জন্য সংগঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক খানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন– সিনিয়র সহ-সভাপতি বেলাল আহমেদ, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম, খন্দকার সালমান, সিদ্দিকী আকবর বিদ্যুৎ, মোহাম্মদ জাহের আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও সাইফ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল মাহমুদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ হক জনি, প্রচার সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির, ক্রীড়া সম্পাদক মাহিদ জিয়ান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাকিলা রুনা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ছায়েদুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক লুৎফর রহমান লিমন, মহিলা সম্পাদিকা মনোয়ারা বেগমসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা।

শপথ গ্রহণ শেষে নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা অতিথি ও কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিলে অনুষ্ঠানে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

হাবিব রহমানের নতুন বই ‘রোড ট্রিপ আমেরিকা’

(শেষ পাতার পর)

আমেরিকা’ সেই সৌন্দর্য আবিষ্কারের এক অনন্য ভ্রমণ-সঙ্গী। এই গ্রন্থে লেখক হাবিব রহমান পাঠককে নিয়ে গেছেন আমেরিকার ১০টি বিখ্যাত হাইওয়ে ড্রাইভ এবং ১০টি পর্যটক-আকর্ষণী শহরের পথে। কখনো তিনি ছুটেছেন প্রশান্ত মহাসাগরের তীরঘেঁষা আঁকাবাঁকা রাস্তায়, কখনো রকি পর্বতমালার তুষারঢাকা পথ ধরে, কখনো আবার মরুভূমির বুক চিরে চলে যাওয়া দীর্ঘ মহাসড়কে। এ শুধু স্থান-পরিচয়ের বই নয়; এটি পথের গল্প, মানুষের গল্প, ইতিহাসের গল্প এবং ভ্রমণের আবেগে লেখা এক জীবন্ত আখ্যান। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে প্রকৃতির বর্ণনা, স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, খাবার, মানুষের জীবনযাপন এবং ভ্রমণপিপাসু হৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শ।

যারা আমেরিকা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন, যারা নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে ভালোবাসেন, কিংবা যারা ঘরে বসেই দূর দেশের পথের গল্প পড়ে আনন্দ পানড় তাদের জন্য এই বই এক অনন্য সঙ্গী। একটি গাড়ি, একটি দীর্ঘ রাস্তা, দিগন্তজোড়া আকাশ আর অজানার আহ্বান–‘রোড ট্রিপ আমেরিকা’ আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সেই অসাধারণ যাত্রায়।

ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

(শেষ পাতার পর)

উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মো. আলী, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য মনজুর আহমদ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য আব্দুর রহিম বাদশা এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য আজম চৌধুরী, মো. বড় ভূঁইয়া, আনোয়ার হোসেন, জুনেদ চৌধুরী, আব্দুল হাছিম হাসনু, মহিউদ্দিন দেওয়ান, জুলফিকার চৌধুরী, মখন মিয়া ও রিভারটেলের কো-ফাউন্ডার ইয়াসির।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাই-টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য নাইম টুটুল, সদস্য হারুন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সাবেক সহ-সভাপতি কাজী এলিন, সদস্য নওশাদ, সহ-সভাপতি মো. জুয়েল আহমদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক এ. মুকিত রিমন ও আব্দুল কাদের লিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক সাহেল মিয়া, দপ্তর সম্পাদক রাহুল বড়ুয়া এবং সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন জয়নুল, মো. ইকবাল আহমদ খোকন, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, মীর জাকির হোসেন, অনু ইমতিয়াজ কবির ও মো. শওকত প্রমুখ। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, ক্রীড়াবিদ, স্পন্সর, গণমাধ্যমকর্মী এবং বি-পুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশু-কিশোর সংগঠন 'চারুকণ্ঠ' বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্প্রতি নিহত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলের পিতা ও সন্তানরাও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জানানো হয়।আয়োজকরা জানান, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজন্মকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এবার আয়োজন করা হয়েছে 'ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬'। টুর্নামেন্টে মোট নয়টি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ওজন পার্ক ফাইটার্স ক্লাবের মুখোমুখি হয় সন্দীপ ইউনাইটেড। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে ২-০ গোলের জয়ে শুভসূচনা করে সন্দীপ ইউনাইটেড। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আয়সাব এফসি মুখোমুখি হয় নোয়াখালী টাইগার্সের। একতরফা আধিপত্য বিস্তার করে আয়সাব এফসি ৩-০ গোলের ব্যবধানে জয় তুলে নেয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে খেল-াধুলার বিকল্প নেই। ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়; এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সংযোগ এবং সুস্থ বিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রধান অতিথি এম এম শাহীন বলেন, বিশ্বকাপের বৈশ্বিক উন্মাদনার মধ্যেও নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের নিজস্ব ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন প্রমাণ করে যে প্রবাসী সমাজ কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছে।তিনি আরো বলেন, আমরা কয়েকজন মিলে ১৯৮৭ সালে ডাউনটাউনে প্রথম ফুটবল খেলা শুরু করেছিলাম। পরবর্তীতে কমিউনিটির ক্রীড়া সংগঠকরা কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে প্রায় তিন দশক ধরে এই ফুটবল আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

টুর্নামেন্টের সফল উদ্বোধনে অবদান রাখায় অংশগ্রহণকারী নয়টি দলের ম্যানেজার, কোচ, অ্যাডমিন, খেলোয়াড়, স্পন্সর, গণমাধ্যমকর্মী ও অতিথিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা।সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয় বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নিবেদিত কর্মপরিকল্পনার ফলেই 'ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্রীড়াঙ্গনে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন আয়োজকরা।

জামালপুর জেলা সমিতির অভিষেক

(৪১ পাতার পর)

শাহ নেওয়াজ বলেন, "সামাজিক সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণে কাজ করা। জামালপুর জেলা সমিতির নতুন নেতৃত্ব সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কমিউনিটির যেকোনো ইতিবাচক উদ্যোগে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার অতীতের মতো ভবিষ্যতেও পাশে থাকবে।"

বাংলাদেশ সোসাইটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে প্রবাসে আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং জামালপুর জেলা সমিতির নতুন কমিটির সাফল্য কামনা করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক খান জামালপুরবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সংগঠনের প্রতি সদস্যদের আস্থা ও ভালোবাসার প্রতিদান দিতে তারা ঐক্য, সহযোগিতা এবং সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করবেন। প্রবাসে জামালপুরের সুনাম বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার ওপরও তারা গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সভাপতি নাজমুল হক, উপদেষ্টা ডা. লাবলু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান, কার্যকরী সদস্য আবু খন্দকার মুরাদ, নাসির ইকবাল, কোষাধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম।

সমাপনী পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন জহুরা আলিম, আতফাব জনি ও আহমেদ খান পিপলু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লাভলী ও পিপলু। প্রাণবন্ত আয়োজন, ব্যাপক উপস্থিতি এবং উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ অভিষেক অনুষ্ঠান প্রবাসী জামালপুরবাসীর মিলনমেলায় পরিণত হয়।

মিজৌরিত ও ক্যালিফোর্নিয়ায় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ২০

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি অঙ্গরাজ্যে স্কাইডাইভারদের বহনকারী একটি বেসরকারি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ১২ জন নিহত হয়েছেন। মিজৌরির বাটলার শহরের বাটলার মেমোরিয়াল বিমানবন্দরের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে, স্কাইড্রাইভিং কোম্পানি 'স্কাইডাইভ ক্যানসাস সিটি'র বরাত দিয়ে জানিয়েছে রয়টার্স। এ ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ১১ জন স্কাইডাইভার ও অপরজন বিমানটির পাইলট। মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের হাইওয়ে পেট্রল জানিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলটি মিজৌরির কানসাস সিটি থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে। এক সংবাদ সম্মেলনে বেটস কাউন্টির শেরিফ চ্যাড আন্ড্যারসন বলেছেন, 'যেটি বিধ্বস্ত হয়েছে সেটি কোনো বাণিজ্যিক এয়ারলাইনার না। এটি একটি স্থানীয় বিমান, যা আমাদের স্থানীয় বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করেছিল। এটিকে দুর্ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে।' তিনি জানান, নিহতদের পরিবারের সদস্যরা বিমানটিকে বিধ্বস্ত হতে দেখেছে। কী কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ বের করতে তারা ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেইফটি বোর্ডের (এনটিএসবি) সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে বলে স্কাইডাইভ ক্যানসাস সিটি কোম্পানি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

যেভাবে বিধ্বস্ত হয় পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান, নিহত ৮ : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত এডওয়ার্ডস এয়ার ফোর্স বেস থেকে উড্ডয়নের পরপরই একটি মার্কিন বিমান বাহিনীর বি-৫২ বোমারু বিমান বিধ্বস্ত হয়ে আটজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের দুই কর্মীও রয়েছেন। এডওয়ার্ডস এয়ার ফোর্স বেসের কর্নেল জেমস হেইস এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, আমরা এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হয়েছি। আমরা আটজন মহান আমেরিকানকে হারিয়েছি। নিহতদের মধ্যে সাম-রিক সদস্য, সরকারি বেসামরিক কর্মী এবং সরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ছিলেন। মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ১৯৫০-এর দশক থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বোয়িং বি-৫২ স্ট্র্যাটোফরট্রেস। 'বাফ' (ইটঝঋ) নামে পরিচিত এই দীর্ঘপাল্লার কৌশলগত বোমারু বিমানটি সম্প্রতি ইরানকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছে। সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ২০ মিনিটে নিয়মিত পরীক্ষামূলক মিশনে থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে ঘন কালো ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, যা বহু দূর থেকেও দেখা যায়। দুর্ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে বিমানঘাঁটির রানওয়ের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঘটনার পর সাময়িকভাবে ঘাঁটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। বিমানটি ঘাঁটির রাডার আধুনিকায়ন কর্মসূচিতে সহায়তা করছিল এবং উড্ডয়নের পরপরই বিধ্বস্ত হয়ে আগুন ধরে যায়। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার উত্তরে মোহাভি মরুভূমিতে অবস্থিত এডওয়ার্ডস বিমান-ঘাঁটিতে দুর্ঘটনার পর বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সব আগত বিমানকে বিকল্প গন্তব্যে সরিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি জরুরি সাড়া কার্যক্রমে মনোযোগ দিতে অ-বাণিজ্যিক দর্শনার্থীদের প্রবেশও সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

ঘাঁটি কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক মূল্যায়নে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনাটি থেকে বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। নিহতদের স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করার ২৪ ঘণ্টা পর তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে। প্রাথমিক ভিডিওচিত্র পর্যালোচনার পর দুর্ঘটনাটিকে 'উদ্ধার-অযোগ্য এবং প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনাহীন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার কারণ এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক তদন্ত শেষ হতে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে, আর বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধান ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলতে পারে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। উল্লেখ্য, ৫০ হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় উড়তে সক্ষম এই বিমান প্রায় ৭০ হাজার পাউন্ড (৩২ হাজার কেজি) অস্ত্র বহন করতে পারে। এর মধ্যে শত শত প্রচলিত বোমা ও ৩২টি পারমাণবিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বহনের সক্ষমতাও রয়েছে। আকাশে জ্বালানি নেওয়ার সু-বিধা থাকায় এর আঘাত হানার পরিসর কার্যত সীমাহীন। সাধারণত একটি বি-৫২ বিমানে পাঁচ সদস্যের ক্রু থাকেনড়বিমান কমান্ডার, পাইলট, রাডার নেভিগেটর, নেভিগেটর এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ কর্মকর্তা। সূত্র : বিবিসি বাংলা।

নিউইয়র্ক সিটিতে সরকারি মুদি দোকান স্থায়ী হচ্ছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত মুদি দোকান স্থায়ীভাবে চালুর উদ্যোগ জোরালো হচ্ছে। এ লক্ষ্যে নতুন একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন সিটি কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য। তাদের আশা, আইনটি পাস হলে ভবিষ্যতের কোনো প্রশাসন সহজে এ কর্মসূচি বন্ধ করতে পারবে না।

সিটি কাউন্সিল সদস্য জেনিফার গুতেরেজ ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। প্রস্তাব অনুযায়ী, নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরোর প্রতিটিতে অন্তত পাঁচটি করে সরকারি মুদি দোকান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে হিসেবে পুরো শহরে ন্যূনতম ২৫টি দোকান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।বর্তমানে মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসন প্রথম মেয়াদকালেই পাঁচটি বরোর প্রতিটিতে অন্তত একটি করে সরকারি মুদি দোকান চালুর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। তবে জেনিফার গুতেরেজের মতে, বিষয়টি কেবল প্রশাসনিক কর্মসূচি হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। আইনি ভিত্তি পেলে উদ্যোগটি দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকবে এবং ভবিষ্যতের প্রশাসনও তা বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসা সেবা বিভাগের কমিশনার অথবা মেয়রের মনোনীত কোনো সংস্থার প্রধান এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্ব বা পরামর্শের ভিত্তিতেও কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগী ও অতিরিক্ত পরিচালন ব্যয় কমানো। সরকারি মালিকানার সুবিধা কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তুলনামূলক কম দামে মানসম্মত খাদ্যপণ্য পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে নিউইয়র্কবাসী সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে খাদ্যনিরাপত্তা জোরদার হবে এবং পরিবারগুলোর মাসিক ব্যয়ও কিছুটা কমবে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা।প্রকল্পের প্রথম ধাপ বাস্তবায়নের জন্য মেয়র জোহরান মামদানি ইতোমধ্যে ৭ কোটি ডলারের একটি বিশেষ তহবিল বরাদ্দ দিয়েছেন। এই অর্থ দিয়ে পাঁচটি বরোতে প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারি মুদি দোকান স্থাপনের কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে।

নতুন ব্যবস্থায় দোকানের জমি, ভবন নির্মাণ, ভাড়া এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত ব্যয় বহন করবে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। তবে দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হবে। শর্ত থাকবে, সরকারি সহায়তার ফলে যে আর্থিক সাশ্রয় হবে, তার সুফল সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী পণ্যের মূল্য কম রাখতে হবে।নিজেকে ডেমোক্র্যাটিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেওয়া উদারপন্থী ডেমোক্র্যাট নেতা জোহরান মামদানি গত বছরের মেয়র নির্বাচনে জয়ী হন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই জীবন-যাত্রার ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে সরকারি মুদি দোকান প্রতিষ্ঠার ধারণাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। এখন সেই উদ্যোগকে স্থায়ী আইনি কাঠামোর আওতায় আনার প্রচেষ্টা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

চূড়ান্ত পরিবর্তনটা দরকার সংস্কৃতিতে

(৪ পাতার পর)

একেবারে সরাসরি বিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিভিন্ন নামে এই শক্তিই রাষ্ট্র দখল করে রেখেছে। তারা মানুষকে পীড়ন করছে। তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে। মানুষের জীবনে এখন নিরাপত্তার বড়ই অভাব। সেই নিরাপত্তাহীনতা আর যাই করুক, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চায় ব্রতী করে না। তবুও অঙ্গীকারবদ্ধ অনেকেই যে আছেন, এটা একটা বড় রকমের ভরসা বৈ কি। তারা দৃষ্টান্ত যেমন, তেমনি অনুপ্রেরণার বীজ। ব্যক্তিগতভাবে তাদের রাষ্ট্রীয় নির্যাতন কম সহ্য করতে হয়নি এবং হচ্ছে না, সেটাও অসত্য নয়। বিরূপ বিশ্বের এই সাহসী মানুষেরা অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করুক। এটাই প্রত্যাশিত।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গোড়ায় গলদ

(৫ পাতার পর)

কতজন পায়, তাহার শতকরা পরিসংখ্যানটি মোটের উপর অকাট্য। ইহাকে সাক্ষরতাবিষয়ক পরিসংখ্যানের নাহান সচিবালয়ে উৎপাদিত পণ্য বলিবার উপায় নাই। তথ্যটি নিছক বিষণ্ন সংবাদও নহে। একটা ছক ইহার পশ্চিমে আছে।

আমাদের রাষ্ট্র যে শিক্ষানীতি এতদিন ধরিয়া সযত্নে অনুসরণ/অনুশীলন করিতেছে, ইহাকে তাহার একপ্রকার বিশ্বস্ত দলিলই বলা চলে। বলা বাহুল্য, এই নীতির পূর্বপুরুষ ইতালির পরিত্যক্ত ফ্যাসিতন্ত্র। এই নীতির নতুন নিশানবরদার হইয়া বর্তমানে বিশ্বব্যাংক ইহাকে একটা আভিজাত্য দান করিয়াছে। আর পুরাতন যুগে যাহাকে আমরা তৃতীয় বিশ্ব বলিতাম, তাহাতে কায়েম করিতেছে। ইহা যে বর্ণবাদের নতুন চেহারা তাহা বর্ণচোরা সাহিত্যিক ছাড়া আর সকলেই বুঝিবেন।

আমাদের এই আনমনা বা অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড অবস্থায় একই শিক্ষানীতি গ্রহণ করিয়াছি। এই নীতির লক্ষণ কি কি? ইহাকে বলা যায় পাবলিক স্কুল ও প্রাইভেট স্কুল সমন্বিত একটা দুই দলীয় বা ডুয়াল শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতির হস্তক্ষেপের ফলে বা মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত সার্বভৌমের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (শ্রমিক ও নুবিত্ত শ্রেণির তরুণ-তরুণী) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপযুক্ত মেধার অধিকার অর্জন করিতে পারে না।

আমাদের উচ্চশিক্ষার সমস্যা কি? এই প্রশ্ন করিলে বেশির ভাগ উত্তরদাতা বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন কিংবা সরকারের খবরদারি। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিবার পর এই সমস্যার দেখা পাইবেন। এই প্রবেশদ্বারের বাহিরে যাহারা পড়িয়া আছেন তাহাদের সমস্যা অন্য।

১১ জুন ২০২৬

(লেখকের বানান ও ভাষারীতি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

সলিমুল্লাহ খান : অধ্যাপক ও চিন্তাবিদ।

আওয়ামী শাসনে গণমাধ্যম ও জুলাইয়ের চেতনা

(৬ পাতার পর)

প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে সম্পাদকীয় নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতা বা এডিটোরিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকতার প্রথম আনুগত্য কোনো দল, সরকার বা রাষ্ট্রের প্রতি নয়; তার প্রথম ও শেষ আনুগত্য হলো সত্য এবং জনগণের প্রতি।

জুলাই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ। এর চূড়ান্ত ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন হয়তো সময়ই করবে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক সত্য ইতোমধ্যে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়েছেড়যখন গণমাধ্যম জনগণের ভাষা হারিয়ে ফেলে, তখন জনগণ রাজপথে নিজেদের নতুন ভাষা তৈরি করে নেয়; যখন গণমাধ্যম বাস্তবতাকে ব্ল্যাকআউট করতে চায়, তখন বাস্তবতা নিজেই ইতিহাস হয়ে স্বৈরাচারের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ আজ এক নতুন রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক যাত্রার প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে। এই যাত্রাপথে একটি স্বাধীন, নির্ভীক ও বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম অপরিহার্য।

জুলাইয়ের শহীদদের আত্মত্যাগ আমাদের বারবার এ কথাই মনে করিয়ে দেয়ড়ক্ষমতার দম্ভে সত্যকে হয়তো সাময়িকভাবে দমন করা যায়, কিন্তু তাকে কখনো পরাজিত করা যায় না। ইতিহাসের প্রতিটি সফল গণআন্দোলনের মতো, ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানও প্রমাণ করেছে যে, শোষিত মানুষের যৌথ অভিজ্ঞতা ও সত্যের নৈতিক শক্তি যেকোনো আধুনিক ও দানবীয় প্রচারযন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সুতরাং জুলাই ২০২৬-এর এই ক্ষণে আমাদের সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলোড়আমরা কি অতীত থেকে শিক্ষা নেব, নাকি আবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব? গণমাধ্যমের ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ মূলত এই একটি প্রশ্নের সততাপূর্ণ উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে।

লেখক : রাজনীতি বিশ্লেষক, সাবেক অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি জরুরী

(৭ পাতার পর)

তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান না হলেও দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে এবং জাতীয় উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

বিশ্বের যেসব দেশ শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নকে জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত করেছে, তাদের উন্নয়ন-ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং সুশাসনের পেছনে শিক্ষায় ধারাবাহিক বিনিয়োগ একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। এ কারণেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং রাষ্ট্রগুলোকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি কোনো অতিরিক্ত সুবিধা নয়; বরং এটি একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বিনিয়োগ। জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংস্কার নিয়ে যে ব্যাপক জনআকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য হলো একটি জবাবদিহিমূলক, দক্ষ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, দলীয়করণ, প্রশাসনিক অদক্ষতা, বৈষম্য এবং জবাবদিহির সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জনগণ আজ রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার প্রত্যাশা করছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংস্কারকে যদি কেবল আইন পরিবর্তন, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কিংবা সাংবিধানিক সংশোধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে তার কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা কঠিন হবে। কারণ রাষ্ট্র কোনো বিমূর্ত ধারণা বা কাঠামো নয়; রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, নীতি ও ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে মানুষ, আর সেই মানুষকে গড়ে তোলে শিক্ষা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মৌলিক সত্য হলোপ্রতিষ্ঠান যতই উন্নত হোক, সেগুলো পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের নৈতিকতা, দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ দুর্বল হলে প্রতিষ্ঠানও কার্যকর থাকে না। বিশ্বের বহু দেশে দেখা গেছে, একই ধরনের আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও কোথাও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কোথাও দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ মানুষের মানসিকতা, মূল্যবোধ এবং নাগরিক চেতনার পার্থক্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের গুণগত পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হলো মানুষের গুণগত পরিবর্তন, আর সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম শিক্ষা ।গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীস্টপূর্ব) বহু আগে সতর্ক করেছিলেন যে, রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারিত হয় তার নাগরিকদের চরিত্র দ্বারা। একইভাবে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিকরাও দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র, আইনের শাসন কিংবা জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা, নৈতিক বোধ, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি এবং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক প্রক্রিয়ায় দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের ওপর। যে সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে, কিন্তু ন্যায়-অন্যায় বিচার, নাগরিক দায়িত্ববোধ কিংবা মানবিক মূল্যবোধের চর্চা শেখায় না, সেখানে রাষ্ট্রসংস্কারের উদ্যোগ বারবার বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বাস্তবতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাধীনতার পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পরও আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি, যা একইসঙ্গে দক্ষ জনশক্তি, সচেতন নাগরিক এবং নৈতিক নেতৃত্ব তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতার ঘাটতি, নৈতিক অবক্ষয়, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দায়িত্বহীনতার যে সংস্কৃতি দৃশ্যমান, তার শেকড় অনেকাংশেই শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বাস্তবতায় শিক্ষাসংস্কারকে রাষ্ট্রসংস্কারের পরিপূরক নয়, বরং তার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।অতএবএকটি ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষাকে জাতীয় সংস্কার কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দিতে হবে। কারণ যে শিক্ষা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, দায়িত্ব নিতে শেখায়, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায় এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলে, সেই শিক্ষাই রাষ্ট্রসংস্কারের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। শিক্ষাসংস্কার ছাড়া রাষ্ট্রসংস্কারের স্বপ্ন তাই শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই থেকে যাবে।

বর্তমান বিশ্বে বিভাজন, গুজব, অপরায়ন ও ঘৃণার রাজনীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক উগ্রবাদ, সহিংসতা এবং অসহিষ্ণুতা বহু দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারের ফলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য ও অপপ্রচার আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এই বাস্তবতায় সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, তথ্য যাচাইয়ের সক্ষমতা এবং যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি একতাবদ্ধ, সচেতন, মানবিক ও দক্ষ নাগরিকসমাজ গঠন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন। রাষ্ট্রসংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হলো এমন নাগরিক তৈরি করা, যারা জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে দেশ পরিচালনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি কোনো ঐচ্ছিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার অপরিহার্য শর্ত ।পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রসংস্কারের প্রকৃত অর্থ কেবল নতুন আইন, নতুন প্রতিষ্ঠান কিংবা নতুন প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ নয়; বরং এমন এক নাগরিকসমাজ গড়ে তোলা, যারা জ্ঞান, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। আর সেই নাগরিকসমাজ গঠনের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো শিক্ষা। তাই জুলাই-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের গণআকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষাকে রাষ্ট্রসংস্কারের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোসময়ের দাবি।

ফ্যাসিবাদ মোকাবেলায় মিডিয়ার ব্যর্থতা

(৮ পাতার পর)

স্বাধীনভাবে পুনর্গঠনের মাধ্যমে ওই পত্রিকাগুলো পুনঃপ্রকাশ এবং লাভজনকভাবে পরিচালনার কথা ভাবার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

৪. সম্পাদক ও সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষা : সম্পাদকদের মর্যাদা, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, মিডিয়ায় সরকারি বিজ্ঞাপন বণ্টন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর বা শুল্ক কমানোর ব্যাপারে দ্রুত সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ নেয়ার জন্য তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

৫. সরকারপ্রধানের সাথে নিয়মিত সংলাপ : সরকার ও জনগণের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধ রচনা করতে প্রতি মাসে সরকারপ্রধানের সাথে সম্পাদকদের একটি নিয়মিত বৈঠক হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয় যথাযথ উদ্যোগ নেবে বলে আশা করি।

বিপুল শোণিতপাতে আমরা বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র অর্জন করেছি। গণতন্ত্র, মানবতা, মানবাধিকার, সাম্য, শান্তি, নাগরিক অধিকার এবং মতপ্রকাশের অবারিত স্বাধীনতাড় এগুলো আমাদের রাষ্ট্র ও জাতিসত্তার 'কোর ভ্যালুজ' বা মৌলিক মূল্যবোধ। ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে রক্তসিঞ্চিত দীর্ঘ সংগ্রামে আমরা এসব মূল্যবোধ অর্জন করেছি। এগুলোকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা এবং বিকশিত করতে হবে। আমাদের মিডিয়ার পুনর্গঠনও সেই লক্ষ্যাভিসারী হওয়া উচিত।

পরিশেষে বলব, কারো প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বশে নয়; সংবাদপত্রের কালো দিবস পালনের মাধ্যমে আমরা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে চাই। আমরা এই অঙ্গীকারে দীপ্ত হতে চাই যে, আমরা ঐক্যবদ্ধ, সোচ্চার, সাহসী ও সক্রিয় থাকব, যেন আর কোনো দিন এ দেশে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে না পারে এবং গণতন্ত্র চিরকাল অটুট থাকে।

(১৫ জুন, ২০২৬-ন্যাশনাল এডিটর্স কাউন্সিল আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ)

বিশাল বাজেট, রাজস্ব ঘাটতি

(৯ পাতার পর)

সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা এবং মান নিয়ে চলমান উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে এই বৃদ্ধি যৌক্তিক। দারিদ্র্য ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি স্বীকার করে বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয়ও বাড়ানো হয়েছে। ২০২৬২৭ অর্থবছরে ৪১ লাখ উপকারভোগীকে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় মাসিক ২ হাজার ৫০০ টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ বরাদ্দের পরিমাণ নয়, বরং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

লক্ষ্যভ্রষ্টতা, সুবিধাভোগী নির্বাচনজনিত ভুল, অপচয় এবং প্রশাসনিক অদক্ষতা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা সীমিত করে এসেছে। বাজেটে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার কথা বলা হলেও এর সাফল্য নির্ভর করবে উপকারভোগী ডেটাবেজ শক্তিশালী করা, ডিজিটাল বিতরণব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কার্যকর তদারকি ব্যবস্থার ওপর, যাতে সুবিধাগুলো দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই ভালো ফলাফল নিশ্চিত হয় না। দুর্বল বাস্তবায়ন, সুশাসনের ঘাটতি, ক্রয়প্রক্রিয়ার অদক্ষতা এবং দুর্নীতি সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয়ের গুণগত মান উন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার, জবাবদিহি এবং বিনিয়োগের প্রতিফলনের ওপর সরকারের জোর দেওয়া ইতিবাচক; তবে এর সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর।

ফাহমিদা খাতুন, অর্থনীতিবিদ এবং নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সি-পিডি)

বিশ্বকাপের সবচেয়ে দামি ১০ ফুটবলার

(১৭ পাতার পর)

আগেই চুক্তি বাতিলে সম্মত হন। ফলে তিনি ট্রান্সফার ফি ছাড়াই নতুন দলে যোগ দিতে পারবেন। গত ১২ মাসে তিনি সাড়ে ৫ কোটি ডলার আয় করেন। তবে আপাতত তাঁর মনোযোগ বিশ্বকাপে। সাতবার আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জেতা মিসর এখনো বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি। এবার সেই অপেক্ষার অবসান হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

সাদিও মানে (সেনেগাল), আয়: ৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার : চলতি বছরে এরই মধ্যে দুটি বড় ট্রফি জিতেছেন মানে। জানুয়ারিতে সেনেগালকে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের শিরোপা জেতানোর পর রোনালদোর সঙ্গে সৌদি আরবের আল নাসরের হয়ে সৌদি প্রো লিগও জিতেছেন তিনি। তবে ফাইনালে মরক্কোকে দেওয়া পেনাল্টির প্রতিবাদে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার ঘটনায় দুই মাস পর আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের সেই শিরোপা বাতিল করা হয়। হাঁটুর চোটে ২০২২ বিশ্বকাপ খেলতে না পারা মানে এবার ভালো করার সুযোগ পাচ্ছেন। একই সঙ্গে নতুন পৃষ্ঠপোষক পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আল নাসরের সঙ্গে তাঁর চুক্তি এ মাসের শেষ দিকে শেষ হতে পারে। গত এক বছরে তিনি ৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার আয় করেছেন।

জুড বেলিংহাম (ইংল্যান্ড), আয়: ৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার : এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের তিন সেরা খেলোয়াড়ের একজন বেলিংহাম, যাঁরা বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ আয় করা খেলোয়াড়দের তালিকায় আছেন। তাঁর বয়স ২৩ বছর পূর্ণ হতে এখনো কয়েক সপ্তাহ বাকি। গত ১২ মাসে তিনি আয় করেন ৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার। ২০২২ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এই মিডফিল্ডার। গ্রুপ পর্বে ইরানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বকাপ গোলদাতা হন এবং শেষ ষোলোয় করেন একটি অ্যাসিস্ট। পরে ১০ কোটি ডলারের ট্রান্সফার ফিতে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন তিনি।

লামিনে ইয়ামাল (স্পেন), আয়: ৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার : হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে বার্সেলোনার হয়ে লা লিগায় মৌসুমের শেষ অংশে খেলতে পারেননি ইয়ামাল। মে মাসের শেষ দিকে স্পেন দলের অনুশীলনে ফিরলেও তাঁর বিশ্বকাপ অংশগ্রহণ নিয়ে কঠোর শর্ত দিয়েছে বার্সেলোনা। খবরটি জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস। ধারণা করা হচ্ছে, কেপ ভার্দের বিপক্ষে স্পেনের প্রথম ম্যাচে তিনি খেলবেন মাত্র ১৫ মিনিট। পরের সপ্তাহে সৌদি আরবের বিপক্ষে খেলতে পারেন সর্বোচ্চ ৬০ মিনিট। তবে টেলিভিশন ও বিজ্ঞাপনে তাঁর উপস্থিতি কমবে না। জানুয়ারিতে আমেরিকান ইগলের সঙ্গে চুক্তি করেছেন তিনি। কোকা-কোলা, ম্যাকডোনাল্ডস, পাওয়ারেড ও ভিসার বিশ্বকাপ প্রচারণাতেও দেখা যাবে তাঁকে। গত এক বছরে তিনি আয় করেছেন ৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড), আয়: ৪ কোটি ১০ লাখ ডলার : এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ফুটবলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়ের দিক থেকে হ্যারি কেইন আছেন দশম স্থানে। জার্মানির বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকার ইংল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাড়১১৩ আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেছেন ৭৯টি। গত ১২ মাসে তিনি ৪ কোটি ১০ লাখ ডলার আয় করেন। ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন হ্যারি কেইন। ৩২ বছর বয়সী কেইন এ মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের প্রথম বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচেও গোল করেছেন। ইএসপিএনের তথ্য অনুযায়ী, ক্লাব ও দেশের হয়ে ২০২৬ সালে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২টি, যা বিশ্বের অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে ১৪টি বেশি।

নামে সোনা হলেও খাঁটি নয়-বিশ্বকাপের তিন

(১৬ পাতার পর)

জিতেছিলেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে।

নাম 'গোল্ডেন বুট' হলেও এটি আসলে পিতলসহ বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে তৈরি একটি ট্রফি, যার ওপর সোনার পাতলা প্রলেপ দেওয়া থাকে। এর ওজন প্রায় ১ কেজি। ফিফা আজ পর্যন্ত এর আসল বাজারমূল্য প্রকাশ করেনি। আরেকটি পুরস্কার গোল্ডেন বল, যা দেওয়া হয় পুরো টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলারকে। ফিফা টেকনিক্যাল কমিটির তৈরি করা তালিকা থেকে সা-ংবাদিকদের ভোটের মাধ্যমে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। ফুটবল ইতিহাসের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি দুবার (২০১৪ এবং ২০২২ সালে) এই গোল্ডেন বল জেতার কীর্তি গড়েছেন। এটিও নিরেট সোনার নয়, মূলত ব্রোঞ্জের তৈরি একটি ভাস্কর্য। তবে এর ওপর ১৮ ক্যারট সোনার একটি সুন্দর প্রলেপ দেওয়া থাকে। টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপারকে দেওয়া হয় গোল্ডেন গ্লাভস। ১৯৯৪ সালে প্রথম এই পুরস্কার চালু হয়। রাশিয়ার কিংবদন্তি গোলকিপার লেভ ইয়াশিনের স্মরণে প্রথমে এর নাম ছিল 'লেভ ইয়াশিন অ্যাওয়ার্ড'। পরবর্তীতে ২০১০ সালে নাম বদলে রাখা হয় 'গোল্ডেন গ্লাভস'। কাতার বিশ্বকাপে এই ট্রফিটি উঁচিয়ে ধরেছিলেন আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। অন্য দুটি ট্রফির মতো এটিও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি এবং ওপর থেকে সোনার জল করা থাকে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

দলে দলে নাগরিকত্ব ছাড়ছেন আমেরিকানরা

(শেষ পাতার পর)

যা ২০২০ সালের পর সর্বোচ্চ। সংস্থাটির সহপ্রতিষ্ঠাতা দান ডুরলাখার জানান, এ বছর নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন ১৫ শতাংশ বাড়তে পারে।বর্তমানে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৪০ হাজার মার্কিন নাগরিককে এ বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছে সংস্থাটি। নাগরিকত্ব ত্যাগের পেছনে রাজনৈতিক কারণের চেয়েও বড় ভূমিকা রাখছে অর্থনৈতিক কারণ। ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যাক্ট বা ফ্যাটকা আইন অনুযায়ী, একজন নাগরিক পৃথিবীর যেখানেই বাস করুন বা আয় করুন না কেন, তাকে মার্কিন সরকারকে কর দিতেই হবে। পুরো বিশ্বে কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব আফ্রিকার ইরিত্রিয়ায় এমন নিয়ম চালু রয়েছে।

এই আইনের কারণে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন 'দুর্ঘটনাবশত আমেরিকান' হওয়া ব্যক্তিরা। এরা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নেওয়ার কারণে বা মার্কিন বাবা-মায়ের সূত্রে নাগরিকত্ব পেয়েছেন, কিন্তু কখনো যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেননি। প্যারিসভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাক্সিডেন্টাল আমেরিকানসের সভাপতি ফ্যাবিয়েন লেহাগরে জানান, ইউরোপে এমন প্রায় তিন লাখ মানুষ আছেন। ফ্যাটকা আইনের জটিলতার কারণে ইউরোপের ব্যাংকগুলো অনেক সময় এই মার্কিন ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্ট খুলতে বা লোন দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বেতন পাওয়া বা পেনশনের টাকা জমানোর মতো সাধারণ কাজও তাঁদের জন্য এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। ট্যাক্স বা রাজনীতি ছাড়াও অনেকের ক্ষেত্রে কাজ করে পরিচয়ের এক অদ্ভুত দোলাচল।

হিজরি নববর্ষ ১৪৪৮ শুরু

(শেষ পাতার পর)

আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দিয়েছে। সৌদি প্রেস এজেন্সি এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ২৫ জুন পবিত্র আশুরা ১০ মুহাররম পালিত হবে। সেদিন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রোজা রাখবেন।

সৌদি আরবের সুপ্রিম কোর্টের চাঁদ দেখা কমিটি জানায়, গত ১৫ জুন ২৯ জিলহজ ১৪৪৭ হিজরি মোতাবেক ১৫ জুন সন্ধ্যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাঁদ দেখার খবর আসে। বিভিন্ন অঞ্চলের আদালত থেকে পাঠানো সেইসব তথ্য ও সাক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে সুপ্রিম কোর্টের কমিটি। চাঁদ দেখার বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার পর কমিটি ঘোষণা দেয় যে, গত ১৬ জুন থেকেই পবিত্র মুহাররম মাস শুরু হচ্ছে। এই বরকতময় উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম বাদশাহ সালমান এবং যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করা হয়। একই সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়েছে।

নিউইয়র্কে বসবাসকারীদের জন্য সরকারি সুবিধা

(শেষ পাতার পর)

বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর লাখো বাসিন্দা এসব কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য সহায়তা, আবাসন সুবিধা, শিশু পরিচর্যা, জ্বালানি ব্যয়, কর-সুবিধা এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। যদিও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ধারণা রয়েছে যে এসব সুবিধা কেবল নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য, বাস্তবে অনেক কর্মসূচি শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, কর্মজীবী পরিবার, নতুন বাবা-মা এবং নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্যও উন্মুক্ত।

নিউইয়র্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা কর্মসূচিগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম। সীমিত আয়ের পরিবার, শিশু, গর্ভবতী নারী এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিমা ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। অনেক পরিবার বিনামূল্যে অথবা স্বল্প খরচে চিকিৎসা, ওষুধ এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ পায়। স্বাস্থ্য ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে এসব কর্মসূচি বহু পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিও নিউইয়র্কের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি বড় অংশ। যোগ্য পরিবারগুলো মাসিক খাদ্য কেনার জন্য সরকারি সহায়তা পেয়ে থাকে। বিশেষ করে সীমিত আয়ের কর্মজীবী পরিবার, প্রবীণ নাগরিক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই সহায়তা জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গর্ভবতী নারী, নবজাতক শিশু এবং অল্পবয়সী শিশুদের জন্য আলাদা পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচিও রয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা পরামর্শ এবং শিশুদের সুস্থ বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি বছর হাজারো পরিবার এই সুবিধার আওতায় আসে। কর্মজীবী বাবা-মায়েদের জন্য শিশু পরিচর্যা ব্যয় অনেক সময় বড় আর্থিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিউইয়র্কে শিশু পরিচর্যা সহায়তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। যোগ্য পরিবারগুলো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা অনুমোদিত পরিচর্যা সেবার ব্যয়ের একটি অংশ কিংবা উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। এর ফলে অনেক অভিভাবক নিশ্চিন্তে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

নতুন বাবা-মায়েদের জন্য বেতনসহ পারিবারিক ছুটির সুবিধা নিউইয়র্কের অন্যতম আলোচিত কর্মসূচি। সন্তান জন্ম, দত্তক গ্রহণ অথবা পরিবারের গুরুতর অসুস্থ সদস্যের পরিচর্যার জন্য কর্মরত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতনসহ ছুটি গ্রহণ করতে পারেন। পরিবার ও কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় এই কর্মসূচিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়। অর্থনৈতিক সংকটে থাকা ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য নগদ সহায়তা কর্মসূচিও রয়েছে। যেসব পরিবার সাময়িক আর্থিক সংকটে পড়ে, তারা খাদ্য, বাসস্থান, বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য জরুরি ব্যয় মেটাতে সরকারি সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে জরুরি আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও রয়েছে।

নিউইয়র্কে আবাসন ব্যয় দীর্ঘদিন ধরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়। উচ্চ ভাড়ার কারণে অনেক পরিবার সরকারি ভাড়া সহায়তা, ভর্তুকিযুক্ত আবাসন এবং বিশেষ আবাসন কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণ করে। গৃহহীনতা প্রতিরোধ এবং স্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্টেট ও সিটি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ পরিচালিত হচ্ছে। শীতপ্রধান এই অঙ্গরাজ্যে জ্বালানি ব্যয়ও অনেক পরিবারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তাই নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারগুলোর জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং গৃহ উষ্ণ রাখার ব্যয় কমাতে বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে গরম করার যন্ত্রপাতি মেরামত বা প্রতিস্থাপনের জন্যও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি কর্মসূচি, পরিবহন সহায়তা, বাড়িভিত্তিক পরিচর্যা এবং সামাজিক অংশগ্রহণমূলক নানা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবীণদের স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যও নিউইয়র্কে বিস্তৃত সহায়তা ব্যবস্থা রয়েছে। চিকিৎসা, পুনর্বাসন, ব্যক্তিগত পরিচর্যা, কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের পরিচর্যাকারী হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সৌদিতে বসবাসে নতুন নিয়ম জারি

(শেষ পাতার পর)

'কিউয়া' নতুন নির্দেশনায় এ তথ্য জানিয়েছে।নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এ ধরনের পারমিটের জন্য ১০০ সৌদি রিয়াল ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।সৌদি মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কিউয়া প্ল্যাটফর্ম শ্রমবাজার-সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ চুক্তি, পদত্যাগ প্রক্রিয়া এবং ভিসা-সংক্রান্ত কার্যক্রম।কিউয়া জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানের সাবস্ক্রিপশন ফি কোম্পানির আকার ও ইউ-নিফায়েড নম্বরের আওতায় নিবন্ধিত কর্মীর সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।এ ছাড়া 'তামহীর' কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ চুক্তি এখন থেকে অনলাইনে নিবন্ধন করা যাবে। তবে এসব প্রশিক্ষণ চুক্তি সৌদিকরণ নীতির হিসাব বা বিদ্যমান কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে গণ্য হবে না। সেবা ফি পরিশোধ করা যাবে ব্যাংক কার্ড, সাদাদ পেমেন্ট সিস্টেম এবং কিউয়া ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে।পদত্যাগ সংক্রান্ত নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নিয়োগকর্তা আবেদন গ্রহণ বা স্থগিত না করলে কর্মীরা পদত্যাগপত্র জমা দেয়ার সাত দিনের মধ্যে তা প্রত্যাহার করতে পারবেন। তবে নোটিশ পিরিয়ড চাকরির চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।অন্যদিকে ভিসাসংক্রান্ত নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, একবার ভিসা ইস্যু হওয়ার পর এর কোনো তথ্য সংশোধন করা যাবে না। ভুল তথ্য থাকলে সংশ্লিষ্ট ভিসা বাতিল করে নতুন করে আবেদন করতে হবে।

আমেরিকার বিশ্বকাপ দলে অভিবাসীদের মিলনমেলা

(শেষ পাতার পর)

এখন বিশ্বজুড়ে তোলপাড় চলছে ইউএসএ ফুটবল দলের অন্দরমহল নিয়ে।আমেরিকান সকার দলের ২৬ সদস্যের স্কোয়াডের দিকে তাকালে এটিকে ফুটবল টিম কম, আন্তর্জাতিক অভিবাসী মেলা বেশি মনে হতে পারে! দলের অর্ধেকের বেশি বুটের মালিকের রয়েছে দ্বৈত নাগরিকত্ব, আর ছয়জন তো আমেরিকার মাটিতে জন্মই নেননি।সবচেয়ে বড় ধামাকা হলো, উদ্বোধনী ম্যাচের জোড়া গোলের মহানায়ক ফোলারিন বালোগান আজ মার্কিন জার্সি গায়ে জড়াতে পেরেছেন কেবল এমন এক আইনি মারপ্যাঁচে, যা চিরতরে উপড়ে ফেলতে গত ২০ জানুয়ারি, ২০২৫-এ নির্বাহী আদেশ সই করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে খোদ ট্রাম্প প্রশাসন।

সুপ্রিম কোর্টে গত এপ্রিল মাসে এ নিয়ে জোরদার আইনি লড়াই ও বিতর্ক হয়েছে এবং চলতি জুন বা জুলাইয়ের শুরুতেই এর চূড়ান্ত রায় আসার কথা রয়েছে, যা মাঠের উত্তাপ বারান্দা পর্যন্ত নিয়ে গেছে।ফুটবল রোমান্টিকদের জন্য বালোগানের গল্পটা একদম সিনেমার মতো। ২০০১ সালের গ্রীষ্মে তার নাইজেরিয়ান মা ফ্লোরেন্স যখন নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডনে ফেরার ফ্লাইটে উঠতে যান, তখন তিনি সাত মাসের গর্ভবতী হওয়ায় এয়ারলাইন কর্মীরা প্রয়োজনীয় মেডিকেল ক্লিয়ারেন্স না থাকার অজুহাতে তাকে আটকে দেয়। ব্যাস, বাধ্য হয়ে নিউ ইয়র্কে থেকে যাওয়া এবং ৩ জুলাই ব্রুকলিনের মাটিতে বালোগানের প্রথম কান্নার আওয়াজ শোনা। মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর বার্থরাইট সিটিজেনশিপের কল্যাণে অবলীলায় আমেরিকান বনে যান তিনি। অথচ ট্রাম্পের নতুন নীতি যদি তখন থাকত, যেখানে বাবা-মা বৈধ বাসিন্দা বা নাগরিক না হলে সন্তান নাগরিকত্ব পাবে না, তাহলে আজ মার্কিন ডাগআউটে নয়, বালোগান হয়তো গ্যালারিতে বসে পপকর্ন খেতেন! ম্যাচ শেষে আবেগাপ্লুত বালোগান

নিজেই বলেছেন, বিশ্বকাপে অভিষেকের রাতে গোল করার যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, বাস্তবতার আনন্দ সেই কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

শুধু বালোগানই নন, মার্কিন স্টার ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিকের রক্তেও বইছে ক্রোয়েশিয়ান অভিবাসী দাদা মেট পুলিসিকের রক্ত, যিনি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওলিব দ্বীপ থেকে যুগোস্লাভিয়ার অভিবাসী ঢেউয়ের সঙ্গে আমেরিকায় এসেছিলেন। সেই ক্রোয়েশিয়ান পাসপোর্টের জোরেই কোনো ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই মাত্র ১৬ বছর বয়সে জার্মানির বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে খেলার সুযোগ পান পুলিসিক। উইঙ্গার টিম উইয়াহর ধমনীতে কাঁপন তোলে জ্যামাইকান-আমেরিকান মা ক্লারের টান, আর বাবা জর্জ উইয়াহ তো ব্যালন ডি'অর জয়ী একমাত্র আফ্রিকান ফুটবল ঈশ্বর ও লাইবেরিয়ার ২৫তম প্রেসিডেন্ট! লস অ্যাঞ্জেলেসে জন্ম নেয়া কভেন্ট্রি সিটির তারকা হাজি রাইটের বাবা ঘানার এবং মা লাইবেরিয়ার নাগরিক। আবার টেক্সাসের এল পাসোতে জন্ম নেয়া রিকার্ডো পেপি এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ক্রিশ্চিয়ান রোলডান, উভয়ই মেক্সিকান আমেরিকান দ্বৈত নাগরিক।

দলের বাকি তিন বিদেশি বংশোদ্ভূতের গল্পও কম আকর্ষণীয় নয়। রাইট-ব্যাক সার্জিনো ডেস্টের জন্ম নেদারল্যান্ডসের আলমেরে-তে; তার সুরিনামি আমেরিকান বাবা মার্কিন সামরিক বাহিনীতে প্রায় ২৫ বছর সেবা দিয়েছেন। লেফট-ব্যাক অ্যান্টনি রবিনসন জন্মেছেন ইংল্যান্ডের মিল্টন কেইনসে; তার বাবা মার্লন পরে নিউ ইয়র্কের হোয়াইট প্লেইনসে চলে আসেন এবং ডিউক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে মার্কিন নাগরিক হন। মিডফিল্ডার মালিক টিলম্যানের জন্ম জার্মানির নুরেমবার্গে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির কাছে এবং তার বাবাও মার্কিন সেনাবাহিনীতে ছিলেন।

এছাড়া জিও রেইনা ইংল্যান্ডের সান্ডারল্যান্ডে এবং সেবাস্তিয়ান বারহাল্টার লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন, যখন তাদের বাবারা সেখানে পেশাদার ফুটবল খেলতেন। মেক্সিকোর সিউদাদ জুয়ারেজে জন্ম নেয়া আলেজান্দ্রো জেন্দেজাস তো বুক ফুলিয়ে বলেন, একই সঙ্গে দুই দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে তিনি দারুণ কৃতজ্ঞ।মাঠের দুর্দান্ত ফুটবল আর মাঠের বাইরের এ ইমিগ্রেশন পলিটিক্স সব মিলিয়ে ঘরের মাঠের বিশ্বকাপ আমেরিকার জন্য যেমন এক নতুন সোনালী অধ্যায়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তেমনি ট্রাম্পের কড়া নীতির মুখে মার্কিন সকারের এ 'গ্লোবাল রূপ' টুর্নামেন্ট জুড়ে এক চরম থ্রিলার ড্রামা তৈরি করে রাখবে, তা বলাই বাহুল্য!

কানাডায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো বাংলাদেশি যুবকের

(শেষ পাতার পর)

১২ জুন ভোররাতে মেয়র অ্যাভিনিউ এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম ইনতিশাম মাহি।

পুলিশ জানায়, গাড়িটি একটি বিদ্যুতের খুঁটি ও একটি বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা চারজনের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং অপর তিনজন আহতাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন।দুর্ঘটনার পর পুলিশ চালকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় চালক সড়কে মাদক বা অ্যালকোহল সংক্রান্ত স্ক্রিনিং টেস্টে ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এ ঘটনায় নিহতের পরিবার ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে পুলিশ।

মুনা'র টি-শার্ট, ক্যাপ বিতরণ

(শেষ পাতার পর)

চালিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি। বিভিন্ন ধরণের সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডেও অংশ নিচ্ছে মুনা। বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আন্তধর্মীয় সম্পর্কোন্নয়নের কাজও করছে সংগঠনটি। বিশ্বকাপ ফুটবলকে সামনে রেখে বিশ্বের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের মাঝে ইসলাম ধর্মের শান্তিরও বাণী পৌছে দিতে গ্রহণ করেছে ব্যতিক্রমধর্মী উদোগ।

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ উপলক্ষে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সিসহ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর যে ১৬টি ভেন্যুতে টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে, সেসব সিটিতে বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ এবং মুনা'র লোগো-শোভিত টি-শার্ট ও ক্যাপ বিতরণ করছে। দাওয়াতি কাজের অংশ হিসেবে মুনা এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং বিপুল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে মুনা সূত্রে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে টুর্ণামেন্টের ভেন্যুগুলো হচ্ছে নিউ জার্সি, আটলান্টা, বোস্টন, ডালাস, হিউস্টন, কানসাস সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, মায়ামি, ফিলাডেলফিয়া, স্যান ফ্রান্সিসকো এবং সিয়াটেল। এসব সিটিতে, বিশেষ করে স্টেডিয়াম এলাকাগুলোতে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা ৫০ হাজার কুরআন বিতরণ করা হবে বলে জানা গেছে।

জ্যামাইকায় 'ভালো মেলা' ১৯ জুন

(শেষ পাতার পর)

এর উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলা বিকেল ৩টা থেকে শুরু হবে। আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কুইন্সের হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ের ১৭৩ স্ট্রিট থেকে ১৭৫ স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় আয়োজন করা হয়েছেমেলার । এতে অংশ নেবে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা সংগঠন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি গ্রুপগুলো। মেলায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বুথ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং পরিবারভিত্তিক বিনোদনের নানা আয়োজন থাকবে। স্থানীয় শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অংশগ্রহণে সংগীত, নৃত্য এবং বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মেলার আকর্ষণ আরও বাড়াবে।

আয়োজকরা আশা করছেন, এ উৎসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে। এবারের মেলায় কমিউনিটি পার্টনার হিসেবে যুক্ত রয়েছে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, এলহাম একাডেমি, সাপ্তাহিক ঠিকানা এবং বেঙ্গলিস অব নিউইয়র্ক (বনি)। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার ড. নানতাশা উইলিয়ামস এ আয়োজনের সহযোগী অংশীদার হিসেবে যুক্ত রয়েছেন। মেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী বিক্রেতা, উদ্যোক্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বিশেষ নিবন্ধনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আয়োজকরা কিউআর কোডের মাধ্যমে নিবন্ধনের সুযোগ দিয়েছেন, যাতে আগ্রহীরা সহজেই অংশগ্রহণের আবেদন করতে পারেন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড মগ
ক্যালেন্ডার ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার আইডি কার্ড
মেনু টি-শার্ট
পত্রিকা এড রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার লেমিনেশন
ক্রেস্ট ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউ-নিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবেঅ যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউ-নিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট অ্যালবানস, নিউইয়র্ক-১১৪১২, দ্বিতীয় তলায় ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, ডাইনিংসহ ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন ও খালি। পার্কিং পাওয়া যায়। পৃথক এন্ট্রেন্স। কিউ ২ বাস স্টপেজ অতি নিকটে। কাছেই সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, দুটি মসজিদ, ফার্মেসি। সোলার প্যানেল আছে। যোগাযোগ: **646-575-7053, 646-318-9864**
বি-৫১-০১

ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এস্টেটে ১৮৭ স্ট্রিট এবং ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেসে ১ বেডরুম, বাথ, কিচেন ও লিভিংরুমসহ একটি ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন এবং পৃথক প্রবেশ পথ আছে। যোগাযোগ: **646-288-2834** বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (৬ ট্রেন) স্টেশন থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি গ্রোসারি ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: **347-479-9876** বি-৪৮-৫০

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬** বি-৪৮

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে **718-322-1488** ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া হবে

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পাশে ১৬৮ স্ট্রিটে অ্যাটিকে একটি স্টুডিয়ো রুম পৃথক কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একজন অথবা দু'জন কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **৯২৯-৫৭১-৭০০২** বি-৪৭-৪৯

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে।
যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

রুম ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে একটি রুম শুধু কর্মজীবী পুরুষের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিট 'এফ' ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে একটি রুম ১লা জুলাই থেকে ইউটিলিটিসহ ভাড়া হবে। পৃথক বাথরুম। কিচেন শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: **৬৪৬-২৪৬-১১৫৩ বি-৪৯-৫১**

কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর "Broadnosh Bagel" এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন থ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: 7**18-600-0923** বি-৫২-০৩

STORE FOR SALE

Cross St. on `M' Train Subway, Stop Important Hard Location. Lotto, Beer, Cigarettes, Zyn Tobacco, Candy, Cold Drinks, Medicine and Personal Care items, etc.
Cell: **347-933-7455**
(Hossain)
B-48-52

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

House for Rent

1. Queens village 4bd. 1.5 Bath, living, Dining.
2. Jamaica, 4bd, 2bath, living, Dining 172nd Street & 107th Ave. 2nd Floor.
3. Jamaica, 3bd, 2bath, living, Dining, 169-01 Highland Ave.
4. Richmond Hill 3bd, 2bath, living, Dining, 105-32, 130th Street.
5. Jackson Heights big 3bd, 1 bath, Balcony, living, dining 75th Street & Northern Blvd.
6. Jamaica, Semi basement 3bd, 1bath, Living, 197-05, 90th Ave.
7. Jamaica, Semi basement 2bd, 1bath, dining, 160-11 84th Ave. $1,600.
8. East Elmhurst 3bd, 1bath, living dining, $3,200.
9. Jamaica, 2bd, 1bath, living, dining 107-20 Waltham Street.
10. Jamaica, 2bd, 1bath, living, Dining 146th Street & Hillside Ave.3rd floor.
11. Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 111-08 Farmers Blvd.2,800 +Bills.
12. Jamaica, 1bd, 1bath, living 143rd St. & hillside Ave.
13. 2bath, 1bath, living, dining 281Street & 87th Ave. 2nd floor.
14. Jamaica, Semi basement 2bd or 1bd, 1bath, parsons Blvd & Hillside Ave.
15. Jamaica, Empty house 3bd, 1bath, living, dining, 168th place & Liberty Ave. 2nd floor.
16. Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 2nd floor177sth Street & 106ths Rd.
17. Jamaica, 3bd,1bath, living, dining, 136th Street & Hillside Ave.
18. Jackson Heights, 3bd, 2bath,—— 70th Street & 35th Ave.
19. 3room, 1bath, dinning
20. 2bd, 1bath, living, dining, Jackson Heights
21. Queens Village 2bd.1bath, living.
22. Studio ,1bd, 1bath, 1st floor, 170th street & 108th Ave., $1,700.
23. 2bd, 1bath, living Sutphin Blvd & 97th Ave.2nd floor
24. Queens Village 3bd, 2bath, living, dining, 94-86, 218 Street
25. Jamaica, Semi basement 1bd, 1bath, living, 160th Street & 85th Ave,
26. Jamaica, Basement 1bd, 1bath 90-37, 180th Street.
27. Jamaica, 3bd, 2bath, living, dining Sutphin Blvd. & 115th Ave.
28. Jamaica, 2 room, 1bath, 153rd Street & 109th Avenue.
29. 2bd, 1bath, living, dining 3rd floor 88-13, 146th St.
30. 3bd 1bath living, dining, 88-32 179 St 1st floor.
31. 3bd 1bath living, dining, 2nd floor 108-05,. 22nd street.
32.3bd 1bath living, dining 11108 former Blvd 2nd floor, 2800+bill.
33. basement 2bd 1bath living 169 St 84th Ave.
35. Elmhurst 1bd 1bath living coop 6th floor close to Elmhurst Hospital.
36. 1bd 1bath, living 139-11 70th Ave, 2nd floor.
37. 3bd 2bath living, dining close to Sutphin Blvd LIRR. 2500+bill.
38. East Elmhurst 2bd 1 bath, living 1st floor. 25-46, 100th St . $2200
39. Valley Stream 2bd & 3bd Apartment with car parking.
40. Briarwood 1bd 1bath living.
41. 3bd 1 bath living, dining 184th St. 89th Ave, $2700 including.
42. 2bd 1 bath living $2300 included. 85-91 Parsons Blvd.
43. Briarwood 3bd, 1bath, living, dining, 2nd floor.
44. Jackson Heights 2bd, 1 bath, living, dining 3rd floor. Close to 74thth St & 34th Ave.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Radiologic Technologist & Technician

APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree.
in Radiologic Technology. Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

NINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

স্টোর বিক্রয় হবে

'এম' ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ডিঙ্কস, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।
যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্রী আবশ্যক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাবেক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ডিভোর্সড পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের অনুর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সী এইএসসি-মাস্টার্স উত্তীর্ণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীকে অবশ্যই সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। পাত্র বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এর 'সাবস্টিটিউট টিচার' পদে কর্মরত। এছাড়া নিউইয়র্কে কয়েকটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিস্টেড হয়েছেন। পাত্রী/অভিভাবক নিঃসংকোচে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ: 929-350-4297; ইমেইল: alam-sky777@gmail.com
বি-৫২-০১

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT
74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT:
718-426-2700
For further information.

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগঃ মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোনঃ 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm, Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate — INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট–এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.
হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস
নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইলঃHelal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস
* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস
American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

VOTE

KHORSHED KHANDAKER

FOR
DEMOCRATIC
COUNTY
COMMITTEE
MEMEBER

JUNE 23'2026

YOUR
VOTE IS
MATTER

NY STATE ASSEMBLY DISTRICT-29

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

- ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
- ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
- Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
- ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির
জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের
বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে
যোগাযোগ করুন

agra Palace
Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

Dr. GeeCee Pat

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
18 June 2026
বৃহস্পতিবার
১৮ জুন ২০২৬

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

নিউইয়র্কে পার্কিং সমস্যা : বছরে গড়ে ১০৭ ঘন্টা ব্যয় হয়

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় প্রত্যেক গাড়িচালকের জন্য তাদের গাড়ি পার্ক করা স্থায়ী এক মাথাব্যথা। সিটির প্রায় সব এলাকায় একই সঙ্কট। চালকেরা কোথাও গিয়ে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

নিউইয়র্কে বসবাসকারীদের জন্য সরকারি সুবিধা

বাংলাদেশ ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ব্যয়বহুল অঙ্গরাজ্য নিউইয়র্ক। বিশেষ করে নিউইয়র্ক সিটিতে বাসাভাড়া, স্বাস্থ্যসেবা, শিশু পরিচর্যা, শিক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় দেশের

অনেক এলাকার তুলনায় বেশি। তবে এই উচ্চ ব্যয়ের বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট সরকার এবং নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন কয়েক দশক ধরে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় 'ভালো মেলা' ১৯ জুন

নিউইয়র্ক : জ্যামাইকায় ১৯ জুন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ভালো মেলা ২০২৬'। 'ভালো'- *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

বক্তব্য রাখছেন গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টু।

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির 'স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিটারি'র উদ্বোধন ২০ জুন

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নির্মিত বৃহত্তম কবরস্থান প্রকল্প 'স্কচটাউন বাংলাদেশ সেমিটারির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২০ জুন। একইসঙ্গে আগামী ১ জুলাই থেকে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানিয়েছে গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি। *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

দলে দলে নাগরিকত্ব ছাড়ছেন আমেরিকানরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : আমেরিকানস ওভারসিজ নামের একটি সংস্থা ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে, ২০২৫ সালে রেকর্ড চার হাজার ৮৮৯ জন আমেরিকান নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন, *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

হিজরি নববর্ষ ১৪৪৮ শুরু

বাংলাদেশ ডেস্ক : হিজরি ১৪৪৮ সনের পবিত্র মুহাররম মাসের চাঁদ দেখা গেছে সৌদি আরবে। ফলে গত ১৬ জুন থেকে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হচ্ছে নতুন ইসলামী বছর। গত ১৫ জুন রাতে সৌদি আরবের সুপ্রিম কোর্ট *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জামালপুর জেলা সমিতির অভিষেক

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রবাসে জামালপুরবাসীর অন্যতম বৃহৎ সংগঠন জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকার নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ জুন নিউইয়র্কের উডসাইডে গুলশান টেরেসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রবাসী জামালপুরবাসী *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে
মুনা'র টি-শার্ট, ক্যাপ বিতরণ

বাংলাদেশ রিপোর্ট: মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা-মুনা নিরলসভাবে কাজ করছে ইসলামের দাওয়াত সর্বত্র পৌছে দিতে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই কর্মতৎপরতা *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

কানাডায় সড়ক দূর্ঘটনায় প্রাণ গেলো বাংলাদেশি যুবকের

বাংলাদেশ ডেস্ক : কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড ল্যাব্রাডরের সেন্ট জনস সিটিতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। গত *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

নিউইয়র্ক : বর্ণাঢ্য আয়োজনে 'ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬' গত ১৪ জুন রোববার নিউইয়র্কের রেন্ডালস আইল্যান্ডের আইকান স্টেডিয়ামের ১০ নম্বর মাঠে শুরু হয়েছে। টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

মন-নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতি

কাজী জহিরুল ইসলাম

নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারা মানব জীবনের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। উন্নত দেশের মানুষেরা এখন এই কাজটি করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে হয়ত একটি আয়েশী জীবন পার করে দেয়া যায় কিন্তু সেই জীবনে অর্জন তেমন কিছুই হয় না। প্রত্যেকের একক *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

হাবিব রহমানের নতুন বই 'রোড ট্রিপ আমেরিকা'

নিউইয়র্ক: আমেরিকা, একটি দেশ, যার পরিচয় শুধু আকাশছোঁয়া অট্টালিকা কিংবা বিশ্ববিখ্যাত শহরেই সীমাবদ্ধ নয়; তার প্রকৃত সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ রাস্তায়, পাহাড়ের বাঁকে, সমুদ্রের ধারে, মরুভূমির নীরবতায় এবং ছোট ছোট জনপদের জীবনে। 'রোড ট্রিপ *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

চিটাগং অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে চিটাগং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকাকে ঘিরে চলমান বিরোধের মধ্যে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে মাকসুদ-মাসুদ পরিষদ। তারা অভিযোগ *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সৌদিতে বসবাসে নতুন নিয়ম জারি

বাংলাদেশ ডেস্ক : সৌদি আরবে প্রিমিয়াম রেসিডেন্সি হোল্ডারদের জন্য পৃথক ওয়ার্ক পারমিট গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দেশটির শ্রমবাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

আমেরিকার বিশ্বকাপ দলে অভিবাসীদের মিলনমেলা

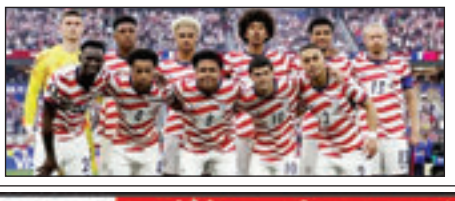

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে নিজেদের ঘরের মাঠে রাজকীয় শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু মাঠের সেই জাদুকরী পারফরম্যান্স ছাপিয়ে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*